উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB


সেনসেক্স : ৮২,৪০৮.১৭ (+১০৪৬.৩০)
নিফটি : ২৫,১১২.৪০ (+৩১৯.১৫)

**গ্রেপ্তার সুকান্ত**
বিতর্কিত চিকিৎসক রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকা থেকে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। » ৫

**বাধা পদ্ম বিধায়ককে**
বৃহস্পতিবার মন্ত্রীর জবাবি ভাষণ বয়কট করে বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছিল বিজেপি। শুক্রবার তার পালটা জবাব দিতে শংকর ঘোষকে কার্যত বক্তব্য পেশ করতেই দিল না শাসকদল। » ৫

**আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা**

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ৩৩° | ৩২° | ৩৩° | ৩২° |
| সর্বনিম্ন | ২৫° | ২৬° | ২৭° | ২৬° |

**শুভমান, যশস্বীর সেঞ্চুরি**
ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি (১০১) করলেন যশস্বী জয়সওয়াল। অধিনায়ক শুভমানও শুরু করেছেন সেঞ্চুরি দিয়ে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বড় রানের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে ভারত। » ১৪


৬ আষাঢ় ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 21 June 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 34

*নিজের ৬৭তম জন্মদিনে দেরাদুনে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বিশেষভাবে সক্ষম (দৃষ্টি) শিশুরা তাঁকে গান শুনিয়ে অভ্যর্থনা জানাতেই চোখের কোণে জল ধরে রাখতে পারেননি। আবেগে কেঁদে ভাসান তিনি। শুক্রবার।*

# রাজ্যের ভাতায় ‘না’ হাইকোর্টের

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ২০ জুন :** চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের ভাতা দেওয়ার ঘোষণায় কলকাতা হাইকোর্টের কড়া সমালোচনার মুখে পড়ল রাজ্য সরকার। শুক্রবার রাজ্যের আবেদন খারিজ করে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বা আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না এলে আপাতত ভাতা দিতে পারবে না রাজ্য সরকার। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে ‘বৈষম্যমূলক আচরণ’ বলে পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের। ১৯ পাতার রায়ের কপিতে বিচারপতি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্য সরকার এই

**গ্রুপ-সি ও ডি মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ**

বিতর্কিত প্রকল্পের মাধ্যমে আদালত চিহ্নিত ‘অযোগ্য’-দের সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। এভাবে কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে আলাদা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া যায় না। এই প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলে নীরবে দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপে সমর্থন করা হবে।

আদালতের এই পর্যবেক্ষণ প্রকাশ্যে আসার পরই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, ‘সরকারের বন্ডের টাকা এভাবে দেওয়া যায় না। আদালতের রায়কে স্বাগত জানাই।’ এদিকে, আবেদনকারীদের ভূমিকা নিয়ে পালটা প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, ‘যাঁরা চাকরিহারা তাঁদের সংসার চালাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী। *এরপর বারোর পাতায়*

# তেল আভিভে ক্লাস্টার বোমা ফেলল ইরান

**তেল আভিভ, ২০ জুন :** অষ্টম দিনে পড়েছে ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধ। বৃহস্পতিবার সারা রাত ধরে চলা হামলা-পালটা হামলায় ক্ষয়ক্ষতি বেড়েছে দু’তরফেই। দক্ষিণ ইজরায়েলের বিরশেবা শহরে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ৭১ জন ইজরায়েলি আহত হয়েছেন। সেখানে একটি ৬ তলা বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তেল আভিভের বসতি এলাকায় ড্রোন হামলায় আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। অন্যদিকে, তেহরান, রাসত সহ পশ্চিম ইরানের অন্তত ১২টি শহরে আঘাত হেনেছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। তেহরানে অবস্থিত ইরান সরকারের একটি প্রতিরক্ষা গবেষণাগারেও তারা হামলা চালিয়েছে। কারমানশা এবং তবরিজে ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলিকেও ফের নিশানা করেছে ইজরায়েল। কারমানশায় তাদের হামলায় ইরানের এক শীর্ষস্থানীয় পরমাণু বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছে বলে ইজরায়েলি সেনা (আইডিএফ) দাবি করেছে।

চলতি সংঘাতে নয়া মাত্রা যোগ করেছে ইজরায়েলের ওপর ইরানের ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপের ঘটনা। শুক্রবার আইডিএফ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার তেল আভিভ লক্ষ্য করে ২০টি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল ইরান। সেগুলির মধ্যে অন্তত ১টি ক্লাস্টার বোমার বাহক ছিল। ক্লাস্টার বোমা হল একাধিক ছোট ছোট বোমার থলি। ক্ষেপণাস্ত্রের ওয়্যার হেডে সেই বোমাগুলির ‘ক্লাস্টার’ বসিয়ে দেওয়া হয়। *এরপর বারোর পাতায়*

তিন সদস্যের কমিটি গড়লেন জেলা শাসক

# পুরসভার বিরুদ্ধে তদন্ত

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

**শিলিগুড়ি, ২০ জুন :** বড়সড়ো দুর্নীতির অভিযোগে কোচবিহার পুরসভার বিরুদ্ধে তিন সদস্যের কমিটি গড়ে তদন্তের নির্দেশ দিলেন জেলা শাসক। সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। পুরসভার দশটিরও বেশি প্রকল্পে সরকারি অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে। বেআইনি উপায়ে ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দেওয়া, কাজের জন্য ১০-১৫ শতাংশ হারে কাটমানি লেনদেন সহ নানা উপায়ে সরকারি অর্থ তছরুপের লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে জেলা ভিজিল্যান্স আধিকারিকের কাছে। শহর লাগোয়া টাকাগাছ এলাকার বাসিন্দা তুষার বর্মন অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর প্রেক্ষিতেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ এক্সক্লুসিভ সংবাদ

কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা শাসকের দপ্তরের পুরসভা বিষয়ক বিভাগের অফিসার ইনচার্জ সৌমনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (ডব্লিউবিএসআরডিএ)-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রণয় রাইকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন জেলা শাসক। ৪ জুন তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (মেমো নাম্বার- জি/৯৫০ (৭))। নির্দেশের সাতদিনের মধ্যেই তদন্ত রিপোর্ট তাঁর কাছে জমা করার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শাসক। সেই হিসাবে ১১ জুনের মধ্যেই রিপোর্ট জমা হয়ে যাওয়ার কথা। তবে পুরসভা এবং জেলা শাসকের দপ্তর সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত তদন্ত শুরুই হয়নি। কেন তদন্ত শুরু হল না তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। যদিও জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা জানিয়েছেন, তদন্তের কাজ চলছে। তাঁর বক্তব্য, ‘এখনও রিপোর্ট জমা পড়েনি। রিপোর্ট পেলে তা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ হবে।’

কোচবিহার পুরসভা তৃণমূলের দখলে। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ পুর চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন। সাম্প্রতিক জেলা রাজনীতিতে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন তিনি। গোষ্ঠী রাজনীতির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দলে একসুরে অভিযোগ তুলেছেন জেলা সভাপতি থেকে মন্ত্রী, সাংসদ সকলেই। দলীয় কোন্দলে পুরসভা চালাতেও কার্যত খাবি খাচ্ছেন একসময়কার দাপুটে নেতা রবীন্দ্রনাথ। কিছুদিন আগেই রাসমেলা পরিচালনা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মুখ্যসচিবের কাছেও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছিল। এবার জেলা শাসক তদন্ত শুরু করায় আরও চাপে পড়লেন পুর চেয়ারম্যান।

যদিও দুর্নীতির অভিযোগ বা তদন্ত কোনওটাকেই পাত্তা দিতে নারাজ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কথা, ‘অভিযোগ জমা পড়লে নিয়ম অনুসারে তার তদন্ত হবে। সেই তদন্তকে স্বাগত জানাই। দুর্নীতি হয়েছে কি না তদন্ত হলেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।’ তবে তদন্তের নির্দেশে খুশি তুষার। তাঁর বক্তব্য, ‘নিরপেক্ষ তদন্ত হলে যাবতীয় দুর্নীতি ফাঁস হয়ে যাবে। চেয়ারম্যান নিজেও সেটা জানেন। *এরপর বারোর পাতায়*

সাদা চোখে সাদা কথায়

# তেস্টার জলে দুর্নীতি-পাঁক ঘেন্না জাগায় ‘সভ্য’ দেশে

**গৌতম সরকার**

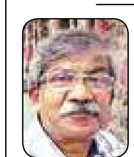

জলেও কেলেঙ্কারি। নিয়োগ, র‍্যাশন, বালি-পাথর, কয়লায় যেমন হয়। জলের জোগানটা বন্ধ করে বরাদ্দটাই লোপাট করে দেওয়া আজকাল জলভাত। ভাবতে যতই ঘেন্না হোক। মানুষের প্রাণ বাঁচে যে জলে, তা নিয়েও দুর্নীতি করার এই প্রবৃত্তি দেখে ঘেন্না তো হয়ই! এঁরা কি- অপরাধী, ডাকাত, দুষ্কৃতী নাকি খুনি?

বহু বছর আগে ধূপগুড়ি থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাপ্তাহিক ‘লাল নক্ষত্র’-এ একটি খবরের শিরোনাম মনে পড়ে। শিরোনাম ছিল ‘কলবাবু জল না দিয়ে তেল বেচে মাল খান।’ আমার বন্ধু আলিপুরদুয়ারের ভুবন সরকার তখন ওই পত্রিকার কর্মী। শিরোনামটা তাঁর দেওয়া। জলে কেলেঙ্কারি তখনও ছিল। তখন সব জায়গায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের জল সরবরাহের পাম্প বিদ্যুৎচালিত ছিল না। পাম্প চালাতে ডিজেল দরকার হত।

ভুবনের খবরটা ছিল, এক পাম্প অপারেটর সেই ডিজেল বিক্রি করে মদ কিনে দিনরাত খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতেন। জল জোগানোর বালাই ছিল না তাঁর। *এরপর বারোর পাতায়*

# ওডিশায় সেরা কেআইআইটি

**নিউজ ব্যুরো**

২০ জুন : ২০২৬ সালের কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে ওডিশায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করল কেআইআইটি। শুধু এই নয়, সম্প্রতি ভারতের সেরা বেসরকারি উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নবম স্থান দখল করে কেআইআইটি এবং একইসঙ্গে গ্লোবাল র‍্যাংকিং-এ জায়গা করে নেয়। প্রথমবারেই অংশ নিয়ে কেআইআইটি সারা বিশ্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে টেক্কা দিয়েছে। কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ৫৫তম স্থান দখল করে আরও এক শিরোপা জুড়েছে নিজের মুকুটে।

এই কৃতিত্ব প্রসঙ্গে কেআইআইটি ও কেআইএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ অচ্যুত সামন্ত বললেন, 'এই শিরোপা অর্জন আমাদের সকলের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফসল। প্রতিষ্ঠার মাত্র ২১ বছরেই বহু পুরোনো প্রতিষ্ঠানকে ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে কেআইআইটি। সমস্ত শিক্ষক, কর্মী ও পড়ুয়াদের অভিনন্দন জানাই। এটা গর্বের মুহূর্ত।'

**PM Shri School**
**Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar (W.B)**
**Public Notice 2025-26**
Ph. No: 03564-291838

Offline applications are invited from eligible candidates for admission to the vacant posts of class XI (Science & Humanities) for the session 2025-26 in PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya Barobisha Alipurduar. Interested candidates can get Application Form free of cost from the Vidyalaya Office on any working day from 10:00 am to 5:00 pm. The completely filled application form can be submitted in the Vidyalay till 5 pm on 10 July 2025. The Entrance Test will be conducted on 12 July 2025 (Saturday) in PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya Barobisha, Alipurduar at 10:00 am to 1:30 pm. For more information, please visit the Vidyalay website https://navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/ALIPURDUAR en/home/ or contact on mobile number- 7679457307, 9934656209.

Sd/-
PRINCIPAL

**শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ**

(সংশোধনী)

শিয়ালদহ ডিভিসনের দমদম জং. স্টেশন লিমিটে, পয়েন্ট নং ২৩২বি/২৩৩ (ডিডিএস) সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য, ডাউন মেন লাইনে ২১.০৬.২০২৫ তারিখ ২২.৫০ ঘঃ থেকে ২২.০৬.২০২৫ তারিখ ০৫.৫০ ঘঃ পর্যন্ত ৭ ঘণ্টার ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কারণে ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ওপরের শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, **নিম্নলিখিত সংশোধনী করা হয়েছে।** (১) ২২২০২ ডাউন পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৬.২০২৫) যা পূর্বে ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত করা হয়েছিল, তা **পুনর্নির্ধারিত হবে না।** (২) ১৩১৪৮ ডাউন বামনহাট- শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৬.২০২৫) এবং ১২৩৪৪ হলদিবাড়ি-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৬.২০২৫) যা পূর্বে পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-নৈহাটি-শিয়ালদহ হয়ে চলার কথা ছিল, তা **নির্দিষ্ট পথে,** অর্থাৎ **ডানকুনি-শিয়ালদহ** হয়ে চলবে। অন্যান্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## আজ টিভিতে

প্রেম টেম (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা** : সকাল ৮.০০ প্রণমি তোমায়, দুপুর ১.০০ বন্ধু, বিকেল ৪.০০ প্রেম টেম, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ সাথী আমার, ১.০০ লভ
**জলসা মুভিজ** : দুপুর ১২.০০ মন মানে না, বিকেল ৩.১০ সন্তান, সন্ধে ৬.০৫ আমার মায়ের শপথ, রাত ৯.৩০ সাগরদ্বীপে যকের ধন
**জি বাংলা সিনেমা** : বেলা ১১.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ২.০০ সাথীহারা, বিকেল ৫.০০ দেবীবরণ, রাত ৯.৩০ জীবন যুদ্ধ
**ডিডি বাংলা** : দুপুর ২.৩০ দাদু নম্বর ওয়ান, সন্ধে ৭.৩০ স্বপ্ন
**কালার্স বাংলা** : দুপুর ২.০০ পরিবার
**আকাশ আট** : বিকেল ৩.০৫ বিষ্ণু নারায়ণ
**জি সিনেমা এইচডি** : দুপুর ২.৫৮ কুলি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৫.১১ অন্তিম, রাত ৮.০০ সূর্যবংশী, ১০.৫৬ স্যামি-টু
**অ্যান্ড পিকচার্স** : বেলা ১১.১২ কার্তিকেয়-টু, দুপুর ১.৫১ স্পাইডার, বিকেল ৪.২৬ ব্রুস লি : দ্য ফাইটার
**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি** : দুপুর ১২.১৮ থপ্পড়, ২.৪২ শর্মাজি নমকিন, বিকেল ৪.৪৪ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ ডার্লিংস, ১১.১৭ রশ্মি রকেট

জি সিনেমা অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫
সন্ধে ৭.০০ অ্যান্ড পিকচার্স এবং অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি

কুলি নাম্বার ওয়ান
দুপুর ২.৫৮ জি সিনেমা এইচডি

অনুরোগের ছোঁয়া রাত ৯.৩০ স্টার জলসা

## সাফল্য এল ভারতের জার্সিতে

# এশিয়া কাপে রুপো জুয়েলের

**গৌতম দাস**

**গাজোল, ২০ জুন :** বেশ কিছুদিন থেকেই ধারাবাহিকতা আর জুয়েল সরকারের নামটা সমার্থক হয়ে উঠেছে। তাঁর হাত ধরে তিরন্দাজির মঞ্চে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গাজোলও। মুকুটে সাম্প্রতিকতম পালকটি তিনি জুড়লেন সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ স্টেজ-২ দলগত রিকার্ভ বিভাগে। রুপো জিতে এশীয় মঞ্চে প্রমাণ দিলেন উত্তরবঙ্গের প্রতিভার।

কতটা কঠিন সংগ্রাম করে জুয়েল এই ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন তাঁর খানিকটা আভাস মিলেছে তাঁর প্রথম কোচ শ্রীমন্ত চৌধুরীর কথায়। শ্রীমন্ত বলেছেন, 'খুব কষ্ট করে এখানে প্রশিক্ষণ শিবির চালাতে হয় আমাকে। তিরধনুক থেকে শুরু করে যাবতীয় উপকরণ কিনতে হয় নিজেকেই। সরকার থেকে তেমন কোনও সাহায্য পাই না। তাই উন্নতমানের সরঞ্জাম কেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারের থেকে যদি সহযোগিতা পাই তাহলে এখান থেকে আরও অনেক তিরন্দাজ উঠে আসবে।'

২০২২ সালে প্রথমবার ইরাকে অনুষ্ঠিত এশীয় তিরন্দাজি

*জুয়েল সরকার*

প্রতিযোগিতায় দলগত বিভাগে সোনা জিতেছিলেন জুয়েল। এরপর এসেছে একের পর এক সাফল্য। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসে রাজ্যের হয়ে সোনা জিতেছিলেন জুয়েল। এরপর মে মাসে মালদায় অনুষ্ঠিত রাজ্য গেমসেও সোনা জেতেন তিনি। শুক্রবার সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ স্টেজ-২ দলগত রিকার্ভ বিভাগে রুপো জয় জুয়েলের।

জুয়েলের এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, জুয়েলের পরিবার এবং কোচদের। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে জুয়েল সরকার, আমাদের সরকারের ঝাড়গ্রামের বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমির একজন তিরন্দাজ, আজ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ স্টেজ-২ দলগত রিকার্ভ বিভাগে রুপো জিতেছেন। জুয়েলকে অভিনন্দন, তাঁর পরিবার ও প্রশিক্ষকদেরও শুভেচ্ছা।'

ছেলের এই সাফল্যে খুশির বাঁধ ভেঙেছে বাবা নিশম সরকার এবং মা নিরতি সরকারেরও। মালদার এই ছেলেটিই ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র তিরন্দাজ যিনি চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে উত্তরাখণ্ডে অনুষ্ঠিত জাতীয় গেমসে রিকার্ভ ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন।

# বিশ্ব দরবারে সৌরভ

**দিনহাটা, ২০ জুন :** ফের বিশ্ব মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যাবে এক বাঙালিকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্মিংহাম, আলাবামায় আগামী ২৭ জুন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২১তম ওয়ার্ল্ড পুলিশ অ্যান্ড ফায়ার গেমস। সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেলেন দিনহাটা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তরুণ সৌরভ সাহা। ৩০ জুন ভারতীয় পুলিশ ও ফায়ার দলের হয়ে ৪x১০০ মিটার দৌড়ের ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবেন তিনি।

বরাবরই খেলাধুলো অন্তপ্রাণ সৌরভ। তার মাঝেই ২০১৮ সালে বিএসএফে যোগদান। স্বপ্নের দৌড়

*সৌরভ সাহা*

কখনোই থেমে থাকেনি। তারই ফলস্বরূপ মার্কিন দেশে এই সুযোগ। তবে, এই জায়গায় পৌঁছাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাঁকে। এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাওয়ার জন্য গতবছর নভেম্বর মাসে দিল্লিতে সব রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা হয় এবং সেখানেই সৌরভ ৪০.৭৩ সেকেন্ডে ৪x১০০ মিটার দৌড় শেষ করেন। এরপরেই বিচারকরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র ক্রীড়াবিদ হিসেবে তাঁকে নির্বাচিত করে বার্মিংহামের প্রতিযোগিতায় সুযোগ দেন। এই সুযোগ পাওয়ার পর স্বভাবতই খুশি সৌরভ। ভারত থেকে ৬০ জনের অ্যাথলেটিক্স দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছে। ভারতীয় দলকে বিদায় জানাতে গত ১৮ জুন একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হয় নয়াদিল্লির বিএন মল্লিক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়। তিনি ভারতীয় দলের ওপর গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন।

**স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৫৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৮-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ১৮-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ এসএসই (ডব্লিউ)/হাসিমারা অধিক্ষেত্রের অধীনে হাসিমারায় ৮ ইউনিট টাইপ-II দ্বৈত তলযুক্ত স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,১১,৬৮,৫৫৮.৮৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৫,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**পূর্ব রেলওয়ে**

ই-টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৭০-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি. তারিখ ১৮.০৬.২০২৫। সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন নামী সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৭০। কাজের নাম : (i) তিলডাঙ্গা-বোনিডাঙ্গা স্টেশনের মধ্যে বিন্দুবাসিনী হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (ii) মির্জাচৌকি-পীরপৈন্তি স্টেশনের মধ্যে আম্রাপলি হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (iii) পীরপৈন্তি-শিবনারায়ণপুর স্টেশনের মধ্যে লক্ষ্মীপুর ভোরং হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (iv) নাথনগর-আকবরনগর স্টেশনের মধ্যে ছিট মকন্দপুর হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (v) আকবরনগর-সুলতানগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে মাহেশী হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্যমান: ৫৫,১১,০৩১.০৪ টাকা। বায়নামূল্য: ১,১০,২০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়: ২৬.০৬.২০২৫ থেকে ১০.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই (জি)/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিসের নোটিস বোর্ড। ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-90/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**TIME EXTENSION NOTICE REGARDING NIT**

Application for NIT No-31/kck-II/24-25, 32/KCK-II/2025-26, 33/kck-II/2025-26, 34/kck-11/2025-26, & 35/kck-II/2024- 25 were invited by the BDO & E.O Kaliachak-II Dev. Block/ PS from the bidders. Last date of bid submission is extended upto 26.06.2025 upto 15:00 Hrs respectively. Details are available in the www.wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO/EO
Kaliachak-II Dev. Block/PS
Mothabari, Malda

**To Whom It May Concern**

This is to declare that Prakash Thapa, at Plot No.: 106-110, 113-115 & 97, Mouza - Bairbhita, J.L. No. 91, Block & P.S. - Naxalbari, District :- Darjeeling, West Bengal :- 734429 has been accorded Environmental Clearance, Vide Proposal No. SIA/WB/MIN/534276/2025 Dated 28.04.2025 from State Environment Impact Assessment Authority for setting up a new manufacturing unit.

The copy of Environmental Clearance letter is available on Environment Dept, Govt of West website:https://www.wbpcb.gov.in

Prakash Thapa
Plot No.: 106-110, 113-115 & 97,
Mouza - Bairbhita, J.L. No. :- 91,
Block & P.S.:- Naxalbari,
District :- Darjeeling, West Bengal :- 734429.

**ডিব্রুগড় কোচিং সিক লাইনের সম্প্রসারণ এবং আধিকারিকদের বিশ্রাম গৃহের উন্নীতকরণ**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিএসকে/ইলেক্ট/১৯৬ তারিখঃ ১৮-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার নং. এলডি-টি-১৪-ডিএসকে-৯০২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ চাউলখোয়া প্রান্তের লাইন নং. ১০ এবং ১১ এ ৩৫ মিটার দৈর্ঘ্যের দ্বারা ডিব্রুগড় কোচিং সিক লাইনের সম্প্রসারণ। টেন্ডার রাশিঃ ৪০,১৬,১৮৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮০,৩০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার নং. এলডি-টি-১৪-ডিএসকে-৯০৩। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া মণ্ডলে ডিইএন/I/তিনসুকিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহ এবং অধীনস্থ আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের উন্নীতকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৩৮,৭০,৩৩৫.৯০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭৭,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**Cooch Behar Panchanan Barma University**
**NOTICE**

The Online Examinations Form fill-up for the U.G. CBCS B.A/B.Sc./B.Com./BBA/BBM 2nd, 4th & 6th Semester (Honours & Program) Examinations, 2025 have been re-opened. Forms will be available upto 22/06/2025 at www.cbpbu.net.

Sd/-
Registrar

**NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. NO. KMG/EO-ET/04/2025-26, DATED : 18/06/2025**

Last date and time for bid submission-28/06/2025 at 9.00 hours. For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in**.

Sd/-
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samity
Kumargram :: Alipurduar

**গাড়ি ভাড়া করা**

বিড নং: জিইএম/২০২৫/বি/৬৩৫৫০৮০, তারিখ : ১৮-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম : ৩৬ মাসের জন্য গুএইচই কাম পিএসআই ডিপো, সামসি (একটি গাড়ি) এবং নিউ জলপাইগুড়ি (একটি গাড়ি)-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে টিআরডি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন এবং অ্যাটেন্ডিং ব্রেকডাউন জন্য কর্মী এবং উপকরণ পরিবহনের জন্য ০২ টি ভারী ট্রাক ভাড়া করা। টেন্ডার মূল্য: ৪৫,০৯,৪৬২.৯৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ৯০,২০০.০০ টাকা। বিড সমাপ্তির তারিখ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। বিড খোলার তারিখ ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৯.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত https://www.Gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD**
**Haren Mukherjee Road, Hakimpara**
**Siliguri-734001**
**NIeT No.-07-DE/SMP/2025-26**
**NIT No.-08/DE/SMP/2025-26 (Offline) &**
**NIQ No.-09-DE/SMP/2025-26 (Offline)**

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

***For NIeT No.- 07-DE/SMP/2025-26***
Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid : 21.06.2025 (server clock), Last date of submission of bid: 04.07.2025 (server clock)

***For NIT No.- 08-DE/SMP/2025-26 (offline)***
Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid : 21.06.2025 (at 11:00 A.M.), Last date of submission of bid : 26.06.2025 (at 05:30 P.M.)

***For NIQ No.- 09-DE/SMP/2025-26 (offline)***
Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid : 21.06.2025 (at 11:00 A.M.), Last date of submission of bid : 26.06.2025 (at 05:30 P.M.)

All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the webstte, namely — **http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/-
DE,SMP

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৮৭৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৯২৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৪৩৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১০৬৭৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১০৬৮৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

**PM SHRI SCHOOL**
**JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BAROBISHA, ALIPURDUAR (W.B)**
**WALK-IN-INTERVIEW**

Walk-in Interview for appointment to the post of TGT (Computer Science) purely on Contract basis for 10 months at PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar, West Bengal for the session 2025-26. Interested candidates can attend the Walk-in- Interview in the Vidyalaya on 28.06.2025 at 10.30 AM with all original certificates of educational qualification and experience.

**Essential Qualification**

1. Bachelor's Degree in Computer Application (BCA) with at least 50% marks from a recognized institution.
   OR
   Graduation in Computer Science/IT from a recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject and also in aggregate provided that the computer science subject must be studied in all years as main subject.
   OR
   BE/B. Tech. (Computer Science/Information Technology from a recognized institution with at least 50% marks.
2. Qualified in the central Teacher Eligibility Test (Paper –II) conducted by Government of India.
3. Bachelor's Degree in Education from NCTE recognized institution with at least 50% mark.
   OR
   Three Year integrated B.Ed. – M.Ed. from NCTE recognized institution with at least 50% marks.
   OR
   Four year integrated Degree with at least 50% marks from NCTE recognized Institution including B.Ed. Component.

**The requirement of CTET & B.Ed. may be relaxed in case of non availability of candidates.**

Candidates can visit Vidyalaya Website : **https://navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/Alipurduar/en/home** for eligibility criteria and application form. Candidates can also get application form from Vidyalaya Office and send duly filled application form by e-mail- :- **jnvalipurduar@gmail.com** on or before **26th June- 2025.**

PRINCIPAL

আমাদের পরিবারে স্বাগত!

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ

**তিন শর্ত**
- সহজে সবার সঙ্গে মিশতে পারা
- যা বলতে চাই, গুছিয়ে বলতে পারা
- হার না মানা মানসিকতা

**কাজটা কী**
- প্রায় সবাই নিজ নিজ পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রচার চান
- তাছাড়া থাকে নানা রকম ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি, অফার
- তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক ও ওয়েবসাইটের সেতু তৈরি

**কর্মক্ষেত্র:** বৃহত্তর শিলিগুড়ি **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** স্নাতক

আবেদনপত্র পাঠান jobs.uttarbanga@gmail.com-এই ঠিকানায়, ২৮ জুনের মধ্যে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
uttarbangasambadofficial
www.uttarbangasambad.com

## বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

## কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর :- 8972377039.

## অ্যাফিডেভিট

By Affidavit EM- Jal on 4/6/25, I Ranjeet Mahato declare that, Ranjeet Mahato & Rajit Mahato same & identical person. (A/M)

●

আমি Nurjamal Sekh পিতা Majibar Ali, D.O.B.01/01/1985. ভুলবশত স্কুল শংসাপত্রে/ ভোটার কার্ডে Noor jamal Sekh/ Tata Miah. পিতা Majibar Sekh হওয়ায় দিনহাটা নোটারি পাবলিক কোর্টে 2/6/2025 ইং তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে Nurjamal Sekh হলাম। Nurjamal/ Noor jamal/ Tata Miah একই ব্যক্তি। গ্রাম- নাগরেরবাড়ি, থানা-সাহেবগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

●

আমার মেয়ে Arpita Biswas এর মাধ্যমিক পরীক্ষার যাবতীয় ডকুমেন্টে (Registration No : 3222-062068, Roll-804522N, No. 0111) ভুলবশত আমার নাম মুদ্রিত আছে Amal Kr. Biswas. গত 18.06.2025 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Amal Kumar Biswas নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Amal Kumar Biswas ও Amal Kr. Biswas একজনেরই নাম। (S/N)

## হারানো/প্রাপ্তি

আমি করুণা বিশ্বকর্মা, পিতা মণি বিশ্বকর্মা, লঙ্কাপাড়া খাস বস্তি, পোঃ লঙ্কাপাড়া হাট, থানা ঃ বীরপাড়া, জেলা ঃ আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট (No WB2001SC202105231) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 9599676605. (C/117002)

●

আমার মক্কেল অশোক চৌহান, ওয়ার্ড নম্বর-৭, দিনহাটা, বলেন যে 14/6/25 তাং-এ তিনি তার জমির দুটি চেইন দলিল হারিয়েছেন যার নং- I-4292/17, ও I-5166/91, তিনি তার জন্য জি.ডি.ই. করেছেন যার নং- জি.ডি.ই.- ৮৭৫/২৫, তাং ১৬/৬/২৫ (ইং), কেহ পেলে ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করবেন- অপূর্ব সিনহা (অ্যাডভোকেট) (মোঃ) -৯৭৩৩৩৪১৩১২, অশোক চৌহান (মোঃ) ৯৯৩২২৪০২৯০ (S/M)

## কর্মখালি

শিলিগুড়ি ঘোষপুকুরে শপিংমলে ও জামালদা, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ির জন্য গার্ড চাই, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেসে, বেতন- 11,000/-, M-9647735023. (C/116978)

●

A Walk-in-interview for the post of Asst. Teacher in History(PG) in Maternity Leave Vacancy will be held on 07.07.2025 in, Batasi Sastrijee High School (H.S.) Batasi, P.O : Badrajote, Dist : Darjeeling at 11A.M. Kindly bring all the testimonials in original and Two sets of copies of each document. (C/ 113524)

**কমান্ড্যান্ট কার্যালয়, ৯৩ বিএন বিএসএফ, বৈকুণ্ঠপুর, জলপাইগুড়ি**

**নং প্রোভ/৯৩ বিএন/নিলাম নোটিশ/২০২৫/৬৯৫১-৯৩**

**নিলাম নোটিশ**

অব্যবহৃত/অব্যবহারযোগ্য/ক্ষয়প্রাপ্ত জিনিসপত্র যেমন, বিবিধ সামগ্রী, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, সেক্টর স্টোর সামগ্রী/গোলাবারুদ, অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম, প্রতিরক্ষা সামগ্রী, কোমন স্টোর, এমটি স্টোর, এসওএস মেস সামগ্রী, রেশন সামগ্রী, অঙ্কুর প্লে স্কুল স্টোরস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্টোরস ইত্যাদি ৯৩ বিএন বৈকুণ্ঠপুর সদর দপ্তর, জলপাইগুড়ি-তে ২৫শে জুন ২০২৫ তারিখে ১০০০ ঘটিকায় নিম্নলিখিত শর্তাবলি অনুসারে নিলাম করা হবে ঃ-

১. সমস্ত আগ্রহী দরদাতারা নিলামের সময়কালে দর করতে পারবেন।
২. প্রতিটি দরদাতাকে ১০,০০০/- নগদ টাকা অগ্রিম অর্থমূল্য রূপে জমা দিতে হবে, যেটি নিলাম সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তীতে ফেরত দেওয়া হবে/ সমন্বয় সাধন করা হবে। দরদাতারা তাদের আবাসিক প্রমাণ সহ বৈধ প্যান/আধার কার্ড এবং জিএসটি নম্বর নিয়ে আসবে।
৩. সমস্ত দরদাতাকে নিলাম শুরুর অন্তত এক ঘণ্টা আগে ৯৩ বিএন বিএসএফ বৈকুণ্ঠপুর, জেলা-জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গের কার্যালয়ে নিজেদের নাম নিবন্ধীকরণ করতে হবে।
৪. দোকানগুলি সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে নিলাম করা হবে এবং দোকানগুলি ওই একইদিনে পূর্বের স্থান থেকে সফল দরদাতার নিজস্ব পরিবহণ পরিষেবার দ্বারা স্থানান্তরিত করতে হবে।
৫. দোকানের সামগ্রীগুলি তোলার জন্য কোনওপ্রকার পরিবহণের ব্যবস্থা করা হবে না।
৬. রিভার্স চার্জ পদ্ধতির দ্বারা প্রতিটি সামগ্রীর উপর বিহিত প্রযোজ্য রেট-এর হিসেবে, সফল দরদাতাদের নিলামের সম্পূর্ণ অর্থমূল্যের সহিত জিএসটি জমা দিতে হবে।
৭. সামগ্রীগুলি 'যেখানে যেমন আছে' ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
৮. কমান্ড্যান্ট ৯৩ বিএন বিএসএফের কোনও কারণ ছাড়া যেকোনও দর গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে।
৯. নিলামটি বিভাগীয় নিয়ম এবং প্রবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।
১০. অন্যান্য শর্ত যদি থাকে তা নিলামের সময় ঘোষণা করা হবে।
১১. যদি কোনওক্ষেত্রে চূড়ান্ত দরদাতা ঘটনাস্থলে অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হন তবে তার দ্বারা জমাপ্রাপ্ত অগ্রিম অর্থমূল্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ডিসি/কিউএম
কমান্ড্যান্ট
৯৩ বিএন বিএসএফের দ্বারা

CBC 19110/11/0023/2526

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন ভালোমন্দে কাটবে। সামান্য কাজের জন্য অন্যের সাহায্য না নেওয়াই ভালো। বৃষ : আর্থিক উন্নতি বজায় থাকবে। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা দূর হবে। মিথুন : কোনও আত্মীয়ের কূট চালে সংসারে অশান্তি। পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। কর্কট : স্কুলবেলার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি আসবে। সিংহ : অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কন্যা : টাকাকড়ি খুব সাবধানে রাখুন। পুরোনো কোনও জিনিস বিক্রি করে লাভবান হবেন। তুলা : বাড়ি, গাড়ি কেনার আগে বাড়ির বয়স্কদের সঙ্গে আলোচনা করুন। সুগারের সমস্যা বাড়বে। বৃশ্চিক : জমি, বাড়ি কেনাবেচার শুভ দিন। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। ধনু : সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটবে। ধর্মীয় আলোচনায় মন শান্ত হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। মকর : শত্রু আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনায় জটিলতা কাটবে। কুম্ভ : বাড়ির কোনও সমস্যা বন্ধু মহলে জানাবেন না। টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। মীন : হাঁটু কিংবা কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। সেবামূলক কোনও কাজে আনন্দ পাবেন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ২১ জুন, ২০২৫, ৬ আহার, সংবৎ ১১ আষাঢ় বদি, ২৪ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২৩। শনিবার, একাদশী রাত্রি ১।৩৪। অশ্বিনীনক্ষত্র অপরাহ্ণ ৫।২৯। অতিগণ্ডযোগ সন্ধ্যা ৬।৫০। ববকরণ দাবি ২।৪৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।৩৪ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, অপরাহ্ণ ৫।২৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে - একপাদদোষ, রাত্রি ১।৩৪ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী - অগ্নিকোণে, রাত্রি ১।৩৪ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি – ৬।৩৬ মধ্যে ও ১।২০ গতে ৩।১ মধ্যে ও ৪।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি – ৭।৪২ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৪।৫৫ মধ্যে। যাত্রা – নাই, দিবা ৬।৩৬ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৫।২৯ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৩৬ গতে অপরাহ্ণ ৪।৪২ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে। অমৃতযোগ – দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৪।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# লাখ টাকায় কাশ্মীরে ‘বিক্রি’ তিন

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**বীরপাড়া, ২০ জুন :** কাশ্মীরের দুটি বাড়িতে ‘বন্দি’ করে রাখা হয়েছিল বীরপাড়ার বন্ধ লঙ্কাপাড়া চা বাগানের পিএম লাইনের এক দম্পতি এবং সিকিমের এক তরুণীকে। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং কাশ্মীর পুলিশের হস্তক্ষেপে বৃহস্পতিবার রাতে তিনজনই ঘরে ফিরেছেন। পরিচারক-পরিচারিকার কাজ করার কথা বলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অথচ পারিশ্রমিকের টাকা দেওয়া হচ্ছিল না। উলটে অমানবিক নির্যাতন চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। কাশ্মীরের রাজবাগ থানা এলাকায় আটকা পড়েছিলেন ওই তিনজন। শুক্রবার বীরপাড়া থানায় গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানান তাঁরা।

মাসদুয়েক আগে কাশ্মীরে যান বছর তিরিশের ওই তরুণ, তাঁর স্ত্রী এবং শ্যালিকা। শ্যালিকার বাড়ি সিকিমে। ওই তরুণের বাবা চা শ্রমিক ছিলেন। লঙ্কাপাড়া বাগান বন্ধ থাকাকালীনই তাঁর অবসরের বয়স হয়ে যায়। শুক্রবার ওই তরুণ জানালেন, রোজগারের আশায় একটি এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করে কাশ্মীরে কাজের খোঁজ পান। তিনি বলেন, ‘পরে জানতে পারি, এজেন্সিটি আমাদের নিয়োগ করার বিনিময়ে গৃহকর্তাদের থেকে মাথাপিছু ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে নিয়েছে। আমাদের তো বিক্রিই করে দেওয়া হয়েছিল। কাজে যোগ দেওয়ার কয়েকদিন পরই অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়।’

**অত্যাচার**

- অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হত
- বাসি খাবার খেতে দেওয়া হত, তাও ভরপেট নয়
- হাত দিয়ে শৌচাগার পরিষ্কার করতে বলা হত
- টাকাপয়সাও দেওয়া হচ্ছিল না বলে অভিযোগ

কীরকম অত্যাচার? ওই তরুণের স্ত্রী বলেন, ‘অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হত। খেতে দিত বাসি খাবার। তাও একটুখানি। শৌচাগার পরিষ্কারের সময় ব্রাশ ব্যবহার করতে দিত না। বলত হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আমাদের টাকাপয়সাও দেওয়া হচ্ছিল না। বাড়ি ফেরার কথা বললে হুমকি দিত।’

এরই মধ্যে সুযোগ করে সেই তরুণ বাবাকে ফোন করে সমস্যার কথা জানান। তাঁর বৃদ্ধ বাবা স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য বিশাল গুরুংয়ের দ্বারস্থ হন। বিশাল বিষয়টি বীরপাড়া থানায় জানালে সক্রিয় হয় পুলিশ। এরপর কাশ্মীরের রাজবাগ থানার পুলিশ ছাড়াও ওই এজেন্সির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। শুক্রবার ওসি বলেন, ‘এধরনের ঘটনা এড়াতে ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ার আগে খোঁজখবর নিতে বলা হয় স্থানীয়দের।’

বিশাল বলছেন, ‘এজন্যই ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ার আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলা হয়। পাশাপাশি প্রশাসনকে আগাম জানানোর কথাও বলা হয় স্থানীয়দের।’ এদিকে ভুক্তভোগীরা বলছেন, তাঁরা নিরুপায়। এলাকায় কাজের নিশ্চয়তা নেই। সীমান্তঘেঁষা এলাকাগুলিতে কাজের সুযোগ আরও কম। মাসে মাত্র ১৫-২০ হাজার টাকা মাইনের আশায় ওই তিনজন সম্প্রতি কাশ্মীরে পাড়ি দিয়েছিলেন।

এর আগে লঙ্কাপাড়ারই এক তরুণীকে দুবাইয়ের একটি বাড়িতে আটকে রেখে নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। গত বছরের জুলাই মাসে বিদেশমন্ত্রকের হস্তক্ষেপে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

## পদাধিকারী বদল

**মাথাভাঙ্গা, ২০ জুন :** বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে মাথাভাঙ্গায় সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর কাজে হাত দিল তৃণমূল। জোরপাটকি অঞ্চল সভাপতির সঙ্গে সেখানকার অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যানের বিবাদ অনেকদিন ধরেই চলছিল। এবার এই দুই পদাধিকারীকেই সরিয়ে দিল তৃণমূল। শুক্রবার নতুন দুই পদাধিকারীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

গত লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির থেকে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। দলের জোরপাটকি অঞ্চল সভাপতি তথা মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র বর্মনের সঙ্গে জোরপাটকি অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যান তথা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরেশ বর্মনের বিবাদ অনেকদিনের। অবশেষে সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দুজনকেই সরিয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। নতুন কমিটির চেয়ারম্যান হলেন তরেন্দ্রনাথ বর্মন। সভাপতি হলেন বিক্রমজিৎ বর্মন। সহ সভাপতি পদ পেলেন জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান কমলকুমার অধিকারী। নতুন কমিটির সহ সভাপতি বলেন, ‘খুব শীঘ্রই নতুন কমিটি বসে সাংগঠনিক কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করবে।’

## ঝুলন্ত দেহ

**সিতাই, ২০ জুন :** সিতাই ব্লকের খামার সিতাই গ্রামের শিব মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে নিজের শোবার ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় শুভ রায় নামে ওই তরুণের দেহ। ওই তরুণ একটি পান দোকান চালাতেন। প্রতিদিনের মতো সিতাই বাজারে দোকান বন্ধ করে বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে শুয়ে পড়েন। শুক্রবার সকালে অনেকক্ষণ ধরে দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় পরিবারের সদস্যদের। অনেক ডাকাডাকির পরে সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ওই তরুণকে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ভিতরে ঝুলতে দেখা যায়। ওই তরুণ বিবাহিত ছিলেন। ওই তরুণ মাসখানেক আগে লটারি থেকে সাড়ে চার লক্ষ টাকার পুরস্কার পেয়েছিলেন। তদন্ত চলছে।

শোন...একটা কথা ।। *কোচবিহার শহরে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়। শুক্রবার।*

## শ্বশুরবাড়িতে নববধূর মৃতদেহ

**নয়ারহাট, ২০ জুন :** জামাইষষ্ঠীর দিন বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে ঘর বাঁধেন কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রী। শুক্রবার পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরেরকুঠিতে শ্বশুরবাড়ি থেকে ওই তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার করল মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

ওই তরুণীর মায়ের অভিযোগ, ‘আমার মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। জামাই ও তার পরিবারের সদস্যরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।’ মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণীর পরিবারের তরফে এই ঘটনায় তরুণীর স্বামী, দেওর, শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হাসিম আলি বললেন, ‘মৃত্যুর ঘটনাটি মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। পরিবারটির পাশে আছি।’

মৃত তরুণীর বাবা পেশায় কাঠমিস্ত্রি। মা গৃহবধূ। ঘোকসাডাঙ্গা কলেজে স্নাতক স্তরের চূড়ান্ত বর্ষের ওই ছাত্রী হাতখরচের টাকার সংস্থান করতে বাড়িতে টিউশনও পড়াতেন। অভিযোগ, বাড়ি থেকে পালিয়ে ফকিরেরকুঠির বাসিন্দা এক তরুণকে বিয়ে করার পর থেকে ওই তরুণ বাবা-মায়ের সঙ্গে ওই তরুণীর যোগাযোগ রাখা বন্ধ করে দিয়েছিল।

সে ওই তরুণীর মোবাইল ফোনটিও ভেঙে দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার মেয়েকে দেখতে বাবা এবং পিসি ওই তরুণীর শ্বশুরবাড়িতে যান। মেয়ে-জামাইকে নিজেদের কাছে আনতে চাইলেও জামাই এবং তার পরিবারের সদস্যদের আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। এরপর এদিন মেয়ের মৃত্যুর সংবাদ পান। এদিন বিছানায় ওই তরুণীর মৃতদেহ মেলে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

## বিক্ষোভ

**কোচবিহার, ২০ জুন :** শুক্রবার কোচবিহার শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কামতাপুরি সংগ্রামী সমাজ (কেএসএস)। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি সরকারি স্কুলের প্রথম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত কামতাপুরি ভাষাকে প্রথম ভাষার মান্যতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ ও পঠনপাঠন চালুর দাবিতে সংগঠনের তরফে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন অংশ ঘুরে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে এসে শেষ হয়। এরপর সেখানে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর জেলা শাসকের দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের মুখ্য সচিবের কাছে দাবিপত্র পাঠানো হয়। সংগঠনের সভাপতি কংসরাজ বর্মন বলেন, ‘অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে আগামীতে এনিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।’

## মিছিল

**কোচবিহার, ২০ জুন :** দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে কোচবিহারে বিক্ষোভ মিছিল করল বিজেপি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে শুক্রবার বিকেলে কোচবিহার শহরে বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহর পরিক্রমা করে।

### স্বচ্ছ কোচবিহারের বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন

# এলেন না ৩৮ প্রধান

**গৌরহরি দাস**

**কোচবিহার, ২০ জুন :** কোচবিহারকে স্বচ্ছ করতে হবে। সেই লক্ষ্যে শুক্রবার জেলা পরিষদের তরফে কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে শামিল হন ইউএনওপিএস-এর দুই প্রতিনিধিও। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের একটা অংশ এদিন উপস্থিত ছিলেন না। ফলে পরিকল্পনা কতদূর বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, জেলায় ১২৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের মধ্যে ৩৮ জন আসেননি। পঞ্চায়েত সমিতির ১২ জন সভাপতির মধ্যে সাতজন উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার জেলা পরিষদের অতিরিক্ত এগজিকিউটিভ অফিসার (এইও) তথা অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্ত বললেন, ‘আমরা বাকিদের নিয়ে ফের আলোচনায় বসব।’

**অনুপস্থিত**

- কোচবিহার ২০১৭ সালে নির্মল জেলা হিসেবে ঘোষিত হয়
- এখনও অনেক বাড়িতে নেই শৌচাগার বা থাকলেও ব্যবহারের যোগ্য নয়
- এলাকা পরিষ্কার রাখতে জেলা পরিষদের তরফে কর্মসূচির আয়োজন
- সেখানে গরহাজির থাকলেন পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের একাংশ

২০১৭ সালে নির্মল জেলা হিসাবে ঘোষণা হয়েছিল কোচবিহার জেলাকে। বলা হয়, সবার বাড়িতেই তৈরি হয়েছে শৌচাগার। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, খোলা জায়গায় সাধারণত কেউ শৌচকর্ম না করলেও অনেক বাড়িতে নাকি শৌচাগার নেই। শুক্রবার জেলা পরিষদের অনুষ্ঠান মঞ্চে ভাষণে জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মনের বক্তব্যে সেটাই জানা গেল। তিনি বললেন, ‘জেলায় অনেক বাড়ি আছে, যেখানে শৌচাগার নেই। সেগুলি দেখতে হবে বলে জানিয়েছি আধিকারিকদের।’ তাঁর সংযোজন, ‘মডেল ভিলেজ বা মডেল জেলা তখনই হবে, যখন জেলায় সমস্ত গ্রাম, শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। তাই সবাইকে এই বিষয়ে নজর রাখতে হবে।’

একই কথা শোনা যায় অতিরিক্ত জেলা শাসকের মুখেও। তিনি জানান, অনেক বাড়িতে শৌচাগার রয়েছে, কিন্তু সেগুলো ব্যবহারের যোগ্য নয়। তাঁর কথায়, ‘বাড়িতে শৌচাগার না থাকা এবং ‘আনসেফ টয়লেট’, দুটোই একই বিষয়। এছাড়াও বাংলার বাড়ি প্রকল্পে জেলায় কয়েক হাজার বাড়ি রয়েছে, যেখানে শৌচাগার নেই। ফলে সেই বাড়িগুলোতে শৌচাগার তৈরি করাতে হবে।’ তবে শুধু শৌচাগারই নয়, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের সঠিক ব্যবহার সহ আবর্জনা যে কোনও জায়গায় না ফেলার কথাও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে।

ইউএনওপিএস-এর তরফে অনুপমা জানালেন, জেলাকে স্বচ্ছ করে তুলতে হলে কী কী করতে হবে, সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নিজেদের এলাকা পরিষ্কার রাখতে সেখানকার জনপ্রতিনিধিরা কী পদক্ষেপ করবেন, সেটা বলা হয়। ফলে এদিন যাঁরা আসেননি, সেই এলাকাগুলিতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কী করে হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান এদিন থাকেননি কর্মসূচিতে। তাঁর বক্তব্য, ‘শারীরিক সমস্যার জন্য যেতে পারিনি।’ হলদিবাড়ি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শৈলবালা রায়ও জ্বর হওয়ায় যেতে পারেননি।

## বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজে বাধা

**দিনহাটা, ২০ জুন :** পেটলা এলাকায় ট্রান্সফর্মার ওভারলোড কমাতে পাশের একটা কম লোড থাকা ট্রান্সফর্মার থেকে লোড শেয়ার করতে গেলে বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজে বাধা দেন তিনজন স্থানীয় বাসিন্দা। বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে খবর, সেই লোড শেয়ারিং করার অর্ডার হয়ে গেলেও ইচ্ছাকৃতভাবে ওই তিনজন কাজে বাধা দিচ্ছেন কয়েকদিন থেকে। আর তাই কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে বৃহস্পতিবার দিনহাটা থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল বিদ্যুৎ বিভাগের দিনহাটা ডিভিশন।

ডিভিশনাল ম্যানেজার কল্যাণবর সরকারের কথায়, 'তিনজনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজটা শেষ করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুলিশও সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।'

## চ্যাংরাবান্ধায় তৃণমূলের মিছিল

**চ্যাংরাবান্ধা, ২০ জুন :** ২১ জুলাই ধর্মতলার সমাবেশ উপলক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল হল চ্যাংরাবান্ধায়। শুক্রবার বিকেলে মেখলিগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়। ভিআইপি মোড় থেকে চ্যাংরাবান্ধা বাজার পর্যন্ত এই মিছিল যায়। মিছিল শেষে এক পথসভায় নেত্রী অঙ্কিতা অধিকারী ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হাত শক্ত করার আহ্বান জানান।

অন্যদিকে, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী মিছিলের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যত তুলোধোনা করেন।

বিধায়ক বলেন, 'সীমান্ত এলাকার সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সদর্থক ভূমিকা নেই। কাশ্মীরে যেভাবে জঙ্গিরা হামলা চালাল, তাতে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে এর জবাব দিতে হবে।'

## দুটি রাস্তার শিলান্যাস

**ফেশ্যাবাড়ি ও নিশিগঞ্জ, ২০ জুন :** শুক্রবার কোচবিহার-১ ব্লকের মোয়ামারিতে রাস্তার কাজের সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মোয়ামারির বিভিন্ন প্রান্তে ৭টি রাস্তা প্রায় ১৯ কিমি দীর্ঘ রাস্তা নির্মিত হবে। উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ দে ভৌমিক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাধবী নাগ প্রমুখ।

অন্যদিকে, শুক্রবার দুপুরে চান্দামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুটি রাস্তার কাজের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। উদয়ন গুহ জানান, এই রাস্তা দুটি সংস্কারের দাবি ছিল গ্রামবাসীদের। প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি হবে।

## গোরু বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার এক

**বক্সিরহাট, ২০ জুন :** বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে অভিযান চালিয়ে পাচারের জন্য অবৈধভাবে মজুত রাখা ১৮টি গোরু বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় বাড়ির মালিককে। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বক্সিরহাট থানার নাগুরুহাটের বাসিন্দা রিন্টু মিয়াঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৮টি গোরু বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় গ্রেপ্তার করা হয় রিন্টুকে।

পুলিশ জানিয়েছে, গোরুগুলি উত্তরপ্রদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তা বাংলাদেশে পাচার করার ছক কষা হয়েছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

তাড়াতাড়ি পা চালা।। *আলিপুরদুয়ারের পোরোবস্তিতে ছবিটি তুলেছেন গৌতম মালী।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

### সবচেয়ে বেশি প্রভাব আমদানিতে

# আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মন্দা চ্যাংরাবান্ধায়

**শতাব্দী সাহা**

**চ্যাংরাবান্ধা, ২০ জুন :** মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা কোচবিহার জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একদিকে যেমন চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভিসাধারী পর্যটকরা যাতায়াত করেন, তেমনি চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের মাধ্যমে ভারত, বাংলাদেশ ও ভুটানে ত্রিদেশীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে। কিন্তু বর্তমানে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি আমদানি বাণিজ্যে পড়েছে। গত মে মাসে ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী বিভিন্ন আমদানিকৃত পণ্য যেমন, ফলের রস, বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক খাদ্যপণ্য, তুলো ও তুলোর বিভিন্ন সামগ্রী বাংলাদেশ থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে ব্যবসার পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মানুষ লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছেন। বাণিজ্যের এই অবস্থা সীমান্তের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম সরকার বলেন, 'আমাদের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় অনেকদিন থেকে মন্দা চলছে। চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর দিয়ে ব্যবসার পরিমাণ প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্য যেটুকু চলছে আমদানি সেটাও হচ্ছে না। ডিআরআইয়ের তরফে কটন রাগস (কাটা কাপড়) আমদানিতে কোনওরকম সরাসরি

*চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি বাণিজ্য চলছে।*

**সমস্যা যেখানে**

- ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে
- এর ফলে ব্যবসার পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মানুষ লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছেন
- বাণিজ্যের এই অবস্থা সীমান্তের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে

নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। তারা কটন রাগসের বেশ কয়েকটি নমুনা পরীক্ষার জন্য নিয়ে গিয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল এলে কটন রাগস আমদানি করা হবে কি না তা দেখা যাবে।'

ইদের ব্যবসা বন্ধের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ভারতে গড়ে প্রতিদিন ৫০ গাড়ি পণ্য আমদানি হত। সেখানে এখন দিনে ১০ গাড়ি পণ্য আমদানি হয় না। স্থানীয় শ্রমিক রবিউল ইসলামের কথায়, '১ হাজার থেকে ১৫০০ জন শ্রমিক সীমান্তের ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। বাড়িতে ছোট বাচ্চা রয়েছে। ওর যাবতীয় খরচ আমার উপার্জনে চলে। বয়স্ক বাবা আছেন। তাঁর ওষুধ আনতে হয়। যেটুকু সঞ্চয় ছিল তা ভেঙে খেতে হচ্ছে। কতদিন এভাবে চলবে বুঝতে পারছি না। যদি বর্ডারের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হয় আমাদের বেঁচে থাকা মুশকিল হয়ে যাবে।'

## জং ধরেছে ফলকে, কলেজ হয়নি সিতাইয়ে

**অমৃতা দে**

**সিতাই, ২০ জুন :** সিতাইতে কলেজ তৈরির জন্য ১৫ বছর আগে ধুমধাম করে একটি ফলক লাগানো হয়েছিল। কিন্তু সেই ফলকে জং ধরেছে। সেখানে আর বোঝার উপায় নেই, কী লেখা আছে। যে ১৫ বিঘা জমিতে কলেজ তৈরি হওয়ার কথা ছিল, সেখানে এখন ধু-ধু মাঠ। শিলান্যাস করার পর এত বছর কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত কলেজের একটা ঘরও তৈরি হয়নি।

সিতাই ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার জন্য হয় যেতে হয় শীতলকুচি কলেজে নয়তো যেতে হয় দিনহাটা কলেজে। দীর্ঘদিন ধরেই সিতাইয়ের বাসিন্দারা তাঁদের এলাকায় একটি কলেজ তৈরির জন্য দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন

টালবাহানায় সেই কাজ শুরু করা যায়নি। ফলে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে।

সিতাই ব্লকের বাসিন্দা পারভিন সুলতানা বলেন, 'প্রতিনিয়ত আমাকে দিনহাটায় আসতে হয়। এর জন্য একটা বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ হয়ে যায়। বাবা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর পক্ষে এই টাকা বহন করা কঠিন। বাড়ির কাছাকাছি কলেজ হলে পড়াশোনা করা সহজ হত।' এই বিষয়ে কোচবিহারের সংসদ জগদীশচন্দ্রবর্মা বসুনিয়া বলেন, 'শিক্ষা দপ্তর এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি নিয়ে আবেদন জানানো হয়েছে বহুবার। ২০১১ সাল থেকে অনেক নতুন কলেজ তৈরি হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনের জটিলতার জন্য পার্ট-টাইম টিচার দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। সেই কারণে আগে পরিকাঠামো ঠিক হোক। তারপরে কলেজের কাজ শুরু হবে।' এদিকে, বহুদিন পরও কলেজ তৈরি না হওয়ায় একে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাতে চাইছে বিরোধীরা। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই কলেজ সিতাই বিধানসভার ভোটে বিরোধীদের অন্যতম অস্ত্র হবে বলেও মনে করছেন অনেকে।

## যজ্ঞানুষ্ঠান

**জামালদহ, ২০ জুন :** জামালদহ বেদজ্যোতি রক্ষাবাহিনীর পরিচালনায় শুক্রবার কার্তিকচন্দ্র সাহা স্মৃতি মেমোরিয়াল হলে বৃহৎ শান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সূর্যানন্দ সরস্বতী। পাশাপাশি এদিন বেদ পাঠ, গীতা পাঠ ও প্রবচন অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ প্রবচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী মিলন শাস্ত্রী, শ্রী দেবাশিস আর্য। বিশেষ প্রবক্তা হিসেবে ছিলেন শ্রী নির্মল আর্য।

### নিশিগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রদের কীর্তি

# মিড-ডে মিলের টেবিলে মদের ঠেক

**তাপস মালাকার**

**নিশিগঞ্জ, ২০ জুন :** মিড-ডে মিল খাওয়ার টেবিলেই মদের আসর বসাল নবম ও দ্বাদশ শ্রেণির দুই ছাত্র। নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের দুই পড়ুয়ার এহেন কীর্তিতে হতবাক শিক্ষক-শিক্ষিকারা। নিন্দায় শিক্ষকমহল।

অভিযোগ, শুক্রবার তাদের মিড-ডে মিল খাওয়ার টেবিলে বসে মদ খেতে দেখে অন্য পড়ুয়ারা। ওই মদ তারা ঠান্ডা পানীয়ের বোতলে ভরে এনেছিল। পরে শ্রেণিকক্ষের সামনে তাদের অসংলগ্ন আচরণ এক শিক্ষিকার নজরে আসে। তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতেই অন্য পড়ুয়ারা ঘটনাটি জানায়। শিক্ষিকা প্রিয়াংকা সরকারের কথায়, 'এদিন স্কুলের বারান্দায় এক ছাত্রকে জামা খুলে বসে থাকতে দেখে সন্দেহ হয়। অন্য পড়ুয়ারা জানায় ছাত্রটি নেশা করে রয়েছে। প্রথমে বিশ্বাস না হলেও বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে টিচার ইনচার্জের নজরে আনি।'

অভিযুক্ত দুই ছাত্রকে ডেকে নিয়ে আসা হয় প্রধান শিক্ষকের ঘরে। স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, এক পড়ুয়া ঠান্ডা পানীয়ের বোতল থেকে কিছু খাচ্ছে। তার হাতে রয়েছে চানাচুরের প্যাকেট। যদিও ওই দুই পড়ুয়া শিক্ষকদের কাছে স্বীকার করেছে, তারা সকালে স্কুলের বাইরে এক বন্ধুর জন্মদিন পালন করে মদ খেয়ে স্কুলে এসেছিল। স্কুলে শুধু ঠান্ডা পানীয় খেয়েছিল বলেই দাবি তাদের।

কোচবিহারের মহারানি নিশিময়ী দেবীর নামাঙ্কিত এই স্কুলের সুনাম যথেষ্ট। এর আগে উচ্চমাধ্যমিকে মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে এই স্কুলের পড়ুয়ারা। সেই নামকরা স্কুলের দুই ছাত্রের এমন কীর্তিতে তাজ্জব শিক্ষামহল।

ওই স্কুলের টিচার ইনচার্জ তীর্থঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, 'স্কুলের দুই ছাত্র যে ঘটনা ঘটিয়েছে তাতে আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছি। স্কুল ক্যাম্পাসে সর্বত্র সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। পরিচালন সমিতিকেও বিষয়টি জানিয়েছি। দুই ছাত্রের অভিভাবককে শনিবার স্কুলে তলব করা হয়েছে।'

এদিকে, স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি মোজাফফর রহমানের বক্তব্য, 'স্কুলে বসে পড়ুয়ারা মদ্যপান করেছে ভাবাই যায় না। বিষয়টি জানার পর টিচার ইনচার্জকে বলেছি কড়া ব্যবস্থা নিতে। পরিচালন সমিতির জরুরি বৈঠক করে এই রকম ঘটনা আর যাতে না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তিন বছর আগেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে। প্রশ্ন উঠছে, পড়ুয়াদের হাতে মদ বা নেশার সামগ্রী আসছেই বা কীভাবে? অভিভাবক সুদেব দাস বলেন, 'আমার সন্তান নীচু ক্লাসে পড়ে। এদিন ছেলেকে নিতে এসে শুনলাম উঁচু ক্লাসের দুই ছাত্র স্কুলে বসে মদ্যপান করেছে। স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কিত।'

*বিতর্কে নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়।*

**ঘটনাক্রম**

- শুক্রবার স্কুলেই মদের আসর বসিয়েছিল নবম ও দ্বাদশ শ্রেণির দুই ছাত্র
- তারা ঠান্ডা পানীয়ের বোতলে মদ ভরে এনেছিল
- তাদের দাবি, তারা বাইরে থেকে মদ খেয়ে এসেছে, স্কুলে শুধু ঠান্ডা পানীয় খেয়েছে
- শনিবার দুই ছাত্রের অভিভাবককে তলব

# কবীরকে আটকে বিক্ষোভ

**মনোজ বর্মন**

**শীতলকুচি, ২০ জুন :** বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পঞ্চায়েত সদস্যকে আটকে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকাবাসী। ঘটনাটি শীতলকুচি ব্লকের নলগ্রামের। শুক্রবার নলগ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য কবীর হোসেন এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে আটকে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, ভোটের আগে জনপ্রতিনিধিরা এলাকায় এসে শুধু রাস্তা সংস্কার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। প্রশাসনের এই অবহেলায় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের।

এবিষয়ে কবীর বলেন, 'রাস্তাটি খুব শীঘ্র মেরামত করা হবে। এর আগেও আমি নিজের উদ্যোগে রাস্তাটি মেরামত করেছিলাম। এখন আবার তা বেহাল হয়ে গিয়েছে। রাস্তাটির বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে আবার জানাব।' শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস বলেন, 'স্থানীয়রা এবিষয়ে আমাকে কিছু জানাননি। বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে খতিয়ে দেখতে বলব।'

> বর্তমানে রাস্তাটির যা অবস্থা তাতে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে খুবই সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামের মহিলা ও বয়স্করা হাঁটাচলা করতে অসুবিধায় পড়ছেন। একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই।
>
> **ছকিলা বিবি**
> স্থানীয় বাসিন্দা

এই গ্রামের টাওয়ারপাড়া থেকে রতনপুর পর্যন্ত প্রায় চার কিমি রাস্তাজুড়ে বর্ষাকালে একহাঁটু কাদা জমে থাকে। রাস্তাটি বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। ফলে যানবাহন নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসল নিয়ে বাজারে যেতে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ অফিস, কলেজ ও হাটবাজারে যান। রাস্তাটির দশা এমনই যে, এলাকার কেউ অসুস্থ হলে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারে না।

বহুদিন ধরে এলাকাবাসী স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাস্তাটি পাকা করার দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু তাতে কোনও লাভই হয়নি বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা ছকিলা বিবি বলেন, 'বর্তমানে রাস্তাটির যা অবস্থা তাতে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে খুবই সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামের মহিলা ও বয়স্করা হাঁটাচলা করতে অসুবিধায় পড়ছেন। একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই। তাই প্রতিবাদ জানাতে এদিন আমরা পঞ্চায়েত সদস্যকে আটকে বিক্ষোভ দেখিয়েছি।' আরেক বাসিন্দা রবিন বর্মন জানান, গ্রামবাসীকে রাস্তাটি পাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনপ্রতিনিধিরা ভোট নিয়েছেন। কিন্তু এই রাস্তা মেরামত করার জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্ষায় জলকাদা পার করে সব জায়গায় যেতে হয়। রাস্তাটি দ্রুত পাকা করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

বিজেপির শীতলকুচি ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি নবীনচন্দ্র বর্মন বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটির এমন বেহাল দশা হয়েছে। এই হল তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের নমুনা।' রাস্তা দ্রুত ঠিক না হলে এধরনের বিক্ষোভ ভবিষ্যতে আরও হবে বলে তিনি হুশিঁয়ারি দিয়েছেন।

*বাইক ফেরিওয়ালা। শুক্রবার রাজারহাটে। - অর্পণা গুহ রায়*

## খবরের জেরে প্রশাসনের ব্যবস্থা

**তুফানগঞ্জ, ২০ জুন :** উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। তুফানগঞ্জ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাপুজি বিদ্যাপীঠ বিশেষ পর্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে বৃষ্টির জল বের হওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। কয়েকমাস আগেই সেখানে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের তরফে পাইপলাইন বসানো হয়। তারপরই নিকাশি ব্যবস্থা রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় এই সমস্যাটি দেখা যায়। জলের মধ্যেই যাতায়াত করতে হত সকলকে। বারান্দায় বসে মিড-ডে মিল খেতেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল পড়ুয়াদের। সমস্যার কথা প্রশাসনকে মৌখিকভাবে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। শুক্রবার এ নিয়ে খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। শুক্রবারেই তুফানগঞ্জ পুরসভার পক্ষ থেকে নিকাশিনালা করে দেওয়া হলে মাঠের জল নেমে যায়। এতে খুশি পড়ুয়া থেকে অভিভাবক, শিক্ষিকারা। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কল্পনা সাহা বলেন, 'উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেরে তড়িঘড়ি সমস্যা মিটে যাওয়ায় আমরা ভীষণভাবে খুশি হয়েছি। এজন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদ ও পুরসভাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন বলেন, 'স্কুলের সমস্যার কথা জানার পরই আজকে জলনিকাশি ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।'

## রাতে স্কুল চত্বরে নেশার আসর

**রাজেশ দাশ**

**গোপালপুর, ২০ জুন :** অন্ধকার নামলেই স্কুল চত্বরে বসে অসামাজিক কাজের আড্ডা। গভীর রাত পর্যন্ত চলে নেশার আসর। এমন ঘটনা ঘটছে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দইভাঙ্গি কালীবাড়ি নিউ প্রাথমিক স্কুলে। অভিযোগ, মাঝেমধ্যে রাতের অন্ধকারে বেশ কয়েকজন তরুণ ওই স্কুলের চত্বরে মদ্যপানের আসর বসায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে এই আসর। স্থানীয়রা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে তাঁদের হুমকির মুখে পড়তে হয়। প্রায় দিনই স্কুল খোলার পর স্কুলের বারান্দায় ও শৌচাগারে মদের বোতল ও গ্লাস পড়ে থাকতে দেখতে পান স্কুলের শিক্ষকরা। পরে স্কুলের শিক্ষকরা ওই মদের বোতলগুলি পরিষ্কার করেন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'সকালে স্কুলে আসার পর প্রায়দিনই মদের বোতল পড়ে আছে দেখতে পাই। এছাড়াও স্কুলের মিড-ডে মিল রান্নার ঘরে শৌচকর্ম করে রাখে ওই দুষ্কৃতীরা। ফলে মাঝেমধ্যে স্কুলে মিড-ডে মিলের রান্না বন্ধ থাকে। বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েছি।' মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রূপন শীলশর্মা জানান, তিনি বিষয়টি শুনেছেন। তাঁর মতে, 'স্কুল চত্বরে নেশার আসর কখনও কাম্য নয়। আমরা স্কুল পরিচালন সমিতি ও প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব যাতে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।'

স্কুল চত্বরে নেশার আসর বসানোর ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল চত্বরে দুষ্কৃতীদের আনাগোনা শুরু হয়। ফলে একদিকে যেমন এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে তেমন অপরদিকে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে খারাপ প্রভাব পড়ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা তনু মজুমদার বলেন, 'প্রায়দিনই সন্ধের পর ওই স্কুল চত্বরে কয়েকজন তরুণের আনাগোনা শুরু হয়। তবে অন্ধকার থাকায় কাউকে চেনা যায় না। অন্ধকারের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দিনের পর দিন ওই জায়গায় নেশার আসর বসাচ্ছে দুষ্কৃতীরা।' স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনের উচিত এর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যাতে স্কুলের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে। আরেক বাসিন্দা বেলা সরকার বলেন, 'স্কুলে মদের বোতল ও গ্লাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু কারা এখানে এমন অসামাজিক কাজ করছে তা জানা নেই। স্কুল চত্বরে এসব বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।'

## শিক্ষা কনভেনশন

**মাথাভাঙ্গা, ২০ জুন :** ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলের যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি ফেরানোর দাবিতে শুক্রবার শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় মাথাভাঙ্গা পঞ্চানন স্মৃতি ভবনে। রাজ্যের বহু স্কুল বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে কনভেনশনে দাবি জানিয়ে তার প্রতিবাদ জানানো হয়। সেইসঙ্গে সরকারি শিক্ষাকে বাঁচানোর দাবিও ওঠে। কনভেনশনের শুরুতে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে একটি প্রস্তাব পাঠ করা হয়। উপস্থিত সবাই প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কনভেনশনের শেষপর্যায়ে বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদক আসিফ আলম। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি কৃষ্ণ বসাক।

কনভেনশনে ১৭ জনের মাথাভাঙ্গা আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়। আঞ্চলিক কমিটিতে সভাপতি হিসাবে রফিকুল ইসলাম, সম্পাদক হিসাবে প্রতীক দে ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে রাজদীপ রায় নির্বাচিত হন। আগামী ২৫ জুন এআইডিএসও'র কোচবিহার জেলা কমিটির উদ্যোগে সরকারি শিক্ষা বাঁচাতে ও জেলার ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরতে কোচবিহার জেলা শাসক দপ্তর অভিযান হবে।

# 'গায়ের রং কালো হওয়া কি অপরাধ?'

**কৌশিক দাস**

**ক্রান্তি, ২০ জুন :** রিমিকা মুন্ডার আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনার পর ক্রান্তি ব্লকের একাধিক স্কুলে বর্ণবৈষম্যের ঘটনা সামনে আসছে। স্কুলের পরিবেশ অনেক পড়ুয়ার কাছেই আতঙ্কের। কখনও সহপাঠী, কখনও উঁচু ক্লাসের দাদা-দিদিদের কাছে কটূক্তির শিকার হয়ে একাধিক পড়ুয়া মানসিক অবসাদে ভুগছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষকদের দ্বারাও কটূক্তিরও শিকার হচ্ছে পড়ুয়ারা। স্কুল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানালেও খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলে হতাশা আরও বাড়ছে।

রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ চা বাগানের পিছিয়ে পড়া এলাকার বাসিন্দা। অনেক প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। স্কুলে গিয়ে এই পড়ুয়াদের অনেকে বর্ণবৈষম্যের শিকার হচ্ছে। মাস দুই আগে কৈলাসপুর চা বাগানের ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ক্লাসে কালো বলে উত্ত্যক্ত করা হয়। সেই ছাত্রীর কথায়, 'গায়ের রং নিয়ে নানাভাবে আমাকে অপমান করা হত। স্যরকে বলেও সুরাহা হয়নি।' একই কথা জানিয়েছে দেবীপুর, যোলোঘরিয়ার বহু ছাত্রী।

এবিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'প্রধান শিক্ষকদের বিষয়টি নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করতে বলা হয়েছে।'

কাঠামবাড়ির এক পড়ুয়া পঞ্চম-দশম শ্রেণি অবধি রাজাডাঙ্গার স্কুলে পড়াশোনা করত। বর্তমানে সে অন্য স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে। রিমিকার ঘটনার পর মুখ খুলতে সাহস পেয়েছে সে। সেই কিশোর বলল, 'স্কুলে যতক্ষণ থাকতাম কালো ভূত, আলকাতরা এইসব বলে অতিষ্ঠ করে তুলত।

কত ডাকনাম দিয়েছে আমাকে। বাড়ি এসে কাঁদতাম। স্কুলে যাওয়ার কথা শুনলে আতঙ্কে থাকতাম। এখন যদিও সেইসব গুরুত্ব দিই না আর।' কিশোরের প্রশ্ন, 'গায়ের রং কালো হওয়া কি অপরাধ?'

এদিকে, এই ধরনের ঘটনায় বারবার প্রশ্নের মুখে ক্রান্তি ব্লকের স্কুলগুলির পরিবেশ। বর্ণবৈষম্যের শিকার হওয়া শিশুদের মনে যে কী প্রভাব ফেলছে, সেই খবর পরিবার বা স্কুল কর্তৃপক্ষ কেউ কি রাখছে? প্রশ্নের মুখে অভিভাবকদের ভূমিকাও। ক্রান্তি ব্লকের প্রতিটি হাইস্কুলে নিয়ম করে মানসিক স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। তবে সেটা পড়ুয়াদের ওপর সেভাবে যে কার্যকরী হচ্ছে না তা রিমিকার মৃত্যু প্রমাণ করে দিয়েছে। পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, তাঁদের সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা সহ একাধিক বিষয়ে শিক্ষকরা অগ্রণী ভূমিকা নিলে এই সমস্যা অনেকটা কমানো সম্ভব বলে মনে করছেন অনেকে।

ক্রান্তি দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকসুদ আলমের কথায়, 'আমরা স্কুলে নিয়মিত মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মসূচি করার চেষ্টা করি। কোনও বিষয়ে অভিযোগ পেলে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করি।'

সহপাঠীদের কাছ থেকে বর্ণবৈষম্যের শিকার হওয়া রবি ওরাওঁ নামে এক তরুণের বক্তব্য, 'রাজাডাঙ্গা এবং ওদলাবাড়ি স্কুলে পড়ার সময় সহপাঠীদের একাংশ গায়ের রং নিয়ে খোঁচা দিত। এখনও গায়ের রং দেখে অনেককিছু বিচার করা হয়।'

এদিকে, রিমিকার আত্মহত্যার মূলে তার পরিবার স্কুলের এক উঁচু ক্লাসের ছাত্রীকে দায়ী করেছে। তবে সেই ছাত্রীকে এখনও চিহ্নিত করতে পারেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকদের বক্তব্য, ছাত্রীটিকে চিহ্নিত করে দ্রুত তার কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হোক। রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সফিউল আলম বলেন, 'এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আগামীদিনে কোনও ভুল করব না। বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে। তবে এর আগেও ক্লাসে ক্লাসে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলতাম। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলেই আমরা মানুষ এই শিক্ষাও দেওয়া হত।'

### অনুমতি নয়

মধ্যমগ্রাম, বিধাননগর, উত্তর দমদম ও দক্ষিণ দমদম এলাকায় জি+৮-এর বেশি বহুতলের অনুমোদন দেওয়া হবে না। শুক্রবার জানালেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

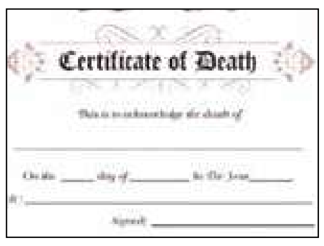


### ভুয়ো শংসাপত্র

দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইস্যু করা ৫১০টি ভুয়ো মৃত্যু সার্টিফিকেট বাতিল করার জন্য চিফ রেজিস্ট্রার অফ বার্থস অ্যান্ড ডেথসকে চিঠি দিল জেলা প্রশাসন।

### বাসে পিষ্ট

শুক্রবার সকালে কলকাতার মিন্টো পার্কের কাছে বাসে চাপা পড়ে অভিষেক দাস নামে এক তরুণের মৃত্যু হল। তাঁর বাড়ি হুগলির চুঁচুড়ায়। বাস থেকে নামার সময় ২১২ নম্বর রুটের বাস তাঁকে চাপা দেয়।

### ফিরল ট্রেন

শালিমারের বদলে ফের হাওড়া থেকেই ছাড়বে করমণ্ডল ও ধৌলি এক্সপ্রেস। ২৫ অগাস্ট থেকে এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। এই ট্রেনদুটি হাওড়ার পরিবর্তে শালিমার থেকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

# বিধানসভা তোলপাড়

বিধানসভা থেকে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তির উদ্দেশে শুভেন্দুর মিছিল। -রাজীব মণ্ডল।

## পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি পদ্মকর্মীদের

**কলকাতা, ২০ জুন :** ২০২৬-এ ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের জন্মদিন হবে ২০ জুন। পশ্চিমবঙ্গ দিবসই রাজ্যের প্রকৃত জন্মদিন। শুক্রবার বিধানসভায় বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একই ইস্যুতে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়িতে শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনকে কেন্দ্র করে এদিন ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। স্বাধীনতার পর বাংলা ভাগ হওয়ার ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করে বিজেপি। সেই উপলক্ষ্যে এদিন বিধানসভায় পরিষদীয় দলের ঘরে বিরোধী দলনেতার উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন করেন বিজেপি বিধায়করা। পরে বিধানসভার লবিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে মালা দিয়ে বিধানসভা থেকে মিছিল করে রেড রোডে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাতে যান শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়করা। পরে আসানসোলে এই উপলক্ষ্যেই মিছিল করেন শুভেন্দু অধিকারী ও আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। এদিন রাজভবনেও পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হয়। তবে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন না।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে সুকান্তর কর্মসূচিকে ঘিরে এদিন ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল ভবানীপুরে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনুষ্ঠান সেরে সেখান থেকে মিছিল করে এলগিনে নেতাজির বাড়ি পর্যন্ত মিছিল করার কথা ছিল বিজেপির। সেই উপলক্ষ্যে এদিন বাইকে চেপে মিছিলে অংশ নেন সুকান্ত। তাতেই আপত্তি জানায় পুলিশ। তা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বেশ কিছুটা তর্কাতর্কিও হয় সুকান্তর। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ান মিছিলের বিজেপি কর্মীরা। শেষপর্যন্ত কার্যত পুলিশ পাহারায় ভবানীপুর থেকে এলগিন পর্যন্ত মিছিল করেন সুকান্ত। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনকে কটাক্ষ করে পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যে সময়ের কথা ওরা বলছে সেই সময় দেশ স্বাধীন হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যের জন্মই হয়নি। তাহলে আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের প্রশ্ন ওঠে কোথা থেকে।'

## শংকর সহ পদ্ম বিধায়কদের বাধা

অরূপ দত্ত

**কলকাতা, ২০ জুন :** পরপর দু'দিন নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল বিধানসভা। বৃহস্পতিবার বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিলেও, মন্ত্রীর জবাবি ভাষণ বয়কট করে অধিবেশন কক্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছিল বিজেপি। শুক্রবার তার পালটা জবাব দিতে শংকর ঘোষকে কার্যত বক্তব্য পেশ করতেই দিল না শাসকদল। ট্রেজারি বেঞ্চের আক্রমণে একপ্রকার বাধ্য হয়েই কক্ষত্যাগ করতে বাধ্য হন শংকর সহ বিজেপি সদস্যরা। এই ঘটনায় অধ্যক্ষের ভূমিকা নিয়েও ফের প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। যদিও শাসকদলের আচরণকে বিজেপির প্ররোচনার ফল বলেই মনে করেন অধ্যক্ষ। পরিস্থিতির জন্য বিজেপিকেই দুষে অধ্যক্ষ বলেন, 'ইট ছুড়লে পাটকেলও খেতে হবে।'

এদিন অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে নির্ধারিত দ্য নেতাজি সুভাষ ইউনিভার্সিটি অফ স্পোর্টস অ্যান্ড এন্টারপ্রেনরশিপ বিলের ওপর আলোচনায় প্রথম বক্তা ছিলেন শংকর ঘোষ। বৃহস্পতিবারের 'বদলা' নিতে প্রস্তুত ছিল তৃণমূল। শংকর ভাষণ শুরু করতেই বিজেপির বক্তব্য শুনব না বলে সরব হন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সংগত করেন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। এরপরেই একে একে সরব হন শাসকদলের বিধায়করা। ট্রেজারি বেঞ্চের উলুধ্বনি, হাততালি, বিজেপি গো ব্যাক, বিজেপি হায় হায় স্লোগানের মধ্যে হারিয়ে যায় শংকরের ভাষণ। এদিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস থেকে শশী পাঁজারা যেভাবে ট্রেজারি বেঞ্চের কাছে গিয়ে দলীয় বিধায়কদের বিরোধিতার জন্য কার্যত উসকে দিয়েছেন তা থেকে স্পষ্ট, শংকর ও বিজেপি বিধায়কদের এদিন বলতে না দেওয়ার নির্দেশ ছিল পরিষদীয় দলের। সে কারণে অধ্যক্ষ মন্ত্রী ও শাসকদলের বিধায়কদের চুপ করার নির্দেশ দিলে অরূপ বিশ্বাস, শশী পাঁজা, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো মন্ত্রীরা অধ্যক্ষের টেবিলের কাছে গিয়ে তার প্রতিবাদ করেন। অধ্যক্ষ বলেন, 'বৃহস্পতিবারের ঘটনায় শাসকদলের বিধায়ক ও মন্ত্রীরা আহত। ভবিষ্যতে আলোচনায় অংশ নিয়ে অধিবেশন ছেড়ে না যাওয়ার বিষয়ে আপনি সদনকে আশ্বস্ত করুন।' অধ্যক্ষের সেই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ শংকর বলেন, 'এটা কি আপনার নির্দেশ না অনুরোধ? নির্দেশ হলে তা কখনোই মানা সম্ভব নয়।' বিধানসভার রুল বুক তুলে ধরে অধ্যক্ষকে শংকর বলেন, 'বিরোধী দল কখন ওয়াকআউট করবে, কখন হাউসে থাকবে এটা আপনি কীভাবে নির্দেশ দিতে পারেন?' পরে বিধানসভার বাইরে শংকর বলেন, 'বিধানসভার ইতিহাসে আজ কলঙ্কিত দিন। আজকের ঘটনায় আরও একবার প্রমাণ হল, এই সরকার গণতন্ত্র বিরোধী। এই ঘটনা বিরোধীদের কণ্ঠরোধের আরও একটা ঘৃণ্য নজির।'

বিধানসভার লবিতে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ বিজেপির। -রাজীব মণ্ডল।

### সরগরম বিধানসভা

- এদিন অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম বক্তা ছিলেন শংকর ঘোষ
- শংকর ভাষণ শুরু করতেই বিজেপির বক্তব্য শুনব না বলে সরব হন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
- তাতে সংগত করেন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়
- এরপরেই একে একে সরব হন শাসকদলের বিধায়করা
- ট্রেজারি বেঞ্চে শুরু হয় উলুধ্বনি, হাততালি, বিজেপি গো ব্যাক, বিজেপি হায় হায় স্লোগান

অনন্য অভিব্যক্তি...

নদিয়ার মন্দিরে চলছে যোগ ব্যায়াম। -পিটিআই

## যুদ্ধের জেরে ইরানে বন্ধ চায়ের রপ্তানি

**কলকাতা, ২০ জুন :** রাশিয়ার পর ভারতীয় চায়ের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক ইরান। ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের জেরে সেই ইরানে চায়ের রপ্তানি ধাক্কা খেয়েছে। ইরানে ভারতীয় চায়ের বড় অংশই যায় কলকাতা হয়ে। রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় শহরের বিভিন্ন গোডাউনে চায়ের মজুত ক্রমাগত বাড়ছে। মুম্বইয়ের নবসেবা বন্দরেও ইরানে চায়ের একাধিক শিপমেন্ট আটকে রয়েছে। কলকাতার একটি চা-রপ্তানিকারী সংস্থার একজন শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, ২০২৩-এ ইরানে ভারতের চা রপ্তানি অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছিল। ওই বছর এদেশ থেকে ৫৯ লক্ষ কেজি চা রপ্তানি করা হয়েছিল। কিন্তু গত বছর রপ্তানির পরিমাণ বড় লাফ দেয়। এবছর রপ্তানি আরও বাড়বে বলে আশাবাদী ছিলেন রপ্তানিকারীরা। কিন্তু ইরানের ওপর ইজরায়েলের আচমকা হামলা সব হিসাব বদলে দিয়েছে। তাঁর কথায়, 'গত বছর ইরানে ভারতীয় চায়ের রপ্তানি পাঁচগুণ বেড়ে ৩ কোটি ১০ লক্ষ কেজি হয়েছে, যা ২০২৩-এ ছিল ৫৯ লক্ষ

### কলকাতায় বাড়ছে মজুতের পরিমাণ

কেজি। ২০২২ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ কেজি।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতের মোট চা রপ্তানির ২০ শতাংশ যায় ইরানে। প্রতি বছর আমরা ইরানে ৫০ লক্ষ কেজি চা রপ্তানি করি। কিন্তু যুদ্ধের কারণে ইরানের সমুদ্রপথ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় ১৪ জুন থেকে আমাদের চালানগুলি নবসেবায় পড়ে রয়েছে।'

ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হেমন্ত বাঙ্গুর বলেন, 'রপ্তানিকারীরাও কিছু ক্ষেত্রে চালান বন্ধ রাখছেন। কারণ টাকা পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি রয়েছে। ইরানি আমদানিকারকরাও সময় নিচ্ছেন। তাঁরা টাকা শোধ করতে পারবেন কি না তা নিশ্চিত নয়।' কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েটসের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'অসম এবং ডুয়ার্সের অর্থোডক্স চায়ের বড় বাজার রয়েছে ইরানে। দার্জিলিং চা ছাড়াও ভালো মানের সিটিসি চাও সেখানে পাঠানো হয়। যুদ্ধের জেরে ইরানে চায়ের রপ্তানি আপাতত বন্ধ রয়েছে।' কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে বলে আশাবাদী তিনি।

## ৮০ শতাংশ অ্যাকাউন্টে, বাকি পেনশন ফান্ডে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

**কলকাতা, ২০ জুন :** সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো চলতি মাসেই বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেবে রাজ্য সরকার। তবে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশের পুরোপুরি হাতে পাবেন না সরকারি কর্মচারীরা। শুক্রবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও অর্থসচিব প্রভাত মিশ্রের সঙ্গে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দিতে গেলে রাজ্য সরকারকে এই মুহূর্তে ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হত। কিন্তু রাজ্য সরকারের হাতে এই পরিমাণ টাকা নেই। এই কারণে বকেয়া ২৫ শতাংশ টাকার ৮০ শতাংশ এখনই সরকারি কর্মচারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ও বাকি ২০ শতাংশ পেনশন ফান্ডে জমা করে দেওয়া হবে। তার ফলে একদিকে যেমন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অবমাননা করা হবে না, তেমনই সরকারকে ভাঁড়ার থেকে সম্পূর্ণ টাকাও এখনই খরচ করতে হবে না। অগাস্টে মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। ফলে তখন বাকি ৭৫ শতাংশ রাজ্যকে দিতে হলে সরকারের ওপর চাপ যে বাড়বে, তা নিয়ে সংশয় নেই নবান্নের শীর্ষকর্তাদের।

১৫ জুনের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এখনও পর্যন্ত বকেয়া ডিএ নিয়ে রাজ্য সরকার কোনও ঘোষণা করেনি। তবে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে জুন মাসের মধ্যেই বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে রাজ্য সরকার ৪ হাজার কোটি টাকা হাতে পেয়েছে। আরও ৪ হাজার কোটি টাকা ঋণপত্রের জন্য বৃহস্পতিবারই আবেদন করেছে রাজ্য সরকার। আগামী সপ্তাহেই সেই আবেদন অনুমোদিত হবে বলে আশা করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। অর্থ দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ টাকার ৮০ শতাংশ কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠাতে গেলে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি প্রয়োজন। সেই টাকা জোগাড় হয়ে যাবে বলেই আশা করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

শুক্রবার মুখ্যসচিব ও অর্থ দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, সামাজিক প্রকল্পে যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে, সেইভাবেই অর্থের সংস্থান করতে হবে। তবে সুপ্রিম কোর্টের কাছে ফের রাজ্য সরকারের যাতে মুখ না পোড়ে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। আগামী সপ্তাহেই বাকি ঋণপত্রের অনুমোদন পাওয়া গেলে সরকারিভাবে ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হবে। অগাস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্ট বকেয়া ডিএ-র বাকি ৭৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলে অর্থ সংস্থান কিভাবে হবে, তা নিয়ে অবশ্য আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে অর্থ দপ্তরের কর্তাদের।

### ডিএ নিয়ে ভাবনা

- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জুন মাসেই দিতে হবে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ
- বকেয়া মেটাতে ১০ হাজার কোটি টাকা দরকার রাজ্যের
- ৮০ শতাংশ অ্যাকাউন্টে দিলে আপাতত সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকাতেই হবে
- বাকি টাকা পেনশন ফান্ডে গেলে এখনই খরচ করতে হবে না

## সুকান্ত-রজতশুভ্রকে আটক পুলিশের

**কলকাতা, ২০ জুন :** বিতর্কিত চিকিৎসক রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকা থেকে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই ঘটনায় শুক্র ও শনিবার রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে বিজেপি।

সম্প্রতি লন্ডনের কেলগস কলেজে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন ডাক্তার রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, তারপরই ওই চিকিৎসককে নিশানা করে তৃণমূল ও রাজ্য প্রশাসন। ঘটনাচক্রে কলকাতায় রজতশুভ্রর বাড়ি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছাকাছি। এদিন ওই চিকিৎসক অভিযোগ করেন, কেলগস কলেজের ওই ঘটনার পর থেকে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে সামাজিকভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে পুলিশের তরফে তাঁকে ভয় দেখানো হচ্ছে। সমাজমাধ্যমে এই বার্তা পেয়ে এদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, রজতশুভ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা করতে যাওয়ার কথা জেনে এলাকায় পুলিশ কার্যত ব্যারিকেড তৈরি করে তাঁকে ঢুকতে না দেওয়ার চেষ্টা করে। রজতশুভ্র বাড়িতে নেই বলে পুলিশের তরফে তাঁকে জানানো হয়। অথচ সেই সময় তিনি বাড়িতেই ছিলেন। পুলিশের বাধায় ভবানীপুরে পূর্ণ সিনেমার কাছে সুকান্ত আটকে গিয়েছেন জেনে রজতশুভ্র নিজেই হেঁটে চলে আসেন সুকান্তর সঙ্গে দেখা করতে। সেই সাক্ষাতের সময় পুলিশ সুকান্ত ও রজতশুভ্রকে আটক করে। পরে তাঁদের লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সুকান্তের সঙ্গে থাকা বিজেপির উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার দুই জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ, অনুপম ভট্টাচার্য সহ বিজেপি কর্মীদেরও আটক করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার প্রতিটি জেলা সদরে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বিজেপি। এদিন পুলিশের ভূমিকার নিন্দা করে সুকান্ত বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বাস করছি না বাংলাদেশে বাস করছি তা বুঝতে পারছি না। নিজের রাজ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকারও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে এই সরকার।' বৃহস্পতিবার বজবজের ঘটনায় রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ করে লোকসভা স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়েছেন সুকান্ত।

করমর্দন সুকান্ত এবং রজতশুভ্রর।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের সদস্যরা। -রাজীব মণ্ডল।

## ক্ষুদিরামের নাম বিকৃতিতে ক্ষোভ

**কলকাতা, ২০ জুন :** টিজার মুক্তি পাওয়ার পর থেকে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। শুক্রবার বাংলা সিনেমার পরিচালক, গায়ক, লেখকরাও বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত এই সিনেমাকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে দাগিয়ে দিলেন। পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, গায়ক সৈকত মিত্র, কবীর সুমন, কবি জয় গোস্বামী, লেখক আবুল বাসার ও ফুটবলার সমরেশ চৌধুরী সহ দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা এই চলচ্চিত্রকে '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে ধর্মীয় মেরুকরণের 'খেলা' বলে কটাক্ষ করেছেন।

তাঁদের বক্তব্য, 'কেশরী চ্যাপ্টার ২ সিনেমাতেও ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। ক্ষুদিরাম বসুর পদবিকে সিং বলা হয়েছে। তাছাড়াও বারীন ঘোষের নাম বিকৃত করা হয়েছে। বাংলার বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং মনীষীদের এইভাবে অপমান করার অধিকার কোনও পরিচালকের নেই।' মঞ্চের অনুরোধ, এই ধরনের দেশবিরোধী চলচ্চিত্র বয়কট করে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষকে 'বিজেপির কালিমালিপ্ত করার খেলা' থেকে দূরে থাকুন। হরনাথ চক্রবর্তী এবং সৈকত মিত্রর মত, 'আমরা চাই বাংলা সিনেমা জগৎ থেকে শুরু করে সাধারণ দর্শক এই চলচ্চিত্রের বিরোধিতা করুক। আমরা এর প্রথম পদক্ষেপটা গ্রহণ করলাম।' মঞ্চের সদস্য সুমন ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, 'টিজারে দেখানো হয়েছে দেবী দুর্গার জ্বলন্ত কাঠামো। এই ধরনের দৃশ্য বাঙালির ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে। দিল্লিতে হিন্দু কালীমন্দির বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপি চুপ কেন?'

## বকাঝকা মানে প্ররোচনা নয়

**কলকাতা, ২০ জুন :** প্ররোচনার অভিযোগ না থাকলে শুধুমাত্র বকাবকির জন্য পড়ুয়ার মৃত্যুতে শিক্ষককে দায়ী করা যাবে না। জলপাইগুড়ির এক ছাত্রীর আত্মহত্যার মামলায় এমনটাই মন্তব্য কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষিকাকে ফৌজদারি মামলা থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাঁর বিরুদ্ধে যে চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল তা খারিজ করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা বিচারাধীন রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই। ২০২২ সালে জলপাইগুড়ির একটি স্কুলে পরীক্ষার সময় অপর এক পরীক্ষার্থীকে বিরক্ত ও নকল করার অভিযোগ ওঠে এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে। সেই ছাত্রীর বাবাকে ডেকে পাঠান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। অভিযোগ, অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে অপমান করায় সে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার আগে একটি চিঠিতে এই বিষয়ে জানিয়েছে। তাই প্রধান শিক্ষিকা ও আরেক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পরিবার।

## বান্ধবীর মন পেতে পুলিশের সাজ, গ্রেপ্তার তরুণ

**কলকাতা, ২০ জুন :** 'তোমার রক্তে আমার সোহাগ/হৃদয়ে আমার ছ্যাঁদা/গোলাপগুলো শুকিয়ে গেছে/তাই এনেছি গ্যাঁদা', 'বিবাহ অভিযান' সিনেমার এই সংলাপ শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েনি এমন মানুষ বিরল। এই সংলাপ যার উদ্দেশ্যে বলেছিল সিনেমার গণেশ সেই মালতী বিয়ের প্রথম রাতেই তাঁকে জানিয়ে দেয়, 'হয় কিছু করে বিখ্যাত হতে হবে নাহলে আমাকে ভুলে যাও।' ব্যাস গণেশ ঠিক করে সে ডাকাত বুলেট সিং হবে আর বাস হাইজ্যাক করবে।

এরপরের ঘটনা অবশ্য সকলেরই জানা। ক্যানিংয়ের দীপেন্দু বাগকেও তাঁর বান্ধবী এমন কিছু বলেছিলেন কি না সেকথা অবশ্য কারোর জানা নেই। নাহলে কেউ আর সখ করে এমন দুঃসাহসিক কাণ্ড কেনই বা ঘটাবে।

শুক্রবার সকাল তখন সাড়ে ১০টা। এন্টালি থানায় কর্মব্যস্ততা তুঙ্গে। এমন সময় বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে থানায় হাজির এক তরুণ। পরনে পুলিশেরই পোশাক। যেখানে লেখা 'ইনস্পেক্টর অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ'। কিন্তু পুলিশকর্মীরা দেখলেন, ওই তরুণ থানায় ঢুকে পদমর্যাদা না মেনে আশ্চর্যজনকভাবে সকলকেই স্যালুট করছেন। এতেই সন্দেহ হয় সকলের। তারপর পুলিশকর্মীদের একের পর এক প্রশ্নে ওই তরুণ থতমত খেয়ে গিয়ে অসংলগ্ন উত্তর দিতে থাকায় সন্দেহ আরও বাড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয় ওই আগন্তুককে।

-এআই

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম দীপ্তেন্দু বাগ। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের বাসিন্দা। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, বান্ধবীর মন পেতেই পুলিশ অফিসার সেজে তাঁকে নিয়ে থানায় এসেছিলেন তিনি। কিন্তু এর পিছনে আর অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশি প্রোটোকল অনুযায়ী, কেউ ইনস্পেক্টর পদে থাকলে কখনোই যেচে অধস্তনদের স্যালুট করবেন না। সাধারণত তা ঘটে না। কিন্তু দীপ্তেন্দু যেভাবে সকলকে স্যালুট করছিলেন, তা পুলিশকর্মীদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারেন, ওই তরুণ ভুয়ো পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় ধৃত দাবি করেছে, বেশ কয়েক দিন আগে তাঁর মানিব্যাগ চুরি হয়ে গিয়েছিল। এন্টালি থানাতেই তিনি অভিযোগ দায়ের করতে এসেছিলেন। সেই সময় থানার এক পুলিশ অফিসার তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে বান্ধবীকে নিয়ে থানায় এসেছেন তিনি। কিন্তু পুলিশ অফিসারের বেশে কেন, সেই বিষয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট উত্তর মেলেনি।

তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, তরুণ জেরায় যা বলেছেন, তার সবটাই যাচাই করে দেখা হচ্ছে। ওই তরুণের বান্ধবীকে অবশ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা রঞ্জিত নাথ - কে 31.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84A 82325 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারটি জিতে গেছি। আমার মতো একজনের জন্য এই অর্থ সবকিছু। এর অর্থ আশা, স্বাধীনতা এবং আমার সমস্ত স্বপ্ন পূরণের সুযোগ। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, তারা আমার জীবন চিরতরে বদলে দিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৪ সংখ্যা, শনিবার, ৬ আষাঢ় ১৪৩২

# দুর্বল কূটনীতি

কে সত্য বলছেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প? ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে দুই রাষ্ট্রনেতার দু'রকম বয়ান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। ১০ মে বিকেল থেকে গত দেড় মাসে অন্তত ১৫ বার ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনিই ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির মূল কারিগর। ভারত সেই দাবি প্রথম থেকে খারিজ করেছে। কোনও তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা মানা হবে না বলে বারবার জোর গলায় বলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এব্যাপারে বক্তব্য একবার মাত্র শোনা গিয়েছে। তা-ও তাঁর নিজমুখে নয়। ট্রাম্পকে ফোনে ভারতের বক্তব্য মোদি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন বলে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি দাবি করেছেন। ট্রাম্পের কৃতিত্ব খারিজ করার বিষয়টি মোদি কেন নিজে প্রকাশ্যে বললেন না, তা রহস্য বৈকি। বিরোধীদের দাবি মেনে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকলে ট্রাম্পের বক্তব্য প্রকাশ্যে খণ্ডন করার সুযোগ থাকত মোদির।

অন্যদিকে, শুধু কৃতিত্ব দাবি নয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শালকে এক বন্ধনীতে ফেলে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পাকিস্তানি ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে ওভাল অফিসে ডেকে জামাই আদর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। দরাজ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, মুনিরকে আপ্যায়ন করে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। এ ব্যাপারেও নয়াদিল্লির নীরবতা একটা রহস্য। এর আগেও ভারত-পাকিস্তানকে এক বন্ধনীতে রেখেছিলেন ট্রাম্প।

ভারতের ৭টি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল বিশ্বের ৩৪টি দেশে গিয়ে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রচার ও পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের মুখোশ খুলে দিয়ে এলেও ট্রাম্প যে তাতে কর্ণপাত করেননি, মুনিরকে আপ্যায়নে তা স্পষ্ট। যে পাকিস্তানি সেনাকর্তা নতুন করে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবাষ্প ওড়ালেন, কাশ্মীরকে নিয়ে পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক ভাবনায় রসদ জোগালেন, যার ফলস্বরূপ পহলগামে হামলা ঘটল, সেই মুনিরকে নিয়ে ট্রাম্পের গদগদ ভাবের তীব্র সমালোচনা করা উচিত ছিল মোদি সরকারের।

কিন্তু ছোবল মারা দূরস্থান, ফোঁসটুকুও করল না কেন্দ্র। ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতের স্বার্থবিরোধী একের পর এক পদক্ষেপ এবং মন্তব্য করে চলেছেন। কিন্তু সেসবের বিরুদ্ধে মৌন হয়েই আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। অবৈধ অভিবাসীদের হাতে-পায়ে শিকল, বেড়ি পরিয়ে ভারতে ফেরত পাঠানোর সময়েও সামান্য প্রতিবাদটুকু করেননি। শুল্ক যুদ্ধে মার্কিন খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে চিন সহ বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রপ্রধান কঠোর অবস্থান নিলেও ভারত ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতীতেও চোখ রাঙিয়েছে ভারতকে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে সমর্থন করে ভারতের বিরুদ্ধে নৌবহর পাঠিয়েছিল ওয়াশিংটন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সরকার কিন্তু সেই রক্তচক্ষুর বিন্দুমাত্র পরোয়া করেনি।

কার্গিল যুদ্ধের সময়ও মার্কিন প্রশাসনকে কড়া ভাষায় নিজের অবস্থান বুঝিয়েছিল অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার। নেহরু আমলে নির্জোট আন্দোলনে নেতৃত্বদান কিংবা মনমোহন সিংয়ের জমানায় ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি, সবেতেই ভারতের তৎকালীন বলিষ্ঠ বিদেশনীতি এবং সাবালক কূটনীতির পরিচয় মিলেছিল। ভারতের সেই স্পষ্ট বিদেশনীতিটাই যেন এখন খেই হারিয়ে ফেলছে। ট্রাম্প-কাণ্ড এর সবথেকে বড় উদাহরণ।

মোদি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস করেছিলেন বলে বিজেপি দাবি করে থাকে। অথচ গাজা সংকট নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে ভোটাভুটিতে ভোটদানে বিরত থেকে ভারত নিজেদের অবস্থানকে ঘোলাটে করে ফেলেছে। ইরান-ইজরায়েল সংঘাতে ভারত কোন পক্ষে, সেটাও স্পষ্ট করছে না। অপারেশন সিঁদুরের পর বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের চেহারা তুলে ধরার নিরলস চেষ্টা করেছে নয়াদিল্লি।

তার পরেও ট্রাম্পের সঙ্গে মুনিরের মধ্যাহ্নভোজ কিংবা নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাসবিরোধী কমিটির শীর্ষপদ পাকিস্তানের হস্তগত হওয়া ভারতের কূটনৈতিক দৌত্যের ব্যর্থতার পরিচয়। ভারতের বিদেশনীতির এভাবে দিশা হারানো অশনিসংকেত বৈকি।

## অমৃতধারা

ভগবানকে আমরা চাচ্ছি, ডাকচি, দেখা দাও বলিয়া কত বলচি, কিন্তু ভগবানকে দর্শন করা বড়ই দুর্লভ, বড়ই কঠিন। ভগবান জানেন, আমি অসময়ে দর্শন দিলে আমাকে চিনিতে পারিবে না, আমাকে বুঝিতেও পারিবে না। ঘনঘন দেখা দিলে ভক্তের ভালোও লাগিবে না, আর আমাকে দেখিতেও চাহিবে না। সেই আকুলতা, ব্যাকুলতা, ঐকান্তিকতাও থাকিবে না। ভগবান পরম দয়াল, তাঁর ইচ্ছা নয় যে জীব একটা অবস্থা লইয়াই চিরদিন থাকে। তাঁর ইচ্ছা-জীবকে সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া লন, সমস্ত অবস্থাগুলি ভোগ করাইয়া লন। ভক্ত প্রথমত ভগবানের উপের আত্মসমর্পন করে এবং তাঁর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করে। কিন্তু ভক্ত যখন ভাবের উচ্চস্তরে উঠিয়া যায়- তখন ভক্তই ভগবানের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে।

- শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সরস্বতী

# সিঁদুর দিয়ে যায় না ঢাকা সব

অপারেশন সিঁদুরের বহুদিন পরেও আসল অপরাধীরা অধরা। পুরুষতন্ত্রের প্রতীক সেই সিঁদুর ভোটে বিজেপির অস্ত্র।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

তখন যুদ্ধ যুদ্ধ হাওয়া চারদিক। এই বুঝি যুদ্ধ লাগল সরকারিভাবে।

সে সময় অমন কথা ভাবাও একরকম পাপ মনে হচ্ছিল। একটু অন্যরকম ভাবলেই চারদিক থেকে বলা হত, আপনি দেশদ্রোহী। দেশবিরোধী।

এখন সবকিছু থিতিয়ে আসার পর, যখন দেখি, পহলগামের আসল অপরাধীরাই ধরা পড়েনি, তখন কথাটা খোলাখুলি বলা যায়। বলেই ফেলি খুব ভয়ে ভয়ে।

'অপারেশন সিঁদুর' কথাটা মধ্যরাতে প্রথম শোনার পর অনেকগুলো শব্দ ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। সিঁদুর দিও না মুছে, সিঁদুরের দাগ, সিঁদুর হারার কান্না, সিঁদুরের নাম ভালোবাসা, সিঁদুর যখন রক্ত। সবই আসলে যাত্রা বা সিনেমার নাম। ভুল করবেন না, আমি মোটেই বলতে চাইছি না অপারেশন সিঁদুর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে তেমন কোনও যাত্রাপালার কথা। রে রে করে উঠে লাভ নেই কোনও। কারণ যে প্রশ্নগুলো তখন ট্রোলের ভয়ে কেউ তুলতেই পারছিল না, সেইসব কিন্তু আজ উঠছে। উঠবে।

পদ্মের বদলে সিঁদুরই কি বিজেপির পথিক হয়ে যেতে পারে? বিজেপির নেতারা যেভাবে সিঁদুর সিঁদুর করে বেড়াচ্ছেন, তা দেখে হাসব না কাঁদব, ঠিক করা মুশকিল। ক'দিন আগে ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও। ভিনরাজ্যের একটি গ্রামে এক মহিলাকে সিঁদুরের প্যাকেট দিতে এসেছে তিন বিজেপি কর্মী। অবিবাহিত মহিলা প্রথমে বুঝতে পারেননি, কেন হঠাৎ সিঁদুর তাঁকে দেওয়া হচ্ছে। বোঝার পর চটে লাল।

প্রথমে প্রথমে বললেন, বাড়িতে এভাবে সিঁদুর দেওয়ার কী অর্থ? প্রথম বিজেপি কর্মীকে তিনি বললেন, আমার মাথায় কি সিঁদুর দিতে পারবেন? ভদ্রলোক চরম অস্বস্তিতে। এইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ব্যক্তিকেও একই প্রশ্ন করা হল। তাঁরা পালিয়ে বাঁচেন। প্রশ্ন হল, এভাবে বাড়ি বাড়ি সিঁদুর দিয়ে আসার প্ল্যানটা কি চরম হাস্যকর নয়?

এখন তো বোঝা যাচ্ছে, সিঁদুর মানে ভোট। মোদি যেভাবে সারাদেশ ঘুরে ঘুরে সিঁদুর অপারেশন নিয়ে বলে গেলেন, তাঁর মাথায় তখন ভোট। সিঁদুর মানে ভন্ডামিও।

বাংলার অধিকারীমশাইকে দেখেই কথাটা আরও বেশি মনে হবে। কোথাও কিছু ছিল না এতদিন। তপন শিকদার, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুকান্ত মিশ্র, রাহুল সিনহা, তথাগত রায় কাউকেই সিঁদুরের টিপ মাথায় বাংলায় বিজেপি করতে হয়নি। শুভেন্দুর প্রথম থেকেই কপালে সিঁদুরের টিপ। তাঁর দলবদলিয়া অনুগামীদেরও। বাঙালিয়ানা ভুলে মনে হয়, আমরা উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থানের কোনও নেতা দেখছি। এখনই তাঁকে বলতে হবে, রাম রাম ভাই।

আবার ভয়ে ভয়েই বলি, ওরকম কপালের সিঁদুর দেখে ভক্তির থেকে ভয়ই হয় বেশি। মনে হয়, লোকদেখানো। অচেনা বামুনেরই পৈতের দরকার হয়। তাঁর বাবা বা ভাইও ঘাসফুল ভুলে পদ্মে, তাঁর বাড়িও পারিবারিক রাজনীতির আখড়া। তাঁদের কাউকে তো এমন সিঁদুর পরে লোক দেখাতে হয়নি। তুলসী গাছ মাথায় নিয়ে মিছিলও করতে হয়নি রাজপথে।

এভাবে কি কোনও মিলিটারি অপারেশনের নাম অনেকটা লঘু করে দেওয়া হয়নি? যাবতীয় আবেগ থিতিয়ে এলে, ভারত-পাক যুদ্ধ থামানো নিয়ে ভারতকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে ট্রাম্পের নজিরহীন হুংকার শুনেটুনে এ প্রশ্নেরই উদয় হয়।

অপারেশন সিঁদুর থেকে ভোটে ফায়দা তুলতে চায় পদ্ম শিবির।

ইজরায়েলের সাম্প্রতিক মিলিটারি অপারেশনের নাম অপারেশন রাইজিং লায়ন। রাশিয়ার নাম স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন। আমাদের দেশেরও আগের মিশনগুলোর নাম ছিল অপারেশন বিজয় ও অপারেশন তলওয়ার (কার্গিল যুদ্ধ), অপারেশন মেঘদূত (সিয়াচেন গ্লেসিয়ার) অপারেশন ক্যাকটাস (মালদ্বীপ), অপারেশন ব্ল্যাক টর্নেডো (মুম্বই কাণ্ড), অপারেশন পরাক্রম (সংসদ হামলা)। একাত্তরের ভারত-পাক যুদ্ধে নৌসেনাদের অভিযানের নাম ছিল অপারেশন ট্রাইডেন্ট ও অপারেশন পাইথন। তুলনায় সিঁদুর কেমন নিতান্তই ম্যাড়মেড়ে নয়?

বাংলা ভাষায় সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে চমৎকার, সাহসী উদ্ধৃতি দিয়ে গিয়েছেন প্রয়াত লেখক দার্শনিক হুমায়ুন আজাদ। তাঁর তিনটি মন্তব্য এসময় খুব মনে পড়ে। ১) 'সমাজে দুর্নীতি বেড়ে গেলে ধর্মচর্চা বেড়ে যায়।' ২) 'মসজিদ ভাঙে ধার্মিকেরা, মন্দির ভাঙে ধার্মিকেরা। তারপরও তারা দাবি করে, তারা ধার্মিক, আর যারা ভাঙাভাঙিতে নেই তারা অধার্মিক বা নাস্তিক।' ৩) 'এক সময় বিত্তশালীরা কুকুর পুষত, এখন মিডিয়া পোষে।' ২০০৪ সালে চলে গিয়েছেন হুমায়ুন। এত বছর পরেও তাঁর উপলব্ধিগুলো কী চরম সত্যি। সর্বভারতীয় মিডিয়াতেও যুদ্ধ নিয়ে যেসব খবর দেখেছি, তা ফেক নিউজের কারখানাকেও হার মানিয়ে যাবে।

সিঁদুরে ফিরি।

এবং সিঁদুর যখন হল, তাহলে শাঁখাই বা কী দোষ করল? মোদি যেভাবে সব রাজ্য ঘুরে ঘুরে অপারেশন সিঁদুরের জয়ধ্বনি করে চলেছেন তার মানে দুটো। এক, নিজের হারানো ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার। দুই, বিজেপির পালে হাওয়াটা টানা। যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন একটা জিনিস খেয়াল করেছেন কি না সেটা জানি না। ভারত সরকার যে কথাগুলো বলেছে, পাকিস্তান সরকার দিয়েছে তার উলটো তথ্য। বিদেশি সংবাদমাধ্যমে একই কথা আমরা বোঝাতে চাইছি। পাকিস্তানও তাই বোঝাতে চাইছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা হবে না।

আসল প্রশ্নের দিকে কিন্তু আমাদের কেউ যাচ্ছেন না। মোদি না, শা না, জয়শংকর না। যে ভয়ংকর জঙ্গিরা, পহলগামের পাহাড় রক্তাক্ত করে উধাও হয়ে গেল, তাদের একজনকেও আর পাওয়া গেল না কেন? কলঙ্কিত ঘটনার দু'মাস হচ্ছে কালকে। কীভাবে জঙ্গিরা ওখানে ঢুকল, সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো অনেক আগেই চাপা পড়ে গিয়েছে। সিঁদুর যদি দেশজ আবেগই হয়, তা হলে তাঁদের স্বামীদের হত্যাকারীদের খোঁজার ব্যাপারে এত ঢিলেমি কেন?

ইজরায়েলের ক্ষেত্রে দেখলাম, ইরান বা হামাসের যাদের জঙ্গি বলে টার্গেট করেছে, তাদের অধিকাংশকে মেরে ছেড়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে কোথায় হল? তাহলে কি গোয়েন্দারা যেমন হামলার খবর পেতে ব্যর্থ, যুদ্ধ বিজ্ঞানীরাও সঠিক জায়গায় ক্ষেপণাস্ত্র ফেলতে ব্যর্থ?

প্রথমে আমাদের জানানো হল, শুধু পাক সেনাদের মারা হয়েছে। রাজনাথ সিংই বললেন। পরে দেখলাম, বহু পাকিস্তানি সাধারণ মানুষও মারা গিয়েছেন। কী অপরাধ করেছিলেন তাঁরা?

প্রথমে বলা হল, আমাদের দেশের কোনও ক্ষতি হয়নি। পাকিস্তান যে ভারতীয় বিমান ধ্বংসের দাবি করছে, তা মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে। পরে দেখলাম, সেনাপ্রধান গিয়ে বিদেশে স্বীকার করেছেন, ভারতীয় বিমান ধ্বংস হয়েছে। সংখ্যাটা আর স্পষ্ট করেননি। পরে আমরা জানলাম, কাশ্মীর সীমান্তে আমাদেরও সাধারণ মানুষ মারা গিয়েছেন। কী অপরাধ করেছিলেন তাঁরা? ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে আহত, নিহতের সংখ্যা স্পষ্ট থাকছে প্রতিদিন। ভারত-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এখনও জানা যায়নি। এই ঢাকঢাক-গুড়গুড় নিয়েই প্রশ্ন জমাট বাঁধে।

পুলওয়ামার ক্ষেত্রেও ব্যাপক ফাঁকফোকর স্পষ্ট হয়েছিল পরের দিকে। ওখানে গিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখেছিলাম তাঁদের অপার বিস্ময়। কী করে একেবারে বিশাল জাতীয় সড়কে, লোকবসতির কাছেই এমন আক্রমণ হয়? আমরা কাশ্মীরের ম্যাপ নিয়ে বড়ই স্পর্শকাতর। কাশ্মীরের ওপরের একটা অংশ কোনও দেশ একবার ভারতের ম্যাপে না দেখালে হইচই শুরু করে দিই, দেশবিরোধী, দেশবিরোধী, দেশবিরোধী...। ভেবে দেখুন তো, বাস্তবে কি ওটা আমাদের হাতে রয়েছে? আমরা ভারতীয়রা ইচ্ছে করলে আজাদ কাশ্মীরে যেতে পারি? মানে ভারতের ভাষায় পাক অধিকৃত কাশ্মীরে? পাকিস্তানি কাগজেও কিন্তু শ্রীনগর, গুলমার্গ, পহলগামকে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের অংশ বলা হয়!

শুধু সিঁদুর দিয়ে বাস্তব মুছে দেওয়া যায় না। হিন্দুদের ভোট পাওয়ার অস্ত্র হতে পারে। চ্যাটচ্যাটে আবেগে ডুবে আমরা ভুলে গিয়েছি, আমাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে দুটো তথ্য। প্রথমত, পহলগামে নিহতদের মধ্যে মুসলিম ও খ্রিস্টানও ছিলেন। তাঁদের জন্যও কি আমরা প্রতিশোধ নিতে যাইনি? তাঁদের কাছে সিঁদুরের কী দাম? দুই, অনেক বিবাহিত হিন্দু মহিলাই আজকাল সিঁদুর পরেন না। এটাকে পুরুষতন্ত্র, দখলদারির প্রতীক মনে করে থাকেন। তাঁরা অনেকে প্রশ্ন করেন, পাতালপ্রবেশের সময় সীতা এবং বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদীর অপমান মুহূর্তে পিতৃতন্ত্র কেন চুপ ছিল? কেন তাঁদের সিঁদুরের অপমান হয়েছিল? তার উত্তর মেলে না।

আসলে ধর্ম ধর্ম করে আমরা আমাদের নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরে চলেছি বারবার। বারবার ভুল ধারণার শিকার হচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়ার খপ্পরে পড়ে। কাশ্মীর থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলে। পহলগামে হত্যালীলার সময় সুকৌশলে অনেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন একটা ভুল তথ্য। ওই সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে স্থানীয় অনেকের যোগ ছিল। কাশ্মীরের লোকেরা কত খারাপ, কত লোক যে বোঝাতে লাগলেন! পহলগামে স্বামীহারা এক তরুণী এ নিয়ে তীব্র আপত্তি করলে ট্রোলের শিকার হতে হল তাঁকেও- আমরা সত্যিই কত ধর্মান্ধ!

মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় মার্ডার পর্বে বহু ভারতীয় বলে দিয়েছিলেন, ওখানকার লোকেরাই হত্যা করেছে স্বামীকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এনে ফেলা হয়েছিল ড্রাগসচক্র, নারী পাচারের যোগ। পরে দুটো ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, আমরা ভয়ংকর ভুল প্রচার করেছি। অন্যায় অপরাধ করেছি। কেউ কি তার জন্য ক্ষমা চেয়েছি পরে? না তো!

এসবের মাঝে চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে সব। প্রশাসনিক ব্যর্থতা। গোয়েন্দা ব্যর্থতা। সীমান্ত পাহারায় ত্রুটি। কূটনৈতিক ব্যর্থতায় সব প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত করে তোলা। অসহায় কিছু মৃত্যুকে ভোটে জেতার কাজে লাগানো।

এসব কী? এসবই কি আজকের ভারত?

সিঁদুর দিয়ে অনেক যাত্রা-সিনেমার নাম লিখেছিলাম শুরুর দিকে। সিঁদুর দিও না মুছে, সিঁদুরের দাগ, সিঁদুর হারার কান্না, সিঁদুরের নাম ভালোবাসা, সিঁদুর যখন রক্ত। আর একটা দিয়ে লেখাটা শেষ করি।

সিঁদুর দিয়ে যায় না ঢাকা সব।

## আজ

**১৯৪০**

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন চিত্রশিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য।

**১৯৫৫**

কিংবদন্তি ফুটবলার মিশেল প্লাতিনির জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত

দু'পক্ষই যেখানে ক্ষুধার্ত, সেখানে রাষ্ট্র একপক্ষকে খাবার দিয়ে অন্যকে বঞ্চিত করতে পারে না। রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু তা একপেশে হতে পারে না। শীর্ষ আদালতের রায় অপছন্দ হলেও মানতে হবে। রাজ্যের স্কিম শীর্ষ আদালতের রায়কে অতিক্রম করে যেতে চেয়েছে। যা হতে পারে না।

- অমৃতা সিনহা

## ভাইরাল/১

দিল্লি মেট্রোয় সাপ। যাত্রীদের নজরে আসতেই চলন্ত মেট্রোয় হুলস্থুল। কয়েকজন যাত্রী ভয়ে সিটের ওপর উঠে পড়েন। কেউ মেট্রোর রড ধরে ঝুলতে থাকেন। একজন ইমার্জেন্সি সুইচ টিপে দেন। মেট্রোয় যাত্রী ভোগান্তির ভিডিও ভাইরাল।

## ভাইরাল/২

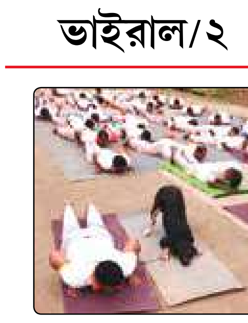

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগে উধমপুরে ১৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের ইনস্পেক্টরের উদ্যোগে ৫৫ জন এনডিআরএফ কর্মী যোগ অনুশীলন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয় একটি পথকুকুর। জওয়ানদের মতো ম্যাটের ওপর তাকেও ব্যায়াম করতে দেখা গেল।

## উত্তরের পাঁচালি

### ভক্তিরসে ডুবে

নীরজ পেরিওয়াল।

নীরজ পেরিওয়াল। ভজন ও ভক্তিগীতির জগতে অনেকের কাছেই একটি প্রিয় নাম। ইসলামপুরের ভূমিপুত্র এই তরুণ শিল্পী স্থানীয় তো বটেই, জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তর মিলিয়ে প্রায় ২৫০ ভজন সন্ধ্যায় অংশগ্রহণ করে রীতিমতো অনেকের নজরে। প্রথাগত সংগীতের তালিম না নিয়েও শুধুমাত্র নিজের উপলব্ধি নিয়েই এই ব্যতিক্রমী শিল্পী অনেক শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করেন গভীরভাবে। সংগীতপ্রেমী মানুষকে গান শুনিয়েই তিনি আত্মতৃপ্তি খুঁজে পান। কোনও অনুষ্ঠানে তিনি কোনও পারিশ্রমিক নেন না। নিজের ব্যবসা সামলে নিয়মিত বাড়িতে পরিবারের অন্য সদস্যের সঙ্গে সংগীত অনুশীলন করেন। ভালোবেসে যাঁরা ডাকেন, সেই টানে নীরজ ছুটে যান সেখানেই। এভাবেই সুরে সুরে কত মানুষের সঙ্গে যে তিনি সম্পর্ক জুড়ে দিচ্ছেন সেই হিসেবটা মেলানো তাঁর পক্ষেও অসম্ভব। এক দশকের বেশি সময় ধরে অজস্র শ্রোতার ভালোবাসা কুড়িয়ে চলছেন এই শিল্পী। **–সুশান্ত নন্দী**

### গানে গানে

সুজাতা দে।

ছোটবেলা থেকেই যে কোনও গানের সঙ্গে তাঁর সুর মেলানোর দক্ষতা তুলনাহীন। ছ'বছর বয়সে দীপ্তি রায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতে হাতেখড়ি। সিউড়িতে নিজ বাড়িতে গানের পরিবেশে বড় হওয়া। পরবর্তীতে সুজাতা দে বিবাহসূত্রে কোচবিহার শহরে আসেন। স্বামী ও শাশুড়ি চাইতেন সুজাতা গানের জগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। তাই তাঁরা তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। সুজাতা বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের কাছে ১৫ বছর ধরে শাস্ত্রীয় সংগীত ও রাগপ্রধান তালিম নিচ্ছেন। শিলিগুড়িতে সুবীর অধিকারী ও তৃষিত চৌধুরীর কাছেও সংগীতের তালিম নিচ্ছেন। পণ্ডিত সঞ্জয় চক্রবর্তীর কাছেও সংগীতের তালিম নিয়েছেন। বিভিন্ন চ্যানেলে ও দূরদর্শনের সংগীতশিল্পী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। ডাক পেলেই বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আধুনিক বাংলা গান গাইতেও খুবই ভালোবাসেন। সুজাতা চলচ্চিত্রে নেপথ্য সংগীতশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। **–অপর্ণা গুহ রায়।**

### ছন্দের টানে

সুবীর পাল।

সুবীর পাল শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ির বাসিন্দা। তবলাবাদক হিসেবে যথেষ্টই পরিচিত। রাজ্য যুব উৎসব, তিস্তা-গঙ্গা উৎসব, উত্তরবঙ্গ উৎসব, বাংলা গান উৎসব ছাড়াও বহু জায়গায় তবলা বাজিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখার প্রতি ঝোঁক। সময় পেলেই পাতার পর পাতা জুড়ে কবিতা লিখে চলেন। এক সময় 'সংবর্তিকা', স্কুল-কলেজ ম্যাগাজিন, সুব্রতী সংঘ লাইব্রেরির পলাশ ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে কবিতার মাধুর্য ঢেলে দিয়েছেন। নাটকেও বেশ। নাটক নির্দেশনা ও তাতে অভিনয় করে সকলের মন কেড়েছেন। একসময় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবলার পাশাপাশি সংস্কৃতিসঙ্গে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান। **–শুভজিৎ বোস**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar**
**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

# তবু হারিয়ে যায় না কাগজের নৌকো

আজও বর্ষা আসে। শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও কাগজের নৌকো দেখা সহজ নয়। তবু নৌকো থেকে যায় মনের ভিতর।

পরাগ মিত্র

শালবনের হুল্লোড়ে খালবিল মাতলে আসে মাঝদরিয়ায় পাল উড়াইয়া ছলছলাইয়া নাওয়ের ছলাৎ দিন। একটা বজরা, ময়ূরপঙ্খি, ক্রুজার, ট্রলারের মালিকানার পাশে ডিঙি, শ্যালো'র হকদারি থাকলেও জলজ ইকনমিক্সে ঘ্যামা ব্যাপার। তবুও একটুকরো কাগজকে চার ভাঁজে আঙুলের টানে শঙ্কু গলুইয়ের নৌকা বনানেওয়ালা দিল কা রাজা।

মতিধর চা বাগানের ছয় দশক পুরোনো ফ্ল্যাশব্যাকে শিশুর উচ্ছলতা ছয় ভাইয়ের এক চম্পা শিলিগুড়ির শিখা দেবের। মানকচুর ছাতায় ভাইবোনের কাগজের নৌকো বাইচ কোয়ার্টারের গোড়ালি ডোবা জলে। ছোটজন চোট্টামি করে নিজের নৌকোকে এগোবে। তর্কাতর্কির দোদুলে নৌকো জলেই চিতপটাং।

মোটা জিএসএম-এর খাতা যখন কষ্টকল্পনা, সেলাইয়ের দিস্তা, র‍্যাশনের বঙ্গলিপির পৃষ্ঠাতে নৌবহর। শক্তপোক্তর জন্য ক্যালেন্ডারের দর বেশি। বাবার ডায়েরি, ব্যবসার জাবেদার পৃষ্ঠা তাড়নার অদম্যে নৌকো হলে পরিণামের শপাং সয়েও আবার মাতোয়ারা হওয়া। সমবয়সি প্রতিবেশীরা তখন কম্পিটিটর নয় বন্ধু ছিল, প্লাস্টিকের আকীর্ণতাহীন ড্রেনে এক পুলের নৌকো ভেসে অন্য পুলে পৌঁছালে আকাশছোঁয়ার লাফ। পুকুর, জমা জলে নৌকোর সঙ্গে লেপ্টে থাকত আদিগন্ত কল্পনারাও। কাগজের নৌকোয় নাম, ঠিকানা লেখা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসেও "মিটি মিটি তারা'র নীচে তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি/ তীরে তীরে ফিরে ভাসি"।

শুধুই মধুর খেলা নয়, তন্নিষ্ঠ ভাঁজের প্রথম স্বনির্ভরতার দীক্ষা। অপাপবিদ্ধ আবেগের শৈশব উপচানো ঝাঁপিতে। জীবনভর

সেই সরল অনুসন্ধান ঘুমের ঘোর ঘনালেও। কাঁটাতারের এপারে কোচবিহারের শিল্পী চঞ্চল চক্রবর্তীর কাছে কাগজের নৌকো কল্যাণ ঠাটের ইমনের দ্যোতনা। ওপারের 'জলের গানে' ফিরে পাওয়া হারানো মুখ, বাঙ্ময় হয় জননীর অর্থ।

ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত কবি দামোনোর উপলব্ধিতে নতুন নতুন দেশ ছোঁয়া কাগজের নৌকোই মহাপ্রলয়ের নোয়ার বরাভয়। লেস্তারি সিমাঙ্গুনসংর "পেরাহু কেরতাস' উপন্যাসের কুরি প্রধান চরিত্র। সাহিত্যচর্চা করেই জীবন কাটাতে চায়। বাস্তবতার নিরিখে পারিপার্শ্বিক তার ইচ্ছেয় সম্মতি দেয় না। বিষন্ন কুরি রূপকথা লিখে কাগজের নৌকোয় গুঁজে সাগরে ভাসিয়ে দিত। অ্যাটিউডের 'পেপার বোট' জীবনের সংকলন। চিনির রস থেকে পিঁপড়ের বাঁচার লড়াই, ভিয়েতনামের শিকড় উপড়ে রিফিউজির সংগ্রামের ব্যঞ্জনা থাওয়ের 'পেপার বোট'। বাসের জানলা দিয়ে দেখা অরিগামির নৌকো অ্যালমন্ডের 'মিনা'র বিষণ্ণতার মেঘ কাটানোর প্রেষণা।

আজও বর্ষা আসে। শহর ছাড়িয়ে ছায়ানিবিড় গ্রামেও কাগজের নৌকা সহজ দৃশ্য? আত্মজের মাথায় জল! 'হাঁচি'র হাঁ-তেই হাজির অক্সিমেটাজোলিন হাইড্রোক্লোরাইড, লেভোসেট্রিজিন। কাদামাটির হুল্লোড় রান্নাবাটি, জুতোর বাক্সে পুতুল, কড়ে আম চুরি, মাঞ্জা, মার্বেল ভোকাট্টা। দুরন্ত শৈশব নটে গাছের মতো মিইয়ে এলে কাগজের নৌকা বানানোর ওস্তাদ দাদু-দাদারাও কোটরে গুটিয়ে গেল।

জলকাদা নয়, জীবনে পাশ কাটানোর পাঠে সিঞ্চিত জেনারেশনের বিমোহনে বিটিএস- 'ইয়েস উই আর লিভিং অ্যান্ড ডাইং'। পাড়ার বাইচুং রঘু নয়, আত্মীয়তা ইয়ামানের সঙ্গে। ওদের স্বাভাবিক উষ্মা 'হোয়াট দ্য হেল এই জলে খেলা?'

ঐতিহ্যের উৎপাটন নিয়ে বাঙালি মহাভারত লিখতে পারলেও পিছুটান ন হন্যে। কারেকশন করে কন্যা যতই চিৎকারে বলুক, 'আদরের নয় কাগজের হবে' মধ্য পঞ্চাশের বাবুনবাবু বেসুরে চন্দ্রবিন্দুর গুনগুন 'ভেসে যায় কাগজের নৌকা...'। ২০১৩-র কোম্পানির ২০২৪-এ টার্নওভার ৫৮৫ কোটি টাকা। নস্টালজিয়াই ইউএসপি। ব্র্যান্ড নেম 'পেপার বোট'। মহাবিশ্বে সত্যিই কিছু হারায় না।

*(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭২

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ★ | ৩ | | ৪ |
| | ★ | ★ | | ★ | | ★ | |
| | ★ | ★ | ৫ | | | ৬ | |
| ৭ | ৮ | | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ★ | ★ | ৯ | | ১০ |
| ১১ | | ১২ | | ১৩ | ★ | ★ | |
| | ★ | | ★ | | ★ | ★ | |
| ১৪ | | | ★ | ১৫ | | | |

**পাশাপাশি :** ১। সাহেবের অবিবাহিত আদরের মেয়ে ৩। কয়েকটি পরগণার সমষ্টি ৫। ঝিরঝিরে বৃষ্টি ৭। লুঠ করা বা গায়েব করে দেওয়া ৯। এই দেবতার অন্য নাম কন্দর্পদেব ১১। নীল রঙের একটি ফুলের নাম ১৪। পরিমাণে খুবই অল্প ১৫। রমণীয় বা খুবই সুন্দর।

**উপর-নীচ :** ১। অতিরিক্ত কালো রং ২। মানুষের ক্ষতিসাধনকারী ৩। চোখে ছানি পড়া ৪। জঙ্গলের জ্বালানি কাঠ ৬। চূর্ণ বা গুঁড়ো করা ৮। মাটি থেকে বেশি রস সংগ্রহ করে এই গাছ ১০। জলের জন্য দেয় ট্যাক্স ১১। বিস্মিত বা স্তম্ভিত হওয়া ১২। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইকিশোরী ১৩। শেখানো বা প্রশিক্ষণ দেওয়া।

**সমাধান ■ ৪১৭১**

**পাশাপাশি :** ১। চটকা ৩। মাছি ৫। পাই ৬। মামদো ৮। কাম্যক ১০। অঙ্কুশ ১২। পালকি ১৪। পরি ১৫। রিক্ত ১৬। নফর।

**উপর-নীচ :** ১। চঞ্চরিকা ২। কাপালিক ৪। ছিলিম ৭। দোনা ৯। টোপা ১০। অন্তরিন ১১। শরাধার ১৩। লটারি।

## বিন্দুবিসর্গ

# বিমানে যাত্রীসুরক্ষায় কেন্দ্রের বরাদ্দ নামমাত্র

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২০ জুন :** আহমেদাবাদে দুর্ঘটনার পর থেকে এক সপ্তাহ কেটে গেলেও কীভাবে ওই দুর্ঘটনা ঘটল তা এখনও অজানা। এমতাবস্থায় ভারতে বিমান পরিবহণে যাত্রী সুরক্ষা এবং দুর্ঘটনার তদন্তে যে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে না সেই ব্যাপারে আগেই সরব হয়েছিল সংসদের পরিবহণ, পর্যটন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি। পাশাপাশি ভারতে অসামরিক বিমান পরিবহণ চলাচল যারা নিয়ন্ত্রণ করে সেই ডিজিসিএ সহ একাধিক সংস্থায় বিপুল শূন্যপদ নিয়েও মুখ খুলেছিল কমিটি। এই প্রতিবেদনের জেরে বিপাকে অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক।

২৫ মার্চ রাজ্যসভায় ওই কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। তাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল, দেশে বিমানবন্দর এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাত্রীসংখ্যা বাড়লেও বিমান দুর্ঘটনা আটকানোর মতো পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে না। দুর্ঘটনার তদন্তে উন্নতির জন্যও বাজেটে বরাদ্দ হচ্ছে নামমাত্র। কমিটি জানিয়েছিল, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন বা ডিজিসিএ, এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি বা বিসিএএসের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ডিজিসিএ পেয়েছে ৩০ কোটি, দুর্ঘটনার তদন্তে নিয়োজিত এএআইবি-র জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ২০ কোটি। বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দেখভাল করা বিসিএএস-কে দেওয়া হয়েছে আরও কম, মাত্র ১৫ কোটি টাকা।

কমিটির পর্যবেক্ষণ, দেশে ২০১৪ সালে বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল ৭৪টি। ২০২২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৪৭টি। বর্তমানে এই সংখ্যা ছুঁতে চলেছে ২২০-এ। কিন্তু সেই তুলনায় দুর্ঘটনা তদন্ত ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই নেই। এর পাশাপাশি ওই সংস্থাগুলিতে শূন্যপদ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ডিজিসিএ-তে ৫৩ শতাংশ পদ খালি, বিসিএএস-এ ৩৫ শতাংশ এবং এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় ১৭ শতাংশ শূন্যপদ।

**দুর্ঘটনার আগেই সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে উদ্বেগ**

এদিকে শুক্রবার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য দুবাই, চেন্নাই, দিল্লি, মেলবোর্ন, পুনে, আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ ও মুম্বই রুটে এয়ার ইন্ডিয়ার একাধিক উড়ান বাতিল করা হয়। বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ২৭৯ জনের মধ্যে ডিএনএ নমুনা মিলিয়ে ২২০ জনের মৃতদেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে গুজরাট সরকার জানিয়েছে।

এদিকে এয়ার ইন্ডিয়ার হাতে থাকা বিমানগুলির দশা যে মোটের ওপর খুব একটা ভালো নয় সেটা ডিজিসিএ-এর একটি পুরোনো রিপোর্টে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই রিপোর্টে এয়ার ইন্ডিয়ার হাতে থাকা তিনটি এয়ারবাসের অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। ওই তিনটি এয়ারবাসের সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার সময় পেরিয়ে গেলেও প্রোটোকল ভেঙে সেগুলি বিভিন্ন রুটে ওড়ানো হয়েছিল। তিনটির মধ্যে এ৩২০ বিমান দুবাই। সেটিতে পরীক্ষা করায় এক মাসের বিলম্ব হয়েছিল। এ৩১৯ ঘরোয়া রুটের বিমানের পরীক্ষা করায় তিনমাসের বিলম্ব হয়েছিল। তৃতীয় বিমানটি দু-দিনের বিলম্ব হয়েছিল। ডিজিসিএ রিপোর্টে বলা হয়েছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ অথবা পরীক্ষা ছাড়াই কলকবজা নিয়ে আকাশে উড়েছিল ওই তিনটি বিমান।

# মোদি তোপে আরজেডি-কংগ্রেস

**পাটনা, ২০ জুন :** বিহারে ভোটপ্রচারের দামামা বাজিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত পাঁচ মাসের মধ্যে পঞ্চমবার মগধভূমে এসে বিহারের জন্য কল্পতরু হওয়ার পাশাপাশি বিরোধী আরজেডি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিহারে জঙ্গলরাজ কায়েম, পরিবারতন্ত্র এবং বিআর আম্বেদকরের অপমান করার অভিযোগ শানালেন তিনি। শুক্রবার সিওয়ানে ১০ হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করেন মোদি। তাঁর সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। জাতিগণনা করার কথা ঘোষণা করায় মোদির প্রশংসা করেন তিনি। এর জন্য বিহারের ভোটারদের কৃতজ্ঞতা জানাতেও বলেন নীতীশ। তিনি বলেন, 'জাতিগণনার নির্দেশ দিয়ে কেন্দ্র একটি বিশাল কাজ করেছে। আমি এর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

সম্প্রতি আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে দলিত আইকন বিআর আম্বেদকরকে অপমান করার অভিযোগ উঠেছে। সেই ইস্যুতে নমোর তোপ, 'আরজেডি বাবাসাহেব আম্বেদকরকে অপমান করেছে। যাঁরা সংবিধানের রূপকারের অপমান করেন বিহারের মানুষ তাঁদের কখনও ক্ষমা করবেন না।' বিহারের প্রায় ২০ শতাংশ দলিত ভোটারকে কাছে টানার মরিয়া চেষ্টা করেছেন মোদি। তিনি বলেন, 'আরজেডি ও কংগ্রেস বাবাসাহেব আম্বেদকরের ছবিকে পায়ের তলায় রাখে। কিন্তু মোদি আম্বেদকরকে নিজের হৃদয়ে রাখে। বাবাসাহেবের অপমান করে এই সমস্ত লোকজন নিজেদের বাবাসাহেবের থেকেও বড় বলে দেখানোর চেষ্টা করছেন। বাবাসাহেবের অপমান বিহারের মানুষ কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না।' মোদির হুংকার, 'আমরা সবকা সাথ, সবকা বিকাশের কথা বলি। কিন্তু আরজেডি এবং কংগ্রেস পরিবারকা সাথ, পরিবারকা বিকাশে বিশ্বাসী। যাঁরা বিহারে জঙ্গলরাজ এনেছিলেন, রাজ্যকে লুটেছিলেন আগামী ভোটে তাঁদের একটি ভোটও দেবেন না।' এর জবাবে তেজস্বী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমস্ত নিয়মকানুন এবং মানুষকে বোকা ও বিভ্রান্ত করার রেকর্ড ভেঙে ফেলেছেন।'

মোদির আক্রমণের জবাবে লালু-তেজস্বীও পালটা তোপ দেগেছেন। মোদির সভা শুরুর আগে লালু কটাক্ষ করেন, 'বিহারের স্বার্থে আবহাওয়া সতর্কতা। আজ মিথ্যাচার, অসত্য প্রতিশ্রুতি এবং স্বপ্নের প্রবল বর্ষণ হবে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ঝোড়ো হাওয়াও বইবে। সাবধানে থাকুন।' অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীর সভা মিটতেই সাংবাদিক বৈঠকে তেজস্বী বলেন, 'মোদি বিহারে এলেই সাধারণ মানুষের পকেট থেকে ১০০ কোটি টাকা কেটে নেওয়া হয়। যে লোকোমোটিভ কারখানায় তৈরি রেল ইঞ্জিন বিদেশে যাচ্ছে সেই কারখানা লালুপ্রসাদ যাদবের অবদান। ১১ বছরে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করতে পারেননি।' লালু-পুত্রের তোপ, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমস্ত নিয়মকানুন এবং মানুষকে বোকা ও বিভ্রান্ত করার রেকর্ড ভেঙে ফেলেছেন।'

অক্টোবর-নভেম্বরে ২৪৩ আসন বিশিষ্ট বিহার বিধানসভার ভোট হওয়ার কথা। বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব নীতীশ সরকারের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগে সরব হয়েছেন। এর জবাবে মোদির বক্তব্য, 'আমাদের সরকার সবসময় সবাইকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নে বিশ্বাসী। কিন্তু যাঁরা ক্ষমতালোভী তাঁরা সর্বদা নিজেদের পরিবারকে তুলে ধরতে চান।' হাত এবং লণ্ঠন একসঙ্গে বিহারের গর্ব ধুলোয় মিশিয়েছে। যারা বিহারে জঙ্গলরাজ তৈরি করেছে তারা আবার তাদের পুরোনো কীর্তি পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করছে।' এদিন মোট ২৮টি প্রকল্পের সূচনা করেন মোদি।

**জঙ্গলরাজ, আম্বেদকরের অপমান**

*রোড শো-য়ে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী। মোদির জনসভায় মহিলাদের উচ্ছ্বাস। শুক্রবার সিওয়ানে।*

আরজেডি ও কংগ্রেস বাবাসাহেব আম্বেদকরের ছবিকে পায়ের তলায় রাখে। কিন্তু মোদি আম্বেদকরকে নিজের হৃদয়ে রাখে। বাবাসাহেবের অপমান বিহারের মানুষ কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না।
**নরেন্দ্র মোদি**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমস্ত নিয়মকানুন এবং মানুষকে বোকা ও বিভ্রান্ত করার রেকর্ড ভেঙে ফেলেছেন।
**তেজস্বী যাদব**

## ফের যাত্রা স্থগিত শুভাংশুর

**ফ্লোরিডা, ২০ জুন :** এই নিয়ে সাত বার। মহাকাশ অভিযান ফের পিছিয়ে গেল শুভাংশু শুক্লা ও তাঁর সঙ্গীদের। ২২ জুন (রবিবার) শুভাংশু শুক্লাদের মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁদের মহাকাশযান উৎক্ষেপণের দিন দুই আগেই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের (আইএসএস) তরফে 'অ্যাক্সিয়ম-৪' অভিযান স্থগিতের কথা জানানো হয়েছে। কবে এই অভিযান হবে, তা এখনও স্থির করা হয়নি।

নাসা জানিয়েছে, অ্যাক্সিয়ম স্পেস এবং এলন মাস্কের সংস্থা আপাতত অভিযান পিছিয়ে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন অভিযান পিছোনো হচ্ছে, তারও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বিবৃতিতে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের এভেজদা সার্ভিস মডিউলে মেরামতি হয়েছে। সব আগের মতো ঠিকঠাক চলছে কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য আরও কিছুটা সময় চেয়ে নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা। প্রথমে ২০২৫ সালের ২৯ মে শুভাংশুদের অভিযান শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বারবার পিছিয়ে যায় নানা কারণে।

## ১৬০০ কোটি পাসওয়ার্ড ফাঁস

# আপনার পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত আছে তো?

**নয়াদিল্লি, ২০ জুন :** বড় বিপদের মুখে পড়েছেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা। সম্প্রতি ১৬০০ কোটির বেশি পাসওয়ার্ড অনলাইনে ফাঁস হয়েছে বলে দাবি করেছে সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্থা সাইবারনিউজ ও ফোর্বস-এর রিপোর্ট। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ তথ্য ফাঁসের

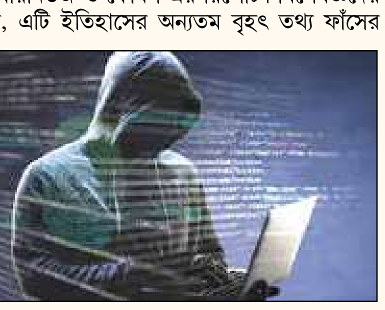

ঘটনা। এর ফলে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

কীভাবে চুরি হল এই তথ্য? রিপোর্ট অনুযায়ী, এইসব তথ্য পুরোনো কোনও সংগ্রহ নয়, বরং বেশিরভাগ পাসওয়ার্ডই নতুন এবং সুনির্দিষ্টভাবে সাজানো। এগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে 'ইনফোস্টিলার' নামে একধরনের ম্যালওয়্যার (কম্পিউটার ভাইরাস) দিয়ে। এই সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর অজান্তে তাঁদের কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন থেকে ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড চুরি করে হ্যাকারদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

ফাঁস হওয়া তথ্যের মধ্যে রয়েছে ই-মেল এবং গুগল, ফেসবুক, টেলিগ্রাম ইত্যাদির মতো সমাজমাধ্যমের লগইন তথ্য, গিটহাবের মতো ডেভেলপার অ্যাকাউন্ট, কিছু সরকারি পোর্টালের ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড ইত্যাদি। তথ্যগুলি এমনভাবে সাজানো যাতে হ্যাকাররা সহজেই যে কোনও অ্যাকাউন্টে ঢুকতে পারে— আগে ওয়েবসাইট লিংক, তারপর ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে। এই বিপদের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হল, খুব সামান্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা টাকাপয়সা থাকলেও যে কেউ ডার্ক ওয়েবে গিয়ে এসব পাসওয়ার্ড কিনে নিতে পারেন। এর ফলে শুধু সাধারণ মানুষই নন, সংস্থা, কোম্পানি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও বিপদে পড়তে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি একটি 'গ্লোবাল সাইবার ক্রাইমের ব্লুপ্রিন্ট'। অর্থাৎ, এর মাধ্যমে ফিশিং (ভুয়ো লিংকে ক্লিক করিয়ে তথ্য চুরি), আইডেন্টিটি থেফ্ট (পরিচয় চুরি), অ্যাকাউন্ট হ্যাক ইত্যাদি নানা ধরনের অপরাধ করার সুযোগ পেয়ে যাবে হ্যাকাররা।

তাহলে করণীয় কী? বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, হ্যাকারদের খপ্পর থেকে বাঁচতে অবিলম্বে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বদলে ফেলতে হবে। নতুন পাসওয়ার্ড এমন কিছু দিন যা চট করে আঁচ করা কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। ইন্টারনেটে সুলভ দু-ধাপের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করুন। এরপর ডার্ক ওয়েব মনিটরিং টুল দিয়ে চেক করুন আপনার তথ্য ফাঁস হয়েছে কি না। প্রতি সপ্তাহে পাসওয়ার্ড পালটাতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়, বলছেন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা।

## জগন্নাথের জন্য ট্রাম্পকে প্রত্যাখ্যান

**ভুবনেশ্বর, ২০ জুন :** প্রভু জগন্নাথের জন্য তিনি নির্দ্বিধায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নৈশভোজের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করতে রাজি সেকথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার ভুবনেশ্বরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ওড়িশা সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখানে মোদি বলেন, 'দু-দিন আগে আমি জি৭ বৈঠকে যোগ দিতে কানাডায় গিয়েছিলাম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমাকে তখন বলেছিলেন, যেহেতু ওয়াশিংটন হয়ে কানাডা যাব তাই আমি যেন ওঁর সঙ্গে নৈশভোজে যোগ দিই। আমি ওঁকে বলি, আপনার আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার মহাপ্রভু জগন্নাথধামে যাওয়া খুব দরকার। তাই আমি বিনীতভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি। আপনাদের ভালোবাসা এবং মহাপ্রভুর প্রতি আস্থা আমাকে এই পবিত্র ভূমিতে নিয়ে এসেছে।' মোহনচরণ মাঝির নেতৃত্বে ওড়িশা সরকার গরিব কল্যাণে নিয়োজিত বলে জানান মোদি। তিনি ১৮৭০০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন।

## পাখির ধাক্কায় যাত্রা বাতিল এআই বিমানের

**নয়াদিল্লি, ২০ জুন :** পাখির ধাক্কায় বিমান যাত্রা বাতিল করতে হল এয়ার ইন্ডিয়াকে। পুনে থেকে দিল্লিগামী সংস্থার একটি নির্ধারিত ফ্লাইট (এআই২৪৭০) বাতিল করতে তারা বাধ্য হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে পুনে পৌঁছোনোর পর বিমান পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়ে এই ঘটনা। যদিও পাখির ধাক্কার জন্য বিমানটিকে নিরাপদে অবতরণ করাতে কোনও অসুবিধা হয়নি বিমানচালকের।

পুনে থেকে আবার দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল বিমানটির। কিন্তু এই ঘটনার জেরে বিমানের ফিরতি যাত্রা বাতিল করে সেটিকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে বলে এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে।

১২ জুন আহমেদাবাদে এআই বিমান ভেঙে পড়ার পর ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (ডিজিসিএ) এয়ার ইন্ডিয়ার সমস্ত বোয়িং ৭৮৭ বিমান নিয়ে সুরক্ষা পর্যালোচনা শুরু করেছে।

এখনও পর্যন্ত ৩৩টির মধ্যে ২৪টি বিমান পরীক্ষা করা হয়েছে। এর ফলে নিয়মিত বহু ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়াকে।

# আকাশপথে বিশেষ ছাড় ভারতকে

**তেহরান ও নয়াদিল্লি, ২০ জুন :** ইজরায়েল-ইরান সংঘাতের মধ্যে আটকে পড়া ভারতীয় পড়ুয়াদের নিরাপদে ফেরাতে বিশেষ উদ্যোগ নিল ইরান। নিজেদের জাতীয় বিমান সংস্থা 'মহান এয়ার'-এর মাধ্যমে তিনটি বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করেছে তারা। আকাশসীমা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভারতীয় পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

নয়াদিল্লিতে ইরানি দূতাবাসের উপপ্রধান জাভেদ হোসেইনি জানান, 'ভারতীয়দের প্রথমে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপর তাঁদের দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহান এয়ারের তিনটি বিমানে পর্যায়ক্রমে দেশে ফিরবেন তাঁরা।'

এই পুরো উদ্ধার অভিযান 'অপারেশন সিন্ধু'-র অংশ, যা পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত-আক্রান্ত অঞ্চল থেকে ভারতীয়দের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য বিদেশমন্ত্রক চালু করেছে।

ইরানে বর্তমানে প্রায় ১০,০০০ ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই পড়ুয়া। ইতিমধ্যে এক হাজার জনকে নিরাপদ জায়গায় সরানো হয়েছে। এর আগে, ১৭ জুন উত্তর ইরান থেকে ১১০ জন পড়ুয়া ভারতীয় দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে আর্মেনিয়ায় পৌঁছে যান। সেখান থেকে তাঁরা বিশেষ বিমানে যাত্রা করে ১৯ জুন ভোরে দিল্লি পৌঁছোন।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানিয়েছেন, ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্ধার কাজ চালানো হয়েছে। বিদেশমন্ত্রক

**যুদ্ধের আবহে অন্য ইরান**

বিবৃতি দিয়ে বলেছে, 'বিদেশে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষাই সরকারের অগ্রাধিকার। পরিস্থিতির ওপর আমরা সবসময় নজর রাখছি এবং প্রয়োজনীয় সব সহায়তা দিচ্ছি।'

খুব শীঘ্রই আরও এক হাজার পড়ুয়াকে ফেরানোর পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের। পাশাপাশি তুর্কমেনিস্তানে থাকা ৫৬ জন ভারতীয় পড়ুয়াকেও ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশেষ বিমানটি সৌদি আরবের জেড্ডা হয়ে আগামীকাল (২১ জুন) ভোর ৩টায় ভারতে এসে পৌঁছোবে। পড়ুয়ারা মূলত উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, দিল্লি ও রাজস্থানের বাসিন্দা।

## কানাডায় মৃত্যু ভারতীয় ছাত্রীর

**অটোয়া, ২০ জুন :** ফের কানাডায় ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু। নাম তানিয়া ত্যাগী। উত্তর-পূর্ব দিল্লির বাসিন্দা তানিয়া ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খাদ্য সুরক্ষা ও গুণমান বিষয়ে স্নাতকোত্তর করছিলেন। ভ্যাঙ্কুভারে ভারতের কনসুলেট জেনারেল তানিয়ার মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন। শোকপ্রকাশ করে কানাডার ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।

*ইজরায়েলের রেহভটে ইরানি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স। দেখতে হাজির প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।*

## চড়ল বাজার

**মুম্বই, ২০ জুন :** ইজরায়েল-ইরান সংঘাতে কয়েকদিন ধরে বাজার নিম্নমুখী ছিল। কিন্তু সপ্তাহের শেষদিনে চাঙ্গা ভারতীয় শেয়ার বাজার। শুক্রবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে উঠতে শুরু করে বিএসই সেনসেক্স ও নিফটি। বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্স ছিল ৮২,৪০৮ পয়েন্টে। বৃহস্পতিবারের চেয়ে ১,০৪৬ পয়েন্ট ওপরে। উত্থানের হার ১.২৯ শতাংশ। ৩১৯ পয়েন্ট উঠে ২৫,১১২ পয়েন্টে দৌড় শেষ করেছে নিফটি।

## অভিজিতের জন্য বিশেষ দল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ জুন :** নেক্রোটাইজিং প্যানক্রিয়াটাইটিসে আক্রান্ত তৃণমূল সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে স্থানান্তর করা হয়েছে দিল্লির এইমস-এর আইসিসিইউ-তে (ইন্টেন্সিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট)। তাঁর চিকিৎসার জন্য তৈরি করা হয়েছে একাধিক শাখার অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি সমন্বিত মেডিকেল বোর্ড।

জানা গিয়েছে, কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে যেসব চিকিৎসা হয়েছে, তার সমস্ত নথি ও রিপোর্ট ইতিমধ্যেই এইমস-এর মেডিসিন ও গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখানে সাংসদের শারীরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ভুগছেন নেক্রোটাইজিং প্যানক্রিয়াটাইটিসে। যা তীব্র প্যানক্রিয়াটাইটিসের একটি জটিল ও প্রাণঘাতী রূপ।

এই অবস্থায় অগ্ন্যাশয়ে তীব্র প্রদাহের ফলে রক্ত প্রবাহ ব্যাহত হয় এবং টিস্যুর মৃত্যু (নেক্রোসিস) ঘটে। ফলে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে এবং একাধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, দ্রুত ও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা শুরু করা না গেলে এই অসুখ প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

# ছেলের পাত্রীকে বিয়ে বাবার

**লখনউ, ২০ জুন :** ছেলের জন্য পাত্রী পছন্দ করতে গিয়ে মনে ধরে গেল শ্বশুরের। আর কী। মন মজে যাওয়ায় লাজ-লজ্জা ভুলে ছয় সন্তানের বাবা শাকিল হবু বউমাকে নিজেই বিয়ে করে ফেললেন। মাথায় হাত শাশুড়ির। উত্তরপ্রদেশের রামপুরের ঘটনা।

ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে পাত্রীর বাড়িতে যাতায়াত বেড়ে গিয়েছিল পাত্রের বাবা শাকিলের। কথায় বলে মন না মতি। হামেশাই যাতায়াতে হবু পুত্রবধূর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁকে একেবারে নিজের করে পেতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। মাথায় ফন্দি আঁটেন। ডাক্তার দেখানোর অছিলায় বাড়ি থেকে হবু বউমাকে নিয়ে চম্পট দেন।

শাকিলের স্ত্রী শাবানা জানিয়েছেন, দিন দুই তাঁদের খোঁজ ছিল না। তারপর রামপুরের বাড়িতে ফেরেন নিকাহ করে। ছেলের অভিযোগ, পাত্রীকে দেখে বাবা এতটাই মজেছিলেন যে, প্রায়ই ভিডিও কলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। বাবা বিয়ের জন্য নগদ দু'লক্ষ টাকা ও ১৭ গ্রাম সোনা বাড়ি থেকে নিয়ে যান। নিকাহ করে নয়া বিবিকে নিয়ে শাকিল বাড়িতে ফেরার পর হুলুস্থুল বেধে যায় বাড়িতে। হাতাহাতির পরিস্থিতি হয়। পাড়া-প্রতিবেশীরা সমস্যা সমাধানে পঞ্চায়েত ডাকেন।

পঞ্চায়েত শাকিল ও তাঁর নতুন স্ত্রীকে গ্রাম থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়। নব পরিণীতাকে নিয়ে শাকিল তা মেনে নিয়েছেন। থাকেন অন্যত্র।

এপ্রিলে প্রায় এমনই ঘটনা ঘটেছিল যোগীরাজ্যে। সেই সময় হবু শাশুড়ি সোনাদানা ও নগদ কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে হবু জামাইয়ের সঙ্গে চম্পট দিয়েছিলেন।

## স্পিকারের দ্বারস্থ সুকান্ত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ জুন :** বজবজে কনভয় ঘেরাও এবং হামলার অভিযোগে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠি লিখলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। চিঠিতে তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে বিশেষাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সুকান্ত লিখেছেন, 'এই হামলা শুধু আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেনি বরং একজন সংসদ সদস্যের সাংবিধানিক অধিকার ও মর্যাদাকে আঘাত করেছে। এটা সংসদেরও অপমান।'

তিনি লিখেছেন, '১৯ জুন আমি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজের হালদারপাড়ায় রাজনৈতিক হিংসায় আহত এক বিজেপি কর্মীর খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার কনভয় ঘিরে ধরে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা হামলা চালায়।' সুকান্ত জানিয়েছেন, তাঁর কনভয়ের দিকে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয়, জুতো ছোড়া হয়, গালিগালাজ-কটূক্তি করা হয়। ভাঙচুর করা হয় গাড়ি। গুরুতর আহত হন তাঁর সঙ্গীরা। স্থানীয় মহিলাদের একাংশ 'চোর চোর' স্লোগান দেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে চটি ছোড়েন বলে অভিযোগ।

তিনি জানান, হামলার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী। তিনি কোনও ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেননি। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল, কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি। লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে তাঁর আবেদন, এই ঘটনায় বিশেষাধিকার লঙ্ঘন ও সংসদের অবমাননার দায়ে প্রিভিলেজ কমিটি যেন তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিছুদিন আগে বজবজে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে একাধিক বিজেপি কর্মী জখম হন।

# ৩ বছর আগেই ধরা পড়বে ক্যানসার

**বাল্টিমোর, ২০ জুন :** ধরা যাক, শরীরে কোনও ব্যথা নেই, কোনও উপসর্গ নেই। আপনি নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করাচ্ছেন, আর তাতেই ধরা পড়ল—আপনার শরীরে ক্যানসার গজাতে শুরু করেছে। সেটাও আজ-কাল নয়, বরং রোগটা তিন বছর পর ধরা পড়ত, যদি না এই পরীক্ষাটা হত।

এটাই এখন গবেষকদের সামনে এক বাস্তব সম্ভাবনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এমন এক পরীক্ষামূলক রক্ত পরীক্ষার পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছেন, যা ক্যানসার ধরা পড়ার অন্তত তিন বছর আগেই ইঙ্গিত দিতে পারে শরীরে মারণ রোগের উপস্থিতি। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত ক্যানসার ডিসকভারি জার্নালে।

গবেষকরা এই তথ্য পেয়েছেন 'অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস রিস্ক ইন কমিউনিটিজ' (এআরআইসি) নামে দীর্ঘমেয়াদি এক স্বাস্থ্য-সমীক্ষা করতে গিয়ে। মূলত হৃদরোগ, স্ট্রোক ইত্যাদি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ চলছিল। সেখানকার ৫২ জন অংশগ্রহণকারীর রক্তের নমুনা বিশ্লেষণ করেন গবেষকরা। যার মধ্যে ২৬ জনের পরবর্তী ছ'মাসের মধ্যে ক্যানসার ধরা পড়ে, আর বাকি ২৬ জন ছিলেন সুস্থ। ৮ জনের শরীরে 'মাল্টি-ক্যানসার আর্লি ডিটেকশন' (এমসিইডি) নামে এক পরীক্ষায় ক্যানসারের উপস্থিতির সংকেত পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৬ জনের আরও আগের রক্তের নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়, যা সংগ্রহ করা হয়েছিল তাদের ক্যানসার ধরা পড়ার তিন বছর আগেই।

চমকপ্রদভাবে এই ছয়জনের মধ্যে চারজনের রক্তে তখনই পাওয়া যায় টিউমার-জাতীয় ডিএনএ-র চিহ্ন। অর্থাৎ, রোগটি তখনও শরীরে ছিল, কিন্তু ধরা পড়েনি কোনও চিকিৎসকের চোখে কিংবা রোগ নির্ণয় পদ্ধতিতে।

গবেষণার প্রধান লেখক ইউক্সুয়ান ওয়াং বলছেন, 'এমন আবিষ্কার আমাদের আশা জোগায়। আগেভাগে রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসায় অনেক বেশি সাফল্য পাওয়া যায়।' তিনি আরও জানান, 'যদি রোগ তিন বছর আগে ধরা যেত, তাহলে হয়তো অস্ত্রোপচারেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতেন তাঁরা।'

জন্স হপকিন্সের অঙ্কোলজি বিভাগের আরেক অধ্যাপক নিকোলাস পাপাডোপুলাসের কথায়, 'এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন পরীক্ষাকে নির্ভরযোগ্য ও সহজলভ্য করে তোলা। এতে লাখো মানুষের জীবন বাঁচতে পারে।'

# যে জিন আছে মাঝখানে

শরীর ও মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনুভব করেন ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী মানুষরা। তাঁদের মস্তিষ্ক বলে তাঁরা এক লিঙ্গের, কিন্তু শরীর বলে অন্য লিঙ্গের। বিজ্ঞানীরা বলছেন, রূপান্তরকামীদের মস্তিষ্ক ও শরীরের অমিলের কারণ জিনের ভিন্নতা। সাম্প্রতিক গবেষণায় ট্রান্সজেন্ডারদের মস্তিষ্কে 'ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর পাথওয়ে-তে এমন কিছু পার্থক্য মিলেছে, যা তাঁদের লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে জৈবিক শরীরের দ্বৈততার ব্যাখ্যা দিতে পারে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করলেন

**সুদীপ মৈত্র**

'বাইনারি' নিয়ে মানুষের মনে হয় পক্ষপাত আছে। হয় এটা নয়তো ওটা, হয় সাদা নয়তো কালো, রাম অথবা রাবণ, ভালো অথবা খারাপ, মুদ্রার এপিঠ অথবা ওপিঠ। যে কোনও একটা পক্ষ নিতে পারলেই আর গোলমাল থাকে না। ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু এই দ্বৈততার মাঝামাঝিও যে এক বা একাধিক বিষয় থাকতে পারে, তা ক'জন ভাবেন!

মানুষের জৈব বৈশিষ্ট্য নিয়েও ভাবনাটা কিছুতেই এই বাইনারির বাইরে বেরোতে পারে না। হয় নারী, না হলে পুরুষ। তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম লিঙ্গের কথা যেন ভাবাই যায় না। বিজ্ঞানের গবেষণা কিংবা আদালতের বিচার-বিশ্লেষণ যৌনতার ওই মাঝখানটাতে বারেবারে আলো ফেললেও ভবি ভোলে না কিছুতেই। তারা ভিন্ন যৌনতা কিংবা তৃতীয় লিঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে কখনও 'বিকার' কখনও 'ফ্যাশন' খুঁজে পায়। কিন্তু তা-ই বলে বিজ্ঞান তো থেমে থাকতে পারে না।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণা আবারও অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ-- রূপান্তরকামিতার জৈব বাস্তবতা— নিয়ে কাটাছেঁড়া করেছে। তাতে বলা হয়েছে, রূপান্তরকামী মানুষদের মস্তিষ্ক এক কথা বলে, আবার তাদের শরীর যে বলে অন্য কথা, এই অমিলের কারণ জিনের ভিন্নতা।

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিরা যে অসংগতি অনুভব করেন—যেখানে তাঁদের মস্তিষ্ক একটি লিঙ্গ নির্দেশ করে, কিন্তু শরীর অন্যটি—তার জৈবিক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মস্তিষ্কের ইস্ট্রোজেন গ্রহণের পথে জিনের কিছু ভিন্নতা এই অমিলের কারণ হতে পারে।

'মেডিকেল কলেজ অব জর্জিয়া'র বিজ্ঞানীরা ৩০ জন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির মস্তিষ্কের 'ইস্ট্রোজেন সংক্রান্ত পথ বা প্রক্রিয়া' (ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর পাথওয়েজ) পরীক্ষা করে এই তথ্য পেয়েছেন। এটা এমন একটা রাস্তা বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ইস্ট্রোজেন হরমোন মস্তিষ্কে বা শরীরে প্রভাব ফেলে। এই পথের মাধ্যমে ইস্ট্রোজেন মস্তিষ্কে লিঙ্গ পরিচয়, আচরণ, আবেগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে। গবেষণাটি 'সায়েন্টিফিক রিপোর্টস' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

## কী মিলল গবেষণায়

গবেষকরা ১৯টি জিনে ২১টি ভিন্নতা চিহ্নিত করেছেন, যেগুলি মস্তিষ্কের এমন পথের সঙ্গে জড়িত যা নির্ধারণ করে মস্তিষ্ক পুরুষালি বা নারীসুলভ হবে। গবেষণার অন্যতম লেখক এবং গাইনিকলজিস্ট জে গ্রাহাম থিসেন বলেন, 'এই জিনগুলি মূলত ইস্ট্রোজেনের সঙ্গে কাজ করে, যা জন্মের ঠিক আগে বা পরে মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে এবং মস্তিষ্কের পুরুষালি বৈশিষ্ট্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ।'

অদ্ভুত শোনালেও, 'নারী হরমোন' বলে পরিচিত ইস্ট্রোজেন মস্তিষ্ককে পুরুষালি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষকদের মতে, এই জিনের ভিন্নতার কারণে জন্মের সময় পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত (নেটাল মেল) ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে ইস্ট্রোজেনের প্রভাব ঠিকমতো কাজ নাও করতে পারে। ফলে মস্তিষ্ক পুরুষালি না হয়ে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়।

অন্যদিকে জন্মের সময় নারী হিসাবে চিহ্নিত (নেটাল ফিমেল) যে ব্যক্তিরা, তাঁদের ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাব এমন 'অসময়ে' পড়ে যখন সাধারণত পড়ার কথা নয়। এতে তাঁদের মস্তিষ্কে পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়। এই দুই অবস্থাই শরীর ও মস্তিষ্কের মধ্যে অমিল তৈরি করতে পারে, যাকে বলা হয় 'জেন্ডার ডিসফোরিয়া'।

## জেন্ডার ডিসফোরিয়া কী

জেন্ডার ডিসফোরিয়া হল এমন মানসিক অস্বস্তি, যখন কারও ভিতরের লিঙ্গ পরিচয় তাদের শারীরিক লিঙ্গের সঙ্গে মেলে না। থিসেনের কথায়, 'তাঁরা এই অস্বস্তি অনুভব করেন, কারণ তাঁদের মন যে লিঙ্গ অনুভব করেন, তা তাঁদের শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একবার মস্তিষ্ক 'পুরুষ' বা 'নারী' হিসাবে গঠিত হয়ে গেলে, তা আর বদলানো যায় না। হরমোন চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের লক্ষ্য হল শরীরকে মস্তিষ্কের সঙ্গে মেলানো।'

## গবেষণা কীভাবে হল

গবেষকরা ১৩ জন ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ (জন্মের সময় নারী, পরে পুরুষ হিসাবে রূপান্তরিত) এবং ১৭ জন ট্রান্সজেন্ডার নারীর (জন্মের সময় পুরুষ, পরে নারী হিসাবে রূপান্তরিত) ডিএনএ পরীক্ষা করেন। ইয়েল সেন্টার ফর জিনোম অ্যানালিসিস-এ পুরো এক্সোম সিকোয়েন্সিং (এক ধরনের জেনেটিক পরীক্ষাপদ্ধতি) করা হয়, যা জিনের প্রোটিন তৈরির অংশগুলি বিশ্লেষণ করে। ফলাফল যাচাইয়ের জন্য স্যাঙ্গার সিকোয়েন্সিং নামে আরেকটি পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। এইসব পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা দেখেন, এই জিনের ভিন্নতাগুলি ৮৮ জন নন-ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির ডিএনএতে ছিল না। এমনকি বড় ডিএনএ ডেটাবেসেও এগুলি খুব কম বা অনুপস্থিত ছিল।

## গবেষণার গুরুত্ব

গবেষণাপত্রের আরেক লেখক এবং প্রজনন এন্ডোক্রিনোলজিস্ট লরেন্স সি লেম্যান বলেন, 'এই পথগুলি মস্তিষ্কের এমন অংশের সঙ্গে জড়িত, যেখানে নিউরনের সংখ্যা এবং তাদের সংযোগ পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সাধারণত ভিন্ন হয়।' তাঁর বক্তব্য, 'আমরা জানি, জন্মের পরেও মস্তিষ্কের বিকাশ চলতে থাকে। এই সময়ে ইস্ট্রোজেনের প্রভাবের জন্য এই পথ এবং রিসেপ্টরগুলি তৈরি থাকা জরুরি।'

লেম্যানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে থিসেন বলেন, 'এটি প্রথম গবেষণা যা, জেন্ডার পরিচয় বোঝার জন্য লিঙ্গ-নির্দিষ্ট মস্তিষ্কের বিকাশের কাঠামো তৈরি করেছে। আমরা বলছি, এই পথগুলি অনুসন্ধান করাই আগামী দিনে জেন্ডার ডিসফোরিয়ার জিনগত কারণ খুঁজে বের করার পথ প্রশস্ত করবে।'

## গবেষণার ফল কি নিশ্চিত

গবেষকরা সতর্ক করে বলেছেন, এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে এই জিনের ভিন্নতাগুলিই জেন্ডার ডিসফোরিয়ার কারণ। তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এগুলি মস্তিষ্কে হরমোনের ভূমিকা এবং ইস্ট্রোজেনের প্রভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁরা ইতিমধ্যে আরও বেশি ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির ডিএনএ নিয়ে এই পথগুলি আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করছেন।

## ট্রান্সজেন্ডারের বাস্তবতা

জেন্ডার ডিসফোরিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা বৈষম্য, হয়রানি, বিষণ্ণতা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার ঝুঁকির মুখে থাকেন। প্রায় ০.৫ থেকে ১.৪ শতাংশ জন্মের সময় পুরুষ এবং ০.২ থেকে ০.৩ শতাংশ জন্মের সময় নারী— এই অবস্থার সম্মুখীন হন। 'অভিন্ন যমজ'দের ক্ষেত্রে এই অবস্থা একসঙ্গে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এই গবেষণা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, জেন্ডার ডিসফোরিয়ার পিছনে জৈবিক কারণ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। লেম্যান দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের রোগভোগের চিকিৎসা করছেন। তাঁর দাবি, 'আমরা মনে করি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জেন্ডার ডিসফোরিয়ার এক বা একাধিক জৈবিক উপাদান রয়েছে।'

## কেন গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ

এই গবেষণার ফল ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের অভিজ্ঞতাকে আরও ভালোভাবে বোঝার পথ খুলে দেয়। এটি জেন্ডার ডিসফোরিয়াকে শুধু মানসিক বা সামাজিক সমস্যা হিসেবে না দেখে বোঝার চেষ্টা করে জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ভবিষ্যতে এই ধরনের গবেষণা চিকিৎসা, সামাজিক সচেতনতা এবং ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের জীবনযাপনকে আরও উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ করতে সাহায্য করতে পারে।

---

দাবি ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিক্কু মধুসূদনের

# ১২০ আলোকবর্ষ দূরের গ্রহে প্রাণের ইঙ্গিত

ডাইমিথাইল সালফাইড গ্যাস শনাক্ত হওয়ায় আশার আলো। তবে আরও গবেষণা প্রয়োজন, বলছেন কেমব্রিজের বিজ্ঞানীরা

বহুদিন ধরেই মানুষ প্রশ্ন করে এসেছে, 'আমরা কি এই মহাবিশ্বে একা?' সেই প্রশ্নের উত্তরে এবার এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ নিক্কু মধুসূদন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপকের নেতৃত্বাধীন বিজ্ঞানীরা এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে এমন এক রাসায়নিক উপাদান খুঁজে পেয়েছেন, যা পৃথিবীতে একমাত্র জীবিত প্রাণীর মাধ্যমেই তৈরি হয়। তবে কি ওই গ্রহেও প্রাণ আছে?

বৃহস্পতির চেয়ে কিছুটা ছোট, অথচ পৃথিবীর চেয়ে বহুগুণ বড় এই গ্রহের নাম কে২-১৮বি (K2-18b)। এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ১২০ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। দূরের ওই গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে পাওয়া গিয়েছে ডাইমিথাইল সালফাইড (ডিএমএস) নামের এক যৌগিক পদার্থ, যা পৃথিবীতে শুধুমাত্র সামুদ্রিক শৈবাল ও অনুরূপ জীবিত প্রাণী থেকে নিঃসৃত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, এই উপাদানটির উপস্থিতি যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, তবে তা হতে পারে প্রাণের অস্তিত্বের সবচেয়ে জোরাল ইঙ্গিত।

## এক বিপ্লবী মুহূর্ত

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডঃ নিক্কু মধুসূদন জানিয়েছেন, "কে২-১৮বি-র মতো এমন একটি গ্রহে প্রথমবারের মতো সম্ভাব্য প্রাণচিহ্নের দেখা মিলল, যা বাসযোগ্য বলেও ধারণা করা হচ্ছে। তবে সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে এমন ঘোষণা করার সময় এখনও আসেনি।"

## নতুন সম্ভাবনা হাইসিয়ান গ্রহ

কে২-১৮বি একটি সাব-নেপচুন গ্রহ—যা পৃথিবীর চেয়ে বড় কিন্তু নেপচুনের চেয়ে ছোট। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এর পিঠের দিকে রয়েছে উষ্ণ মহাসাগর এবং ঘন হাইড্রোজেন ও মিথেন সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল। এ ধরনের গ্রহকে তারা 'হাইসিয়ান' নাম দিয়েছেন, 'হাইড্রোজেন' এবং 'ওসিয়ান' শব্দ দুটি মিলিয়ে।

## বদলের কান্ডারি জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ

২০২১ সালে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এর মাধ্যমে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের রসায়ন বিশ্লেষণ করা হয়। এতে পাওয়া যায় ডিএমএস ছাড়াও ডাইমিথাইল ডাইসালফাইড নামের একটি একই ধরনের উপাদান। বিজ্ঞানীরা শুরুতে বিশ্বাসই করতে পারেননি যে এই সংকেত সত্যি হতে পারে। বহুবার যাচাইয়ের পরও সংকেত মুছে যায়নি।

## তবু থাকে প্রশ্ন

তবে সব গবেষকই একমত নন। কেউ কেউ বলছেন, কে২-১৮বি হয়তো একটি বিশাল পাথুরে গ্রহ, যার গায়ে রয়েছে উত্তপ্ত ম্যাগমার সমুদ্র এবং একটি পুরু হাইড্রোজেন বায়ুমণ্ডল—যা জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এছাড়া ল্যাবরেটরিতে হাইসিয়ান পরিবেশ তৈরি করে সেখানে ডিএমএস-এর আচরণ কেমন হয়, সেটিও পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

তবে এখনই 'পেয়েছি পেয়েছি, ভিনগ্রহের প্রাণী!' বলে চিৎকার করছেন না কেউ। বরং ধৈর্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ চলছে। 'এটা শুধু একটা ইঙ্গিত, নিশ্চিত প্রমাণ নয়', বলছেন জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যানেটারি বিজ্ঞানী স্টিফেন শ্মিড।

### কে এই নিক্কু মধুসূদন

নিক্কু মধুসূদন বর্তমানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমির অধ্যাপক এবং 'হাইসিয়ান টিম'-এর মুখ্য গবেষক। তাঁর কাজের প্রধান ক্ষেত্র হল বহির্জাগতিক গ্রহ (এক্সোপ্ল্যানেট)–বিশেষ করে তাদের গঠন, বায়ুমণ্ডল, জীবনের উপযোগিতা এবং সম্ভাব্য প্রাণচিহ্ন (বায়োসিগনেচার) অনুসন্ধান।

মধুসূদনের জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা ভারতে। তিনি বারাণসীর আইআইটি (বিএইচইউ) থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক (বিটেক) শেষ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দেন মার্কিন মুলুকে। বিখ্যাত এমআইটি থেকে মাস্টার্স এবং পিএইচডি করেন, যেখানে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রহবিজ্ঞানী সারা সিগার। তাঁর ২০০৯ সালের ডক্টরাল থিসিস ছিল বহির্জাগতিক গ্রহের বায়ুমণ্ডলের বিশ্লেষণভিত্তিক। এবিষয়ে তিনি এখন অন্যতম পথিকৃৎ গবেষকও বটে। সাম্প্রতিক আবিষ্কার নিয়ে তিনি বলেন, 'এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধান, তবে এখনই বলা যাচ্ছে না যে সেখানে প্রাণ রয়েছে।'

## বিজ্ঞানীদের আশা ও দুশ্চিন্তা

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা'র আগামী দিনের গবেষণা অনেকটাই নির্ভর করছে বাজেট বরাদ্দের ওপর। আমেরিকান রাজনীতির হস্তক্ষেপে যদি মহাকাশ গবেষণার অর্থ বন্ধ হয়ে যায়, তবে এই সন্ধান থেমে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন একাধিক বিজ্ঞানী।

---

# বিয়ে করলে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়ে!

# দিল্লি কা লাড্ডু

বিশ্বাস করবেন কি যদি বলি, চিরকুমার থাকলে কিংবা সাতপাকে বাঁধা পড়ার পর বিয়ে ভাঙলে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমতে পারে? ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির নেতৃত্বে একটি নতুন গবেষণা এমনই চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছে।

এই গবেষণা বলছে, যারা বিয়ে করেনি, তাদের ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

আশ্চর্যজনকভাবে এর আগের একটি গবেষণা ঠিক উলটো কথা বলেছিল! ২০১৯ সালে আমেরিকায় করা এক গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিতদের ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কম। সাধারণত মনে করা হয়, বিবাহিত মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। তাদের হৃদরোগ বা স্ট্রোকের ঝুঁকি হয় এবং বেশি দিন বাঁচে। তাহলে নতুন গবেষণায় কেন এমন ফলাফল এল? আসুন, বিষয়টি একটু খোলাসা করি।

## গবেষণায় কী পাওয়া গেল

গবেষকরা ২৪,০০০ আমেরিকান নাগরিকের তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন, গবেষণার শুরুতে যাঁদের ডিমেনশিয়া ছিল না। তাঁদের ১৮ বছর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়। গবেষকরা চারটি দলের মধ্যে ডিমেনশিয়ার হার তুলনা করেছেন: বিবাহিত, বিবাহবিচ্ছিন্ন, বিধবা/বিপত্নীক এবং যাঁরা কখনও বিয়ে করেননি।

প্রথমে মনে হয়েছিল, বিবাহিতদের তুলনায় বাকি তিন দলের ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কম। কিন্তু ধূমপান, বিষণ্ণতার মতো অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করার পর দেখা গেল, শুধু বিবাহবিচ্ছিন্ন এবং যাঁরা বিয়ে করেননি, তাঁদের ঝুঁকি কম। বিধবা/বিপত্নীকদের ক্ষেত্রে তেমন ইতিবাচক ফল মেলেনি।

ডিমেনশিয়ার ধরনের ওপরেও ফলাফল ভিন্ন ছিল। যেমন, অবিবাহিতদের আলঝাইমার্স রোগে (ডিমেনশিয়ার সবচেয়ে সাধারণ ধরন) আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম, কিন্তু ভাসকুলার ডিমেনশিয়ার (যা তুলনায় কম দেখা যায়) ক্ষেত্রে এমন কোনও পার্থক্য পাওয়া যায়নি।

এছাড়া বিবাহবিচ্ছিন্ন এবং অবিবাহিতদের মৃদু জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা (মাইল্ড কগনিটিভ ইমপেয়ারমেন্ট) থেকে পুরোদস্তুর ডিমেনশিয়ায় রূপান্তরের সম্ভাবনা কম। যাঁরা গবেষণার সময় বিধবা বা বিপত্নীক হয়েছেন, তাঁদেরও ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কিছুটা কম ছিল।

## কেন এমন ফলাফল

এই অপ্রত্যাশিত ফলাফলের একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে, বিবাহিতদের সঙ্গী তাড়াতাড়ি তাঁদের স্মৃতিশক্তির সমস্যা লক্ষ্য করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ফলে বিবাহিতদের মধ্যে ডিমেনশিয়া বেশি ধরা পড়ে, যদিও প্রকৃত ঝুঁকি বেশি নাও হতে পারে। এটাকে বলে 'অ্যাসারটেইনমেন্ট বায়াস', অর্থাৎ তথ্যের এমন বিকৃতি, যেখানে কিছু মানুষের রোগ বেশি ধরা পড়ে। তবে এই তত্ত্বের পক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কারণ ডিমেনশিয়ার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই ডাক্তারের কাছে ছুটতেন গবেষণার সব অংশগ্রহণকারী।

আরেকটি সম্ভাবনা হল, গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনা (ন্যাশনাল আলঝাইমার্স কো-অর্ডিনেটিং সেন্টার থেকে প্রাপ্ত) পুরো জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নাও করতে পারে। এই নমুনায় জাতিগত এবং আর্থিক বৈচিত্র্য কম ছিল এবং ৬৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ছিলেন বিবাহিত। ফলে এই ফলাফল সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

তবে সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল, বিয়ে, বিচ্ছেদ বা অবিবাহিত থাকার মতো সম্পর্কের গতিশীলতা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের ওপর খুব জটিল প্রভাব ফেলে। আগের ধারণা যে বিবাহিতরা ডিমেনশিয়া থেকে বেশি সুরক্ষিত বা বিবাহবিচ্ছিন্ন ও বিধবা হওয়া খুব চাপের এবং আলঝাইমার্সের কারণ হতে পারে, তা সবসময় ঠিক নাও হতে পারে।

## সম্পর্কের জটিলতা

এই গবেষণার সারমর্ম এটাই যে, সম্পর্কের ব্যাপারগুলি জটিল। শুধু বিয়ে হয়েছে না হয়নি, তা দিয়ে সব কিছু বোঝা যায় না। কারও দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল কি না, বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসর পর মানসিক অবস্থা কেমন, সমাজ বা সংস্কৃতির প্রভাব, কিংবা একা থাকা মানুষটা কতটা মিশুকে—এসব মিলিয়ে এই ভিন্ন ভিন্ন ফলাফলগুলি বোঝা যেতে পারে।

তবে এই গবেষণা আমাদের চিরাচরিত ধারণাকে নাড়া দেয় এবং মনে করিয়ে দেয়, ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি নির্ভর করে অনেক জটিল বিষয়ের ওপর। ভবিষ্যতে আরও গবেষণা এই বিষয়ে আরও স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে।

### ডিমেনশিয়া কী

ডিমেনশিয়া হল মস্তিষ্কের এক ধরনের রোগ, যাতে স্মৃতি, চিন্তাশক্তি, আচরণ এবং দৈনন্দিন কাজের দক্ষতা ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। এটি নিজে কোনও একক রোগ নয়, বরং একগুচ্ছ উপসর্গের সমষ্টি, যার পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। অ্যালজাইমার্স রোগ ডিমেনশিয়ার সবচেয়ে সাধারণ কারণ। সাধারণত বয়স্কদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়।

# শহিদ স্মরণ

**বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে অসমের শিলচরে আন্দোলন চলছিল। শিলচর রেলস্টেশনে বিক্ষোভ চলাকালীন অসম পুলিশ গুলি চালায়। ১১ জন নিরপরাধ বাঙালি শহিদ হন। তাঁদের স্মরণকে কেন্দ্র করে এই কোলাজ প্রতিবেদন**

*কোচবিহারে ভাষা শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান।*

## কোচবিহারে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

অসমের বরাকের ভাষা শহিদদের স্মরণে ১৯ মে চতুর্দশ বর্ষ 'ভাষার জন্য আরেকটি দিন' শীর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কথা, কবিতা, গান, আলোচনায় শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করল কোচবিহারের বাচিক সংস্থা 'কণ্ঠস্বর'। কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটি প্রেক্ষাগৃহে ঢাকার ও শিলচরের ভাষা শহিদদের উদ্দেশ্যে ১৬টি প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সাহিত্যিক শুভাশিস চৌধুরী ও প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকি। সংস্থার পক্ষে স্বাগত ভাষণ রাখেন সম্পাদক অরুণ চক্রবর্তী। দিনটির তাৎপর্য ও বাংলা ভাষার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে বক্তব্য রাখেন দুই উদ্বোধক ও কোচবিহার জার্নালিস্ট ক্লাবের সম্পাদক মৌসুমি গুহ চৌধুরী। শুভাশিসকে প্রদান করা হয় কণ্ঠস্বর ভাষা সম্মাননা। সম্মানপত্র পাঠ করেছেন পিয়ালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুশিল্পী দীপ্তমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৈনাক চক্রবর্তীর আবৃত্তি ছিল বেশ ভালো। কণ্ঠস্বরের নিবেদনে ছিল বরাকের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে আলেখ্য 'বরাকের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর শহিদ'। সংগীতে ছিলেন কিশোরনাথ চক্রবর্তী, অজয় ধর, কথা-কবিতায় ছিলেন অরুণ চক্রবর্তী, শিউলি চক্রবর্তী ও নির্মল দে। কবিতা পড়ে শোনান অরূপ চৌধুরী। কথা গানের সম্মেলক নিবেদনে মুগ্ধ করেন উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি পরিষদের কোচবিহার জোন ও কোচবিহার শিল্পী সংসদের শিল্পীরা। সাগ্নিক চৌধুরীর একক রবীন্দ্রসংগীত ও আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে সমবেত সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে ইতি। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

## শিলচরে সমবেত

ভাষা শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি শিলিগুড়ি শাখার চার সদস্যের প্রতিনিধিদল ভাষা আন্দোলনের শহর শিলচরে উপস্থিত হয়েছিল। ভাষা শহিদ দিবস উদযাপিত হয় শিলচরে ও আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে। মূল অনুষ্ঠান হয় শিলচর রেলস্টেশনে যেখানে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় ১৯৬১-র ১৯ মে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ১১ ভাষা সৈনিক। শিলচর শ্মশানঘাটে গিয়ে সমিতির সদস্যরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। যেখানে এগারো শহিদের অস্থি রাখা রয়েছে। বেলা ঠিক ২টো বেজে ৩৫ মিনিটে ঐতিহাসিক শহিদ মিনারে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সমিতির সদস্যরাও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শিলিগুড়ি থেকে অনিল সাহা, দুলাল দত্ত, আশিস ঘোষ ও সমিতির সম্পাদক সজলকুমার গুহ শিলচরে গিয়েছিলেন। এছাড়াও জলপাইগুড়ি, হ্যামিল্টনগঞ্জ শাখার সদস্যরাও শিলচরে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভাষা শহিদদের স্মরণে শিলিগুড়ি শাখার তরফে একটি রঙিন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। *–সম্পা পাল*

## শিলিগুড়িতে স্মৃতিচারণ

শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হলে নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক ও গুণীজন সংবর্ধনা সহ নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে শিলচরে বাংলা ভাষা আন্দোলনে নিহত ১১ শহিদকে স্মরণ করা হল। এর অনুষঙ্গেই তরুণ তীর্থ ক্লাবে ছিল রবীন্দ্র ভাবনৃত্যের ওপর কর্মশালা। পরিচালনা করেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুমিত বসু এবং শুভ্রা মিত্র। নৃত্যে আগ্রহী স্থানীয় শিক্ষার্থী শিল্পীরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। দার্জিলিং জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসব ২০২৫ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল আলো ট্রাস্ট। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, সমাজসেবী উদয়কুমার দাস, নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থ চৌধুরী, পার্থপ্রতিম মিত্র, দেবপ্রসাদ ঘোষ, সঞ্জীবন দত্ত রায়, সাংস্কৃতিক সংগঠক প্রদীপ নাগ, সন্তোষ চন্দ, বিশ্বতোষ দেব, নরহরি দেব। আয়োজক সংস্থার তরফে শহিদ পরিবার এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানান কমলকৃষ্ণ কুইলা। *- ছন্দা দে মাহাতো*

*ভাষা শহিদদের স্মরণে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠান।*

# দুই নাটকে ফিরল আস্থা

শিলিগুড়ি নাট্যরঙ্গ তাদের ২৪তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে নিবেদন করল দুটি একাঙ্ক নাটক 'জোবাব' ও 'উষ্ণতার জন্য।' এদিনের নাট্য সন্ধ্যা উৎসর্গ করা হয় শহরের দুই প্রয়াত নাট্যজন বিশিষ্ট পরিচালক ব্যোমকেশ ঘোষ এবং বর্ষীয়ান অভিনেত্রী উজ্জ্বলা ব্রহ্মের স্মরণে। প্রথম নাটকের পরিচালনায় ছিলেন সংস্থার কর্ণধার নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। রাজবংশী ভাষায় 'জোবাব' নাটকটি লিখেছেন ব্যোমকেশ ঘোষ। আর উজ্জ্বলা ব্রহ্ম একসময় এই নাটকে দাপিয়ে অভিনয় করেছেন। যোগ্য উত্তরসূরির হাতে তাঁদের স্মৃতিতর্পণও যে যথাযোগ্য হয়েছে তা মঞ্চে উপস্থিত দর্শকদের ফিডব্যাকেই বোঝা গিয়েছে।

আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে উত্তরবঙ্গের চা বাগান সংলগ্ন এলাকার মানুষকে জীবনযাপনের নানা লড়াইয়ের সঙ্গে যেভাবে সুযোগসন্ধানীদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হয় এই নাটকে তার বাস্তব ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এক রাজবংশী পরিবারের গৃহকর্তা খুন হয়েছেন। কর্মক্ষম একমাত্র ছেলে ঘরছাড়া। পরিবারে গভীর অন্ধকার নেমে এসেছে চা বাগান মালিকের চক্রান্তে। তিন মহিলা হাল ধরেছেন সংসারের। পরবর্তীতে অপরাধী খুনির দল পরিবারের গৃহবধূ (পুতলী)-কে তুলে নিয়ে আসতে চায় ফুর্তির জন্য। এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ওই পরিবারের বুড়িমাও তা নিয়েই নাটক 'জোবাব'। দলগত বাস্তবধর্মী অভিনয় খুবই ভালো। পরিচালকও নাটকের বার্তা দর্শকদের মধ্যে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন কৃষ্ণা রায়চৌধুরী, শ্রাবণী মণ্ডল মিত্র, অমিতা সাহা ঘটক, অভীক মুখোপাধ্যায়, কনক সুন্দর কুণ্ডু, দয়াল চাঁদ ভক্ত ও সনজিৎ রায়।

পরের নাটক 'উষ্ণতার জন্য'। নাটকের রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন বিনয় ঘোষ। একটি অত্যন্ত আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এই নাটক। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত তরুণ অরিন্দম কাজের চাপে দিশেহারা। স্ত্রী, কন্যা, বাবা, মা সহ বাড়ির সকলে তার উগ্র ব্যবহারে সন্ত্রস্ত। অফিসের পিএ থেকে ড্রাইভার সকলেরই এক অবস্থা। পরবর্তীতে তার স্ত্রীর উদ্যোগে এক মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শে কী করে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে তা নিয়েই শিলিগুড়ি নাট্যরঙ্গের দ্বিতীয় নাটক ছিল 'উষ্ণতার জন্য।' দলগত অভিনয়ের গুণে ঘরের বাস্তব ছবি মঞ্চে দেখতে পেয়ে দর্শকরা নাটকের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন। অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন সায়ন চট্টোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, প্রিয়াংকা দে, সুচেতা চট্টোপাধ্যায়, কল্পনা চৌধুরী, তপন ভট্টাচার্য, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা রায়চৌধুরী, অভীক মুখোপাধ্যায়, কাবেরী রায়, রীতা দেব, নীলা কর্মকার ও শ্রাবণী মিত্র মণ্ডল। দুটো নাটকই এদিন মঞ্চে দর্শকরা তারিয়ে উপভোগ করেছেন। *–ছন্দা দে মাহাতো*

জমজমাট।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে 'উষ্ণতার জন্য' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

## রক্তদানের অঙ্গীকার

পড়ুয়ারা হোক আগামী রক্তদাতা। এই বিষয়টিকে সামনে রেখে পড়ুয়াদের উদ্দীপ্ত করতে অনুষ্ঠিত হল ওদের নিয়ে রক্তদান বিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। অংশ নিল ইসলামপুরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। রক্তদানের বিভিন্ন উপযোগিতা উঠে এল তাদের আলোচনায়। প্রতিযোগিতা চলতে চলতেই এদিন অনুষ্ঠিত হল ইসলামপুরের অন্যতম হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ শহরনামা'র উদ্যোগে পঞ্চম বর্ষ রক্তদান শিবির। শহরনামা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের চিফ অ্যাডমিন সুশান্ত নন্দী জানান, আগামীর রক্তদাতাদের উদ্বুদ্ধ করতেই এই রক্তদান বিষয়ক প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় দুটি গ্রুপের মোট ছয়জনকে পুরস্কৃত করা হয়। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতে মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জ্যোতি বিশ্বাস। এদিন ওই আলোচনাচক্রের বিচারকের ভূমিকায় ছিলেন তিন শিক্ষক যথাক্রমে মিঠুন দত্ত, পরীক্ষিত ঘোষ ও সুদীপ্ত ভৌমিক। *–সুরমা রানি*

# প্রতিযোগিতায় প্রাণের জোয়ার

দীপ্ত প্রাণের হর্ষ এবং যৌবনের পরশমণি নিয়ে শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনীর সুরেন্দ্র মঞ্চে বহুদিন পর দীপক তানে জেগে উঠল ধ্বনি। রাত ১১টা পর্যন্ত মুখরিত মঞ্চ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বোঝা গেল 'প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে।' যাঁরা ভাবেন, এখনকার পড়ুয়ারা শুধু মোবাইলে মুখ গুঁজে আছে, সৃজন কর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাঁদের ভাবনা পুরো সত্য নয়।

গত ৭ থেকে ৯ জুন তিনদিন ধরে মিত্র সম্মিলনীতে কবিপ্রণাম উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। এই প্রতিযোগিতায় বয়সভিত্তিক বিভিন্ন কবিতার আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত এবং রক্তকরবী নাটকের নির্বাচিত অংশের পাঠও ছিল। এই প্রতিযোগিতা শহরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম অঙ্গ। আজ যাঁরা শহরের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী, তাঁরা একদিন এই প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী ছিলেন। এহেন এক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সময়ের চাপে স্থিমিত হয়ে পড়েছিল। আবার সেটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে সংস্থার সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য, সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য সহ একদল উদ্যমী মানুষের নতুন প্রয়াসে। এবারের প্রতিযোগিতায় আবৃত্তিতে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৮৫, রবীন্দ্রসংগীতে ৭৫, রক্তকরবীর নির্বাচিত অংশ পাঠে ২০ জন।

শিলিগুড়িতে যে কোনও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সাধারণত ভিড় থাকে সেই পাড়ার কিছু উৎসাহী মানুষের। আর সঙ্গে থাকা প্রতিযোগীদের অভিভাবকদের এবং তাদের ভাইবোনদের। কয়েক দশক আগে এই ছবির একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মিত্র সম্মিলনী। তখনকার কম আধুনিক মঞ্চের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা আওয়াজে কৌতূহলী হয়ে অনুষ্ঠানে ভিড় জমাতেন পথচারীরাও। মঞ্চের পেছনের খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ সেই অনুষ্ঠান শুনতেন। এমনকি তন্তুজে সওদা করতে আসা ক্রেতারাও দুটো কবিতা কী গান শুনে যেতেন।

সেই সময় মঞ্চে এই প্রতিযোগিতাগুলির বিচারকের আসনে থাকতেন এই শহরের সাংস্কৃতিক আইকন সমর চক্রবর্তী, পীযূষ ঘটক, অমিয় সরকার, নারায়ণ মিত্র, অলীন বাগচী, স্বপন চক্রবর্তী, স্বর্ণকমল চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। সব মিলিয়ে তখন একটা জোয়ারের ঢেউ উঠত মঞ্চে। এবারের প্রতিযোগিতার মঞ্চে সেই ছবিই যেন আর একবার ক্যামেরায় ধরা দিল। মিত্র সম্মিলনীর আর এক ঐতিহ্যবাহী ইভেন্ট হল চণ্ডীমণ্ডপে তাদের দুর্গাপুজো। এই পুজো এবার শতবর্ষের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে। আগামী হবে শতবার্ষিকী পুজো। তার আগে সংস্থার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে এই নতুন জোয়ার নিঃসন্দেহে উদ্যোক্তাদের প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেখে সংস্থার তরফে শিশু বিভাগে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে প্রেরণা পুরস্কার দেওয়া হয়। পাঁচটি বিভাগে রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে ছিলেন মধুরিমা পাল, অদিতি সাহা, দেবাঙ্গনা বিশ্বাস, শ্রাবণী রায়, মধুমিতা ঘোষ ও পারমিতা ঘোষ।

মিত্র সম্মিলনীর আবৃত্তি এবং অন্ত্যাক্ষরী প্রতিযোগিতাই একসময় শহরের সকলের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল। সেই প্রতিযোগিতায় তখন যাঁরা অংশগ্রহণ করে পুরস্কার নিয়ে বাড়ি ফিরতেন এদিন তাঁদের অনেককেই আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিচারকের আসনে দেখা যায়। বিচারক ছিলেন সোমা ভট্টাচার্য, ছন্দা দে মাহাতো, তনুশ্রী ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম মিত্র, ডাঃ পার্থপ্রতিম পান, শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার ও রিনিক্তা দাশগুপ্ত। নির্বাচিত নাট্য অংশ পাঠের বিচারক ছিলেন প্রণব ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সঞ্জীবন দত্ত রায় ও সঞ্চিতা ভট্টাচার্য। পুরস্কার বিতরণী সমারোহে সংস্থার প্রবীণ সদস্যরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। আর সংস্থার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঞ্চ স্থাপত্য শিল্পীদের বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন চিত্রশিল্পী সুদীপ্ত রায়, নিতাই বণিক, শুভেন্দু চক্রবর্তী, তাপস পাল ও রমেন রায়। তিনদিন ধরে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অপরাজিতা ভট্টাচার্য এবং সুদীপ রাহা। - *নিজস্ব প্রতিবেদন*

আশার আলো।। *শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনীতে পুরস্কার বিতরণী পর্ব।*

## উত্তরাপন সংস্থার দ্বাদশ বর্ষপূর্তি

সম্প্রতি শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগরস্থিত রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাবে উদযাপিত হল উত্তরাপন সংস্থার দ্বাদশ বর্ষপূর্তি উৎসব। নাচ, গান, কবিতা, সম্মান প্রদানে উৎসব আক্ষরিক অর্থেই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' সমবেত কণ্ঠে গেয়ে শোনান শুভ্রা চক্রবর্তী, সাধন দত্ত, পার্থ সরকার, তানিয়া তালুকদার প্রমুখ। উত্তরাপনের কর্ণধার দেবাশিস ভট্টাচার্য সংস্থাকে ঘিরে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চড়াই উতরাইয়ের কথা জানান। কবিতা পাঠে ছিলেন লোপামুদ্রা বাগচী ভৌমিক, দেবযানী সেনগুপ্ত, সুলেখা দেব প্রমুখ। সাংবাদিক সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়, বাচিকশিল্পী পারমিতা দাসগুপ্ত, কবি কিরণ মজুমদার প্রমুখ গুণীজন সংবর্ধিত হন। মিষ্টিমুখে হয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। *–সম্পা পাল*

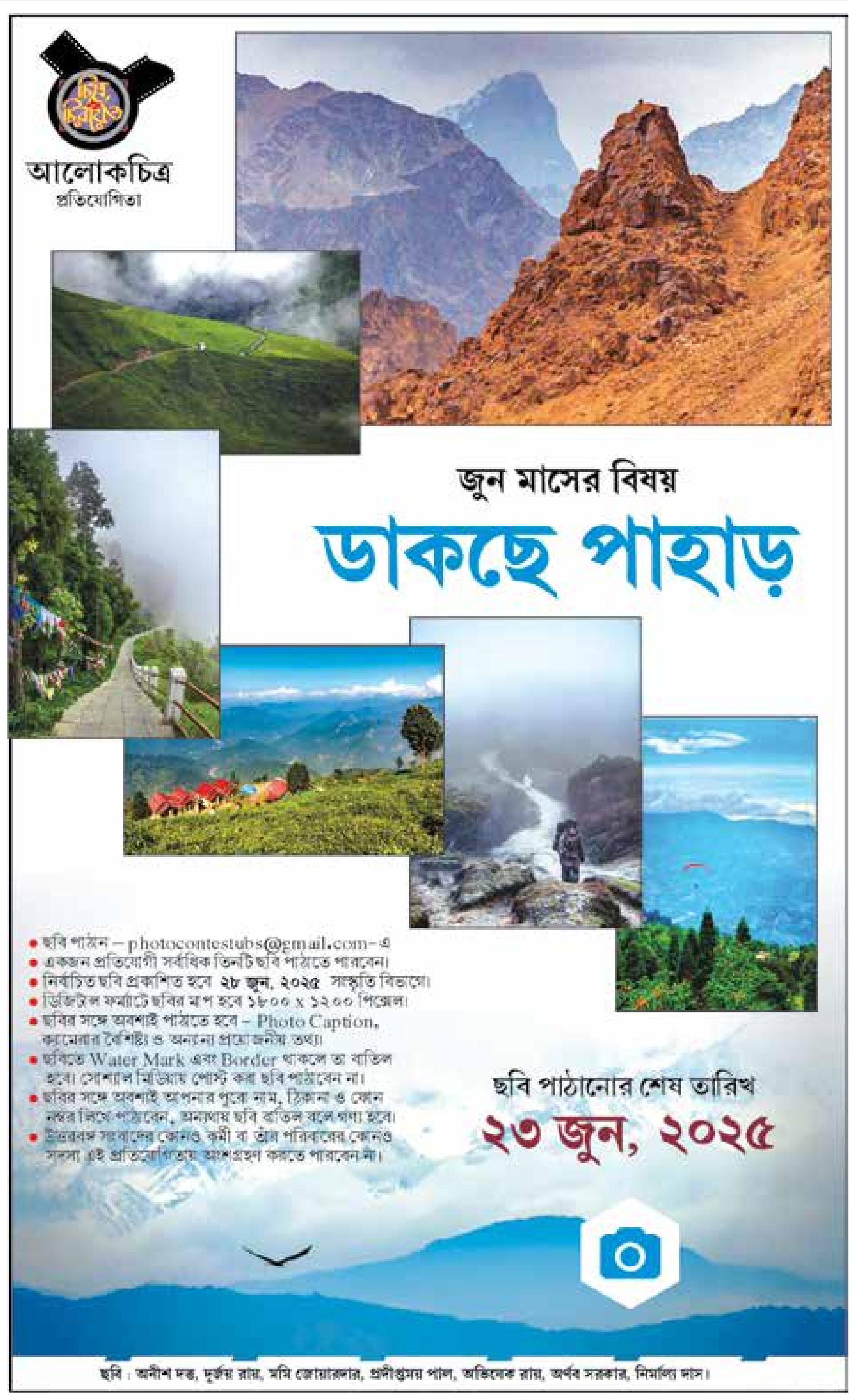


# বইটই

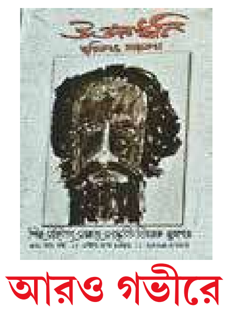


### আরও গভীরে

বীরেন চন্দ সম্পাদিত **উত্তরধ্বনি** পত্রিকা বরাবরই অন্য ধরনের। ধারে-ভারে অনন্য। **৪৬তম বর্ষ পৌষ-মাঘ ১৪৩১ সংখ্যা**টিও। শত অবসাদের মধ্যে থেকেও যিনি কখনোই ভেঙে পড়তেন না, পত্রিকার এই সংখ্যা সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই। পিতাকে নিয়ে খোদ কবিগুরুর একটি লেখা, আর তাঁকে নিয়ে পিনাকেশ সরকারের পাশাপাশি অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণবালা সেন, প্রতিমা ঠাকুর, শৈলবালা মজুমদারের মতো বহু নারীর কলম ধরা। পত্রিকার এই সংখ্যা বইপ্রেমীদের কাছে রীতিমতো এক অমূল্য সম্পদ। সম্পাদকের আত্মকথা পাঠককে অনেককিছুই নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে। প্রচ্ছদ হিসেবে কবিগুরুর আত্মপ্রতিকৃতি ব্যবহারের পরিকল্পনা সুন্দর।

### একটু অন্যরকম

তারাশঙ্করের চরিত্র, মিষ্টভাষী, গৃহকর্মনিপুণা মুখুজ্জেগিন্নী মারা যাওয়ার পরেই বিটকেল সব উৎপাত শুরু করলেন আশপাশের লোকেদের উপরে। আবার বাড়ির লোকেদের শাসিয়ে রাখলেন যে কেউ তাঁর পিণ্ডি দিতে গেলেই তিনি তার ঘাড় মটকে দেবেন। বেঁচে থেকে যে মুক্তির স্বাদ মেলেনি, তা কি দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল মৃত্যুর পরে? উত্তর আছে সীমন্তিনী মুখোপাধ্যায়ের লেখা **আমার হাসি পাচ্ছে না**-তে। জেনিফার লোপেজের গান, আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস আর জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার তথ্য মিলিয়ে মিশিয়ে পরিবারের অন্দর-বাহিরে এমন অনেক অসাম্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে ২৩ প্রবন্ধের এই সংকলন।

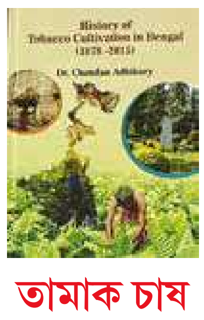


### তামাক চাষ

পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বহু ধরনের চাষ হয়। এর মধ্যে ভালো পরিমাণে তামাকের চাষও রয়েছে। এই চাষের ১৮৭৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়কালকে ধরে চন্দন অধিকারী ইংরেজিতে একটি বই লিখেছেন। **হিস্ট্রি অফ টোবাকো কাল্টিভেশন ইন বেঙ্গল (১৮৭৮-২০১৫)**। রাজ্যের ফসল-অর্থনীতির অন্যতম হয়ে ওঠা তামাককে কেন্দ্র করে এমন একটি বই হয়তো এই প্রথম। বইটিতে এই চাষের যাবতীয় খুঁটিনাটির পাশাপাশি কিছু ছবিও রয়েছে। পাশাপাশি, তামাক চাষের অন্যতম হিসেবে রয়েছে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির অবদানের বিস্তারিত বিবরণ। গবেষণাধর্মী এই বইটি গবেষকদের তো বটেই, সাধারণ পাঠকদেরও বেশ ভালো লাগবে।

### অস্তিত্বের শেকড়

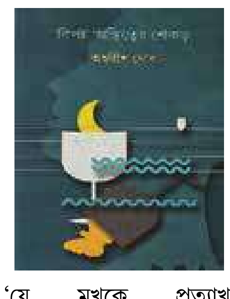

'যে মুখকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম সদর্পে/সে আজও ফিরে আসে নিভৃতে...' অম্বরীশ ঘোষের লেখা 'উল্টো স্রোত' কবিতার শুরুর দুটি লাইন। আরও ৫০টিরও বেশি কবিতাকে কেন্দ্র করে যা ঠাঁই পেয়েছে কবির কবিতার বই **বিপন্ন অস্তিত্বের শেকড়** বইয়ে। অম্বরীশ পেশায় শিক্ষক। উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র পত্রিকার ইতিহাসে 'এক পশলা বৃষ্টি' বেশ উল্লেখযোগ্য নাম। অম্বরীশ ছাত্রাবস্থা থেকেই এই পত্রিকা সম্পাদনা করে চলেছেন। নিজের বহু লেখালেখির সুবাদে বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে মন খারাপ করা অনেক কিছুকেই অম্বরীশ তাঁর এই বইয়ে ছন্দের টানে ধরতে চেয়েছেন। দয়াময় চট্টোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদটি চোখ টানে।

### বন্ধ্যাত্ব ঠেকাতে

পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (পিসিওএস) আজকাল বন্ধ্যাত্বের অন্যতম বড় কারণ। ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সি মহিলাদের মধ্যে ২০-৩০ শতাংশ এর শিকার। এই রোগের খুঁটিনাটি নিয়ে চিকিৎসক উজ্জ্বল আচার্য লিখে ফেলেছেন **পিসিওএস-পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম**। এই রোগ ঠেকাতে কী কী পরীক্ষানিরীক্ষা প্রয়োজন, কীভাবে খাওয়াদাওয়া সারতে হবে, ব্যায়াম, প্রতিকারের উপায়। এই বই বন্ধ্যাত্ব নামক অভিশাপকে অতিক্রম করার স্বপ্ন দেখায়। উজ্জ্বল নিয়মিতভাবে সাহিত্যচর্চায় যুক্ত। তাই টুকরো টুকরো লেখায় গোটা বিষয়টিকে সহজসরলভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়েছেন।

*যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান*
*এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।*

# বৃষ্টিদিন, ঘরের যত্ন নিন

ক্যালেন্ডারে বর্ষাকাল। দমকা হাওয়ার সঙ্গে ঝরতে পারে মুষলধারে বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টি সবারই কম-বেশি লাগলেও কাজ বেড়ে যায় গৃহিণীদের। কেননা বৃষ্টি বাড়তে শুরু করলে বাড়ির মধ্যে ভিজে, স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দেখা যায়। বৃষ্টির ফোঁটা ছাদ, দরজা, জানালা থেকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে। ফলে অনেক সময় দেওয়াল বা সিলিং ভিজে, স্যাঁতস্যাঁতে থেকে যায়। তাই বৃষ্টির দিনে ঘরের জন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি যত্নের। আসুন জেনে নিই বৃষ্টির দিনে যেভাবে ঘরের যত্ন নেবেন।

## ওয়াটার প্রুফিং বাড়ান

দেয়াল, বারান্দা ও ছাদের মধ্যে ফাটল দেখা দিলে তা চিহ্নিত করুন। স্থান ও ফাটলের আকার অনুযায়ী পলিইউরেথেন, সিমেন্ট, থার্মোপ্লাস্টিক বা পিভিসি

ওয়াটার প্রুফিং করিয়ে এই ফাটলের মেরামত করুন। দেয়াল জল টানতে শুরু করলে দুই কোটের ওয়াটার প্রুফিং ও সিলেন্ট স্প্রে করুন। এর ফলে বাড়ির ভিতরে বৃষ্টির জলের ফোঁটা আসবে না।

## পাইপ ও নর্দমা পরিষ্কার

বাড়ির ভেতরের ও বাইরের বন্ধ নর্দমাতেও জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় আবার বর্ষাকালে নর্দমা ভরে যায়। এ কারণে ছাদ, বাথরুম ও সিঙ্কেও জল ওভারফ্লো হয়ে পড়ে। জল একত্রিত হওয়ায় এখান থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করে। পাইপে যাতে জল জমতে না-পারে, তার জন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর এটি পরিষ্কার করা উচিত। এককাপ বেকিং সোডা, এককাপ টেবিল সল্ট ও এককাপ সাদা ভিনিগার মিশিয়ে বাড়ির পাইপে ঢেলে দিন। ১৫ মিনিটের জন্য এ ভাবেই ছেড়ে দিন। তারপর গরম জল ঢেলে দিলেই পাইপ ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

## স্যাঁতসেঁতে স্থানটিকে জীবাণুমুক্ত করুন

স্যাঁতসেঁতে ও শ্যাওলা থাকলে মাছি ও পোকামাকড়ের বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে। রান্নাঘরের প্ল্যাটফর্ম, টেবিল, আলমারি, দেওয়াল, মেঝে ইত্যাদি স্থানকে ঘন ঘন জীবাণুমুক্ত করা উচিত। বাজারে নানান জীবাণুনাশক স্প্রে পাওয়া গেলেও বাড়িতেও এটি সহজে বানিয়ে ফেলা যায়। ২৫ শতাংশ ভিনিগারে ৭৫ শতাংশ জল মিশিয়ে একটি ঘোল তৈরি করে নিন। এরপর সুগন্ধের জন্য এসেনশিয়াল অয়েল মেশান। এই অর্গ্যানিক ডিসইনফেকট্যান্ট স্প্রে দিয়ে নিজের বাড়ির নানান অংশকে জীবাণু মুক্ত করুন।

## দেওয়াল ময়েশ্চারাইজ যেন না হয়

দেওয়াল যাতে অতিরিক্ত আর্দ্র না-হয়ে পড়ে সে দিকে লক্ষ রাখুন। আবার দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি লাভের জন্য কিচেন ক্যাবিনেট বা আলমারির কোণে বাথ সল্ট রাখুন। বাড়িতেও এটি তৈরি করতে পারেন। সি সল্টের মধ্যে ইপসম সল্ট ও বেকিং সোডা মিশিয়ে নিন। সুগন্ধের জন্য এতে কয়েক ফোটা এসেনশিয়াল অয়েল মেশাতে পারেন।

## ভারী কার্পেট ও পর্দা নয়

অধিক বর্ষণে ভারী পাপোশ, কার্পেট ও পর্দা সহজে খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই এগুলিকে যত্ন করে রেখে দিন। এতে যাতে ফাঙ্গাস না ধরে তার জন্য পলিথিনে মুড়িয়ে রাখতে হবে।

বৃষ্টির জল ভিতরে আসতে দেবেন না।

দরজা ও জানালার মাধ্যমে ঘরে জলের ফোঁটা আসতে পারে। এই সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে হলে নানান রঙের ছাতা বা শেড লাগাতে পারেন। এটি দেখতে যেমন সুন্দর লাগবে, তেমনই বৃষ্টি থেকে রক্ষা করবে। এ ছাড়া এসি ওপেনিং, স্কাইলাইট ও ভেন্টসে ফাটল থাকলে তা যাচাই করে নিন।

## কাঁচা জিনিস যেন খারাপ না হয়

কাঁচা খাদ্য সামগ্রী বৃষ্টির সময় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। এর জন্য যেখানে খাদ্য সামগ্রী রাখেন, তা যেন উন্মুক্ত হয় এবং ভালোভাবে বাতাস চলাচল করে। এই খাদ্য বস্তুগুলিকে পলিথিনে না-রেখে এয়ারটাইট কনটেইনার বা কাচের জারে রাখুন। কীট-পতঙ্গ দূর করার জন্য বাড়িতে তৈরি জীবাণুনাশক ব্যবহার করুন। আর্দ্রতা ও জীবাণু থেকে মুক্তির জন্য আলমারি, কিচেন ক্যাবিনেটে কর্পূর, ন্যাপথলিন বল, সিলিকা জেলের পাউচ রাখা যায়। রান্নাঘরে লবঙ্গ ও নিমপাতা রাখলেও জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না।

## ইলেক্ট্রিক ব্যবস্থা যেন নিরাপদ হয়

বাড়ির ইলেক্ট্রিক আউটলেটে যেমন তার, লাইট, ডোরবেল ও অ্যালার্মকে ভালোভাবে সিল করে দিন, যাতে বাড়িতে শক-ফ্রি কানেকশান থাকে। ইলেক্ট্রিশিয়ানকে ডেকে বাড়ির সমস্ত ইলেক্ট্রিক কানেকশান পরীক্ষা করিয়ে দেখে নিন। খোলা তার বা ঢিলে কানেকশান থাকলে তা ঠিক করে নিন। জেনারেটর রুম, ইনভার্টার ইউনিট, এমসিবি ইত্যাদি জল টানছে কিনা, তা-ও যাচাই করিয়ে নিন।

## কাঠের মেঝে বা সামগ্রী সুরক্ষিত রাখুন

বর্ষাকালে কাঠ, বাঁশ, বেত, কাঠের ফার্নিচার, স্টোরেজ ইউনিট, দেওয়ালের প্যানেল ও কাঠের জিনিসের ভালোভাবে যত্ন নিতে হবে। শুকনো কাপড় দিয়ে এগুলি পরিষ্কার করুন। আর্দ্রতার কারণে কাঠ ফুলে যেতে পারে। কাঠের আসবাব বা সামগ্রীর ওপর বার্নিশ পেন্ট করাতে পারেন।

# প্লাস্টিকের চেয়ে কাঠের চিরুনি ভালো?

চুল আঁচড়াতে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করেন অনেকে। মিশর, চিন, জাপানসহ বেশ কিছু প্রাচীন সভ্যতায় কাঠের চিরুনি ব্যবহার ছিল। এখন অনেক অনলাইন উদ্যোক্তা কাজ করছেন কাঠের চিরুনি নিয়ে। প্রাকৃতিক ও পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ থেকেই কাঠের চিরুনি বেছে নিচ্ছেন অনেকে।

বিশেষজ্ঞের মতে, 'চুলের ধরন অনুযায়ী চিরুনি নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সঠিক চিরুনি ব্যবহার না করলে চুল ও মাথার ত্বকে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। কাঠের চিরুনির দাঁতের তীক্ষ্ণতা সাধারণত প্লাস্টিকের চিরুনির তুলনায় অনেকটাই কম হয়ে থাকে। ফলে কাঠের চিরুনি ব্যবহারে মাথার ত্বকে ক্ষত তৈরি হওয়ার আশঙ্কা অনেকটা হ্রাস পায়। বিশেষ করে যাঁদের মাথার ত্বক সংবেদনশীল, তাঁদের জন্য কাঠের চিরুনি ব্যবহার অনেক বেশি উপকারী।'

**প্লাস্টিকের চিরুনি ব্যবহারের ফলে চিরুনিতে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়; যা দিয়ে চুল আঁচড়ালে অনেক সময় চুল রুক্ষ হতে পারে। কাঠের চিরুনি স্থির বিদ্যুৎ তৈরি করে না, তাই চুল দেখতেও রুক্ষ মনে হয় না। তাই কাঠের চিরুনিই ভালো।**

চুলের সঠিক যত্নে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করার বেশ কিছু উপকারিতার কথা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল, যেগুলি মেনে চললে সুফল পাবেন।

## ভোঁতাই ভালো

কাঠের চিরুনির ভোঁতা ও মসৃণ দাঁত মাথার ত্বকে হালকাভাবে ম্যাসাজের অনুভূতি দেয়, যা মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্পে রক্তপ্রবাহ বাড়ায় এবং চুলের গোড়ায় অক্সিজেন পৌঁছাতে সাহায্য করে। এতে চুল দ্রুত বেড়ে ওঠে ও মাথায় খুশকি থাকলে তা কমে যায়।

## প্রাকৃতিক তেলের সুষম বণ্টন

আমাদের মাথার ত্বক থেকে প্রাকৃতিকভাবেই একধরনের তেল (সিরাম) নিঃসৃত হয়।

কাঠের চিরুনি সিরামকে চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। এতে চুল উজ্জ্বল দেখায় এবং অতিরিক্ত তেলতেলে ভাব কমে যায়।

কাঠের চিরুনি প্লাস্টিকের তুলনায় পরিবেশবান্ধব ও টেকসই হওয়ায় এটি পরিবেশের জন্যও ভালো।

নিম কাঠের চিরুনির ব্যবহার খুশকি ও মাথার ত্বকের জ্বালা-যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া চুল আঁচড়াতে এখন অনেকেই চন্দন কাঠের চিরুনিও বেছে নিচ্ছেন।

### চুলে ক্ষতির আশঙ্কা কমে

প্লাস্টিকের চিরুনি ব্যবহারের ফলে চিরুনিতে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়; যা দিয়ে চুল আঁচড়ালে অনেক সময় চুল রুক্ষ হতে পারে। কাঠের চিরুনি স্থির বিদ্যুৎ তৈরি করে না, তাই চুল দেখতেও রুক্ষ মনে হয় না।

সহজে জট ছাড়ানো যায় ও চুলের ভেঙে পড়া কমে।

কাঠের চিরুনি দিয়ে খুব সহজে মসৃণভাবে চুল আঁচড়ানো যায়, ফলে ঘর্ষণ কম হয়। চুল ভেঙে পড়া ও চুলের ডগা ফাটার আশঙ্কাও কমে যায়। লম্বা ও ঘন চুলের জন্য প্রশস্ত দাঁতের কাঠের চিরুনি ব্যবহার করা ভালো।

# সেলুকাসও চাল-ডালের খিচুড়ি খেয়েছিলেন?

বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেতে কমবেশি সবাই ভালোবাসেন। চাল-ডালে ফুটিয়ে খিচুড়ি সহজেই রান্না করা যায়। আর তাই বৃষ্টি দেখলেই খিচুড়ি বসে রান্নাঘরে। এটি একই সঙ্গে যেমন পেট ভরায়, তেমনই সুস্বাদুও। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন কি— বৃষ্টির দিনেই কেন খিচুড়ি খাওয়া হয়? কোথা থেকে এল এই নিয়ম? চলুন জেনে নেওয়া যাক সে গল্প।

**শোনা যায়, ১২০০-১৮০০ সালের মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে বাংলায় খিচুড়ির আবির্ভাব। মনসামঙ্গল কাব্যে স্বয়ং শিব যে খাবারটির আবদার পার্বতীর কাছে করেছিলেন, তা হল খিচুড়ি।**

তবে জনপ্রিয় ধারণা হল, খিচুড়ি খাওয়া শুরু নাকি বাউলদের হাতে। এটি নাকি প্রধানত ছিল তাদের খাবার। এই ছন্নছাড়া মানুষ পথে-ঘাটে গান করতেন, আর দক্ষিণা হিসাবে পেতেন চাল-ডাল। তারা চাল ডাল একত্রে মিলিয়ে খুব দ্রুত ও ঝামেলা বিহীনভাবে রেঁধে ফেলতেন এবং খেতেন। পরে এই খাবারের নাম হয় খিচুড়ি। কিন্তু এটি ছিল তাদের রোজকার খাবার।

তবে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে আলাদা আলাদা করে খিচুড়ির উল্লেখ আছে। যেমন, সেলুকাস উল্লেখ করেছেন, ভারতীয় উপমহাদেশে চাল-ডাল মেশানো পদের কথা। আল বেরুনিও খিচুড়ির প্রসঙ্গ তুলেছেন তার লেখায়। মরক্কোর পর্যটক ইবন বতুতা খিচুড়ি বানানোর ক্ষেত্রে মুগডালের কথাও বলেছেন। চাণক্যের লেখায় চন্দ্রগুপ্তের সময়কালে এর উল্লেখ মেলে।

মোঘল আমলের আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল তার আইন-ই-আকবরীতে নানা ধরনের খিচুড়ি তৈরির কথা বলেছেন। শোনা যায়, খিচুড়ির প্রতি ভালোবাসা ছিল জাহাঙ্গিরেরও। তাতে পেস্তা ও কিসমিসও নাকি মেশানো হত। আর তার নাম রাখা হয়েছিল 'লাজিজাঁ'। শোনা যায়, ভিক্টোরিয়ান যুগে খিচুড়ি নাকি ইংল্যান্ডের হেঁসেলেও ঢুকে পড়েছিল।

বর্ষার দিনে খিচুড়ি খাওয়ার সঙ্গে নাকি রয়েছে অন্য কাহিনি। গ্রামাঞ্চলে বর্ষার সময় চারপাশ জলে ভরে যেত। জল-কাদা পেরিয়ে দূরের বাজারে যাওয়া ছিল কষ্টকর। বাজার যেহেতু করা সম্ভব হত না, তাই ঘরে থাকা উপাদান দিয়েই, মানে চাল আর ডাল দিয়েই সহজে কিছু রেঁধে ফেলতেন গৃহিণীরা।

# ভেগান ডায়েটে ফিট জেনেলিয়া

২০২৩। বড়পর্দায় দেখা গিয়েছিল বলিউডের মিষ্টি মেয়ে জেনেলিয়া ডি সুজাকে। আমির খানের ছবি সিতারে জমিন পরে অভিনয়ে রয়েছেন তিনি। এই বলিউড তারকার বয়স ৩৭ পার হলেও দেখে বোঝার জো নেই। একেবারে আগের মতোই ফিটনেস ধরে রেখেছেন 'জানে তু ইয়া জানে না'র সেই কলেজের মেয়েটি। কীভাবে নিজের ত্বকের তারুণ্য বজায় রাখেন জেনেলিয়া?

জেনেলিয়া জানান, ২০১৭ সাল থেকে নিজের খাদ্যাভ্যাসে বড়সড় বদল এনেছেন। প্রথমে নিরামিষাশী হয়েছিলেন, তারপর ধীরে ধীরে দুধ থেকে তৈরি খাবার বাদ দিয়ে পুরোপুরি ভেগান ডায়েটের দিকে ঝোঁকেন তিনি। কেবল স্বাস্থ্যের জন্য নয়, বরং তিনি কী খাচ্ছেন সে সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রথমে এই বদল সহজ ছিল না, কারণ প্রতিটি খাবারের বিকল্প হিসেবে ভেগান খাদ্যতালিকা থেকে খাবার বের করা খুবই কঠিন। তবে ধীরে ধীরে আত্মস্থ করে ফেলেছেন জেনেলিয়া।

জেনেলিয়া মনে করেন, 'মাইন্ডফুল ইটিং' খুব জরুরি। অর্থাৎ খাওয়ার সময়ে সেই মুহূর্তের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, সেই মুহূর্তে উপস্থিত থাকা এবং কী খাচ্ছেন, সেটিকে মন ভরে দেখা।

পুষ্টির ভারসাম্য বজায় রাখতে মাসিক ডায়েট পরিকল্পনা করা থাকে এই তারকার। অর্থাৎ মাসে মাসে অল্প করে বদলাতে থাকেন ডায়েট। যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন তিনি গ্রহণ করেন রোজ। জেনেলিয়া জানান, অনেকেই মনে করেন এই ধরনের খাদ্যাভ্যাসে পর্যাপ্ত প্রোটিন মেলে না। কিন্তু সেটি ভুল।

জেনেলিয়ার আরও বলেন, 'ভেগান ডায়েট করে আমি ১০০ কেজি ওজন তুলেছি। তাই এ সব ভ্রান্ত ধারণা। এছাড়া পর্যাপ্ত জল পান করেন এই তারকা। ভোলেন না নিয়মিত ব্যায়াম করতেও। আপনিও কি ভেগানের দিকে ঝুঁকবেন?

# 'হোয়াইট নয়েজ', বৃষ্টির শব্দেও ঘুম আসে!

বৃষ্টি মানেই আলসেমি কিংবা ঘরে বসে কাটানোর মতো কিছু চাওয়া। বৃষ্টি দেখলে অনেকেরই ঘুম ঘুম লাগে বা ঘুমিয়ে পড়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। এর পেছনে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশগত কারণ রয়েছে।

চলুন জেনে নেওয়া যাক।

শব্দ ও ছন্দ: বৃষ্টির শব্দকে 'হোয়াইট নয়েজ' বলা হয়, যা নিয়মিত এবং মৃদু। এই শব্দ মস্তিষ্ককে প্রশান্ত করে ও অন্যান্য বিরক্তিকর শব্দ ঢেকে দেয়। ফলে মন ও শরীর শিথিল হয় এবং ঘুমানোর অনুভূতি আসে।

কম আলো: বৃষ্টির দিনে সূর্যালোক কম থাকে। অন্ধকার বা মেঘলা পরিবেশে শরীরে মেলাটোনিন হরমোন বেশি নিঃসৃত হয়, যা ঘুমের জন্য দায়ী। তাই মন ক্লান্ত ও ঘুমন্ত মনে হয়।

**বৃষ্টির সময় আবহাওয়া ঠান্ডা হয়, যা শরীরের 'রেস্ট মোড' সক্রিয় করে। অন্ধকার বা মেঘলা পরিবেশে শরীরে মেলাটোনিন হরমোন বেশি নিঃসৃত হয়, যা ঘুমের জন্য দায়ী। তাই মন ক্লান্ত ও ঘুমন্ত মনে হয়। সেইসঙ্গে বৃষ্টির মিষ্টি-মধুর শব্দও ঘুমের কারণ।**

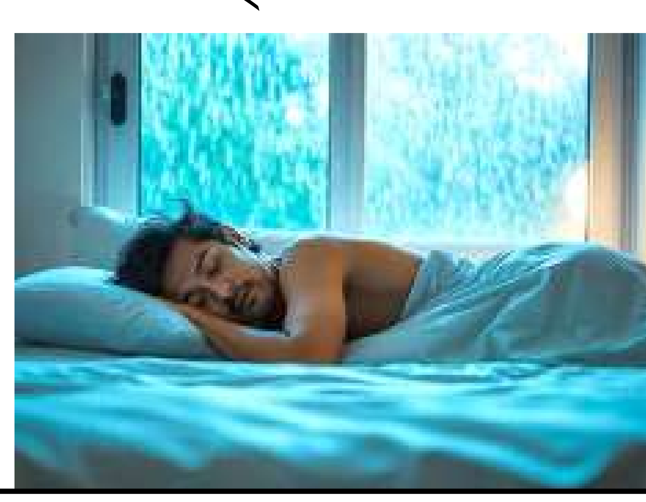

তাপমাত্রার পরিবর্তন: বৃষ্টির সময় আবহাওয়া ঠান্ডা হয়, যা শরীরের 'রেস্ট মোড' সক্রিয় করে। আমাদের দেহ ঠান্ডা পরিবেশে ঘুমাতে বেশি আরাম পায়।

মানসিক প্রশান্তি ও অলসতা: বৃষ্টির দিনে অনেকেই বাইরে বের হন না, কাজ কম থাকে, তাই মন ও শরীর দুটোই অলস হয়ে পড়ে। এতে ঘুম আসার সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়ে।

বৃষ্টির দিনের ঠান্ডা, নরম আলো, শান্ত শব্দ ও অলস পরিবেশ-- সবমিলিয়ে ঘুমের আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। এটাই ঘন ঘন হাই তোলা বা হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ার প্রধান কারণ।

তাহলে জানলেন তো, বৃষ্টির দিনগুলোতে কেন এত ঘুম পায়! কেন এত হাই ওঠে! আপনিও বোধহয় হাই তুললেন!

## ছোট্ট তারা

কোচবিহারের ওজিল আহমেদ সেন্ট মেরিজ হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। ছবি আঁকতে এবং ক্রিকেট খেলতে সে ভালোবাসে। যন্ত্রসংগীতে পুরস্কার রয়েছে।

### ব্যালকনির গাছে জল দেওয়া থেকে দুর্ঘটনা

# শিক্ষা নেয়নি কোচবিহার

**দেবদর্শন চন্দ**

**কোচবিহার, ২০ জুন :** সম্প্রতি শিলিগুড়িতে এক গৃহবধূ ব্যালকনির গাছে জল দিতে গিয়ে পড়ে মারা গিয়েছেন। এই ঘটনার পরেও হুঁশ ফেরেনি কোচবিহারের ছাদবাগানে সময় কাটানো অধিকাংশ বাসিন্দারই।

এদিন শহর ঘুরে সর্বত্রই অসচেতনতার চিত্র চোখে পড়ল। কিছু বাড়ির দোতলার ছাদের কার্নিশে মাটির টব বসিয়ে গাছ লাগানো হয়েছে। কেউ কেউ আবার ছাদের রেলিংজুড়ে টব, থার্মোকলের বাক্সে গাছ বসিয়ে রেখেছেন। কোথাও আবার ছাদের রেলিং থাকলেও তা তুলনায় খানিকটা ছোট। শিলিগুড়ির ঘটনার পরেও কেন কোচবিহারবাসী সচেতন নন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

একেই বর্ষাকাল চলছে। বৃষ্টির পাশাপাশি মাঝেমধ্যেই ঝোড়ো হাওয়াও বইছে। অতিরিক্ত হাওয়া হলে ছাদের রেলিংয়ে থাকা টব নীচে পড়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। তেমনি জল পড়ে বারান্দা পিচ্ছিল থাকলে সেক্ষেত্রেও দুর্ঘটনার আশঙ্কা এড়ানো যায় না। শিলিগুড়ির ওই বাড়ির ব্যালকনিতে রেলিং না থাকায় সমস্যার সূত্রপাত। সেখান থেকে পড়েই মারা গিয়েছেন এক মহিলা।

এদিন শহরের কামেশ্বরী রোডের এক বাড়ির সামনে দেখা গেল, ছাদের বাড়তি অংশের সামনের দিকে কয়েকটি বড় বড় টবে গাছ লাগানো হয়েছে। কোনও কারণে সেই টব পড়ে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে মনে করছেন পথচারীরাও। অবশ্য বাড়ির মালিক টব সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। শহরের মনাদার মোড় এলাকায় বাড়ি অধ্যাপক অলক সাহার। তাঁর বাড়ির সামনে দেখা গেল রেলিংজুড়ে রকমারি গাছ। গাছ রয়েছে ছাদবাগানও। শিলিগুড়ির ঘটনায় তিনি বাকরুদ্ধ। তাঁর কথা, 'ছাদবাগান করলে ছাদের কার্নিশ বড় রাখতে হবে। বাড়ি তৈরির সময়ই আমি সেটা করে নিয়েছি। পথচারীদের কিংবা বাড়ির লোকেদেরও যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য কার্নিশের বাইরে কোনও আলগা টব রাখিনি। তবে ব্যালকনিতে যে টব আছে সেগুলিতে জল দিতে গিয়েও আমরা সতর্কতা অবলম্বন করছি। ছাদের মেঝেতে দাঁড়িয়েই ছাদবাগানে জল দেওয়া হয়।'

করোনাকালীন সময় থেকে ছাদবাগান তৈরি এবং ব্যালকনিতে গাছ পরিচর্যা করছেন গুড়িয়াহাটি রোডের বাসিন্দা সুব্রত ধর। তিনি বলেন, 'বিপদ এড়াতে আমি ইতিমধ্যেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছি। টব যাতে পথচারীদের গায়ে না পড়ে সেজন্য ছাদের পাঁচিলের ওপরে আমি ১১ ইঞ্চি চওড়া পাথর বসিয়ে তার ওপর গাছ লাগিয়েছি। বাইরের দিকে গ্রিল দিয়ে দিয়েছি।' শহরের দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি রোড এবং রাজমাতাদিঘি সংলগ্ন এলাকার দুটি বাড়িতে ছাদের কার্নিশে দেখা গেল টব রাখা হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ায় যে কোনও সময় সেই টব পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিষয়টি নিয়ে এক বাড়ির মালিককে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কিছু বলতে চাননি।

*সুরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াই কোচবিহার শহরের বিভিন্ন বাড়ির ছাদে ও ব্যালকনিতে ফুলের গাছ। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়*

**বিপদ যেখানে**

- কামেশ্বরী রোডে ছাদের বাড়তি অংশের সামনের দিকে বড় বড় টবে গাছ লাগানো হয়েছে
- দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি রোড এবং রাজমাতাদিঘি এলাকার দুটি বাড়িতে ছাদের কার্নিশে টব রাখা হয়েছে
- ঝোড়ো হাওয়ায় যে কোনও সময় সেই টব পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কোনও কোনও বাড়িতে অবশ্য আগাম সতর্কতা নেওয়া হয়েছে

*ডাঙ্গরআই মন্দিরে মেলার প্যান্ডেল তৈরি শুরু হয়েছে। -জয়দেব দাস*

# রথের জন্য দুই মন্দিরে তৎপরতা

**দেবদর্শন চন্দ**

**কোচবিহার, ২০ জুন :** দোরগোড়ায় রথযাত্রা। দিন এগিয়ে আসায় এখন শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে শহরের দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকা ডাঙ্গরআই মন্দির চত্বর এবং বাবুরহাটের ইসকন মন্দিরে।

মদনমোহনের রথযাত্রা নিয়ে কোচবিহারবাসীর আলাদা আবেগ রয়েছে। সেকারণে রথযাত্রার দিন হাজার হাজার পুণ্যার্থীর সমাগম হয় মদনমোহন মন্দির চত্বরে। এরপর অবশ্য রথের রশি টেনে মদনমোহনের মাসির বাড়িতে নিয়ে যান ভক্তরা। এতবছর রাজ আমলের রথে চড়ে মাসির বাড়িতে গেলেও দীর্ঘদিন পর এবার নতুন রথে চড়ে মাসির বাড়ি যাবেন কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। ইতিমধ্যেই সেই রথের কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। এখন রথ রং করার কাজ চলছে। দিন এগিয়ে আসায় মন্দির চত্বর সাফাই করা হচ্ছে। শীঘ্রই রং করা হবে মদনমোহন ঠাকুরের মাসির বাড়িও।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব পবিত্র লামা বলেন, 'রথের দিন এগিয়ে আসায় মন্দির চত্বর পরিষ্কার করা হচ্ছে। সেখানে প্যান্ডেলের কাজও শীঘ্রই শুরু হবে।'

মদনমোহনের রথযাত্রার পাশাপাশি জোর প্রস্তুতি চলছে বাবুরহাটের ইসকন মন্দিরেও। সেখানেও রথ তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও মন্দির রং করা, প্যান্ডেলের কাজও ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে স্নানযাত্রার পর থেকে জগন্নাথ মন্দির আপাতত বন্ধ রয়েছে। রথযাত্রার আগের দিন জগন্নাথ দেব ভক্তদের দেখা দেবেন। সেদিন নেত্রোৎসব হবে।

রথযাত্রা উৎসব কমিটির সম্পাদক বিদ্বান নরোত্তম দাস বলেন, 'রথযাত্রা এগিয়ে আসায় এখন মন্দিরের গর্ভগৃহ সাজাবার কাজ চলছে। মন্দিরের তরফে ইতিমধ্যেই আমরা একাধিক বৈঠক সেরেছি।'

> রথের দিন এগিয়ে আসায় মন্দির চত্বর পরিষ্কার করা হচ্ছে। সেখানে প্যান্ডেলের কাজও শীঘ্রই শুরু হবে।
>
> **পবিত্র লামা,** *সচিব দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড*

> এখন মন্দিরের গর্ভগৃহ সাজাবার কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই আমরা একাধিক বৈঠক সেরেছি।
>
> **নরোত্তম দাস,** *সম্পাদক ইসকন রথযাত্রা উৎসব কমিটি*

## পদ্মের মিছিল

**তুফানগঞ্জ, ২০ জুন :** বিজেপির ডাকে তুফানগঞ্জে শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি মিছিল শহরজুড়ে পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মালতী রাভা রায়, দলের জেলা সহ সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাক প্রমুখ।

## জগন্নাথ দেবের পুজো

**হলদিবাড়ি, ২০ জুন :** হলদিবাড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে শুক্রবার পুর ভবনের সামনে জগন্নাথ দেবের পুজোর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের এসডিও অতনুকুমার মণ্ডল, চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস প্রমুখ। এরপর পুরসভার ১১টি ওয়ার্ডের জন্য পৃথক ১১টি রথ নিজ নিজ ওয়ার্ডে যায়। ওই রথগুলি ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ি ঘুরে দিঘার জগন্নাথ মন্দির থেকে আসা প্রসাদ বিতরণ করে।

### মাঠে তৈরি হচ্ছে অডিটোরিয়াম

# মেলার জৌলুসে ভাটা তুফানগঞ্জে

**বাবাই দাস**

**তুফানগঞ্জ, ২০ জুন :** কাঠের জলচৌকি, বেতের ধামা, পোড়া মাটির পুতুল - ঘোড়াগাড়ি, ঘর সাজানোর টুকিটাকি জিনিস। অধিকাংশই বাড়ির মেয়েদের তৈরি। এছাড়া খাবারের মধ্যে লটকনা, কালোজাম, পাঁপড়, জিলিপি, মিষ্টি আরও কত কি! বাঁশের কাঠামোর উপর ত্রিপল টাঙিয়ে সাজানো সারি সারি দোকান। দুটো পয়সা আয়ের জন্য এই দিনটির জন্যই দোকানিদের অপেক্ষা থাকে। শহরের রথ দেখার বায়না মেটাতে ছোট ছেলেকেও হয়তো সঙ্গে আনতে হত। মেলা শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে সে বেচারার চোখ তখন ঘুমে বন্ধ। কিন্তু তখনও হাতে মুঠোয় আধখাওয়া নলপাঁপড়। তুফানগঞ্জ রথের মেলার এই ছবিটা ৯০-এর দশকের। এখন শহরের সেই জেলখানা ময়দান থাকলেও সেখানে ওরকমভাবে আর রথের মেলা হয় না। বছর কয়েক ধরে সেই ঐতিহ্যবাহী মাঠটিতে অডিটোরিয়াম তৈরি হচ্ছে। এখন রাস্তাতেই বসছে সেই মেলা। তাতেই মেলার জৌলুস অনেকখানি কমে গিয়েছে।

তুফানগঞ্জ শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত লম্বাপাড়া এলাকার জেলখানার মাঠ। রথ উৎসবকে ঘিরে কয়েক বছর আগেও ভরে উঠত মাঠটি। শতাব্দীপ্রাচীন মদনমোহন মন্দিরের গোপীবল্লভজিকে ঘিরে রথের দিন চলত উৎসবের আমেজ। তখনকার মতো এখনও জেলখানা ময়দান সংলগ্ন পশ্চিমপাড়া কালী মন্দিরে রথটিকে রাখা হলেও তেমন মানুষের সমাগম হয় না।

শুধু রথের মেলাই নয়, নাট্যচর্চা কিংবা যাত্রাপালার ক্ষেত্রেও অন্যতম ভরসা এই মাঠ। এ ব্যাপারে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অমরেন্দ্র বসাক বলেন, একেবারে প্রথমে মদনমোহন মন্দিরের রথটিকে আনা হয় বর্তমান মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে।

পরবর্তীতে খেলাধুলার সুবিধার্থে জেলখানা ময়দানকে ব্যবহার করা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই মাঠজুড়ে রবীন্দ্র ভবন নির্মাণের জন্য রাস্তাতেই দোকানপাট বসছে। শহরের বাইরেও তো আরও অনেক জায়গাই ছিল। তাই বলে শহরের প্রাণকেন্দ্রের মাঠ বন্ধ করে অডিটোরিয়াম নির্মাণ?

যেহেতু এসএসএ ময়দান মূলত খেলার জন্য। সেহেতু শিল্পচর্চার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাঠটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত হয়নি বলে মনে করছেন কেউ কেউ। আবার দু'-চারজন উলটো কথাও বলছেন। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবীণ বাসিন্দা নৃপেন পণ্ডিতের কথায়, 'পড়ন্ত বিকেলে কাদা মাখা পায়ে লটকনা হাতে বাড়ি ফেরার স্মৃতিটা হয়তো আজকের মেলায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপরেও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনকে মেনে নিতে হয়।'

দীর্ঘ এক দশক ধরে মেলায় জেলখানার মাঠে দোকান দিচ্ছেন অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পালপাড়া এলাকার মৃৎশিল্পী সুকুমার পাল। তিনি জানালেন, সে সময় অন্তত মেলার তিনদিন আগে বাঁশ পুঁতে মাঠে জায়গা রেখে যেতে হত। শেষ বিকেলের দিকে নামত ঝিরঝিরে বৃষ্টি। হ্যাজাকের আলোয় ভিড় সামলাতে হত। সব মিলিয়ে ওটাই যেন ধুমধাম ব্যাপার। এখন সেসব ইতিহাস।

**উন্নয়নের জের**

- তুফানগঞ্জ শহরের লম্বাপাড়া এলাকার জেলখানার মাঠে এই মেলা হত
- রথ উৎসবকে ঘিরে কয়েক বছর আগেও জমজমাট হয়ে উঠত মাঠটি
- মদনমোহন মন্দিরের গোপীবল্লভজিকে ঘিরে বসত রথের মেলা
- এখন সেখানে অডিটোরিয়াম তৈরি হচ্ছে, মাঠে আর মেলা হয় না
- এখন রাস্তায় বসে সেই মেলা, মেলার জৌলুসও অনেকখানি হারিয়েছে

*জেলখানা ময়দানে মেলার জায়গায় অর্ধনির্মিত রবীন্দ্র ভবন। -সংবাদচিত্র*

> পড়ন্ত বিকেলে কাদা মাখা পায়ে লটকনা হাতে বাড়ি ফেরার স্মৃতিটা হয়তো আজকের মেলায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপরেও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনকে মেনে নিতে হয়।
>
> **নৃপেন পণ্ডিত**
> *প্রবীণ বাসিন্দা, ৯ নম্বর ওয়ার্ড*

# পরোক্ষে রবিকে জবাব মন্ত্রীর

### গত তিন বছরে যত কাজ কোচবিহারে হয়েছে, তত দিনহাটা শহরে হয়নি, দাবি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর

**গৌরহরি দাস**

**কোচবিহার, ২০ জুন :** উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহকে সম্প্রতি দিনহাটার উন্নয়নমন্ত্রী বলে কটাক্ষ করেছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এবার কোচবিহারে সভা করে শহরের কাজের ফিরিস্তি দিলেন উদয়ন গুহ। বললেন, 'গত তিন বছরে যত কাজ কোচবিহার শহরে করা হয়েছে, তত কাজ দিনহাটা শহরে করা হয়নি।' নাম না করে এভাবেই পুর চেয়ারম্যানকে জবাব দিলেন উদয়ন গুহ।

উন্নয়নের লক্ষ্যে শুক্রবার শহরের দাস ব্রাদার্স মোড় এলাকায় প্রায় ছয় কোটি টাকার বিভিন্ন রাস্তা ও নালার কাজের সূচনা করেন মন্ত্রী। প্রথমে সরকারি কাজের উদ্বোধনের পর মঞ্চ থেকে সেই ব্যানার সরিয়ে দিয়ে দলের ব্যানার লাগানো হয়। এরপর সেখানে দলের সভা করে তৃণমূল। সেখানে ভাষণে উদয়ন গুহ বলেন, 'কয়েকদিন আগে কাগজে দেখলাম কে একজন বলেছেন আমি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী হতে পারিনি, জেলার মন্ত্রীও হতে পারিনি। আমি দিনহাটার মন্ত্রী।' এরপর ভাষণে গত তিন বছরে কোচবিহার শহরে তার করা কাজের ফিরিস্তি দিয়ে তিনি বলেন, 'বছর খানেক আগে আমি কোচবিহার শহরে ৯ কোটি টাকার কাজ করেছি। মাঝে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে এক কোটি টাকার কাজ করেছি। এবিএন শীল কলেজে সাড়ে ৫ কোটি টাকার অডিটোরিয়ামের কাজ হচ্ছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে ক্লাব হাউস করার জন্য তিন কোটি, কোচবিহার প্রেস ক্লাবের ভবন করার জন্য ২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আর এখন কোচবিহার শহরে প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তা ও ড্রেন তৈরির জন্য ৬ কোটি টাকার কাজের সূচনা হল। ফলে যত কাজ আমি কোচবিহার শহরে করেছি, আমার নিজের শহর দিনহাটায় তার ধারেকাছেও কাজ হয়নি।' এরপর মন্ত্রী চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, 'কেউ যদি বলতে পারেন যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজ তার এলাকায় হয়নি, তাহলে আমি মন্ত্রিত্বই ছেড়ে দেব।'

যদিও এদিনের সভায় দলের ১৮ জন কাউন্সিলারের মধ্যে ১২ জন কাউন্সিলার উপস্থিত থাকলেও চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন না। তা নিয়ে সভায় যথেষ্ট গুঞ্জন হয়। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'ওঁকে দপ্তরের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। নিশ্চয়ই অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। সবাই থাকলে ভালো হত।' বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এদিনের সভায় অন্যদের মধ্যে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ, প্রবীণ নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

*শুক্রবার কোচবিহার শহরে একাধিক রাস্তা ও নালার কাজের সূচনা করছেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ছবি : জয়দেব দাস*

**মন্ত্রীর দাবি**

- বছরখানেক আগে শহরে ৯ কোটি টাকার কাজ করেছি
- মাঝে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে এক কোটি টাকার কাজ করেছি
- এবিএন শীল কলেজে সাড়ে ৫ কোটির অডিটোরিয়ামের কাজ হচ্ছে
- এখন রাস্তা ও নালা তৈরির জন্য ৬ কোটি টাকার কাজের সূচনা হল

## জরুরি তথ্য

### ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

| | |
|---|---|
| **এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল** | |
| এ পজিটিভ | ১ |
| এ নেগেটিভ | ২ |
| বি পজিটিভ | ১ |
| ও পজিটিভ | ১ |
| **মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল** | |
| এ পজিটিভ | ১০ |
| এ নেগেটিভ | ২ |
| বি পজিটিভ | ১৮ |
| বি নেগেটিভ | ১ |
| এবি পজিটিভ | ৬ |
| এবি নেগেটিভ | ২ |
| ও পজিটিভ | ৩০ |
| ও নেগেটিভ | ১ |
| **দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল** | |
| এ পজিটিভ | ১৬ |
| এ নেগেটিভ | ২ |
| এবি পজিটিভ | ২১ |
| এবি নেগেটিভ | ১ |
| ও পজিটিভ | ১ |
| ও নেগেটিভ | ১ |

রংদার

বিপর্যয়

আহমেদাবাদের মারণ উড়ান থেকে পুনের সেতু দুর্ঘটনা বা সেই কবেকার মহেন-জো-দারো হরপ্পার ধ্বংস হওয়া, দুর্যোগ আমাদের জীবনে বহুদিন ধরেই। ফায়দা তুলতে বিপর্যয় নিয়ে বহু ব্যবসা হয়েছে। দুর্যোগ সত্ত্বেও তাকে অতিক্রম করতে রয়েছে আমাদের জীবনসংগ্রামও। এবারের প্রচ্ছদে বিপর্যয়।

প্রচ্ছদ কাহিনী সুতপা সাহা, দীপালোক ভট্টাচার্য ও তিতীর্ষা জোয়ারদার
ছোটগল্প অংশুমান কর ও সুমন মল্লিক
ট্রাভেল ব্লগ শৌভিক রায়
কবিতাগুচ্ছ সুদেষ্ণা মৈত্র
কবিতা তৃষ্ণা বসাক, অজিত ত্রিবেদী, প্রবীর ঘোষ রায়, সিদ্ধার্থ সিংহ, অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা ঘোষ, মণিদীপা সান্যাল ও শান্তা চক্রবর্তী

শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিলি করা হচ্ছে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ।

# ইউবিকেভি'র মাটি চুরি, বিতর্ক

## নিয়ম মেনেই কাজ হয়েছে দাবি ঠিকাদারের

**গৌরহরি দাস**

**কোচবিহার, ২০ জুন :** তোর্ষা, রায়ডাক সহ বিভিন্ন নদীর চর থেকে মাটি চুরির খবর প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু তাই বলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাটি চুরি? এবার কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউবিকেভি) থেকে মাটি চুরির অভিযোগ সামনে এসেছে। শুক্রবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর দিকে যে অংশে সীমানা প্রাচীর নেই, সেখানে বেশ কয়েক জায়গায় প্রচুর পরিমাণে মাটি কাটা হয়েছে। এতে জায়গাগুলি কার্যত জলাশয়ের আকার নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গা ঘেঁষেই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। আর সেই রাস্তা তৈরির জন্যই প্রয়োজনীয় মাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ছাড়াই সেখান থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ইউবিকেভি'র রেজিস্ট্রার ডঃ প্রদ্যুৎকুমার পাল বলেন, 'পুণ্ডিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে রাস্তার কাজে মাটি নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে চিঠি করেছিল। তবে আমরা এখনও পর্যন্ত সেই অনুমতি দিইনি।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গা ঘেঁষে পুণ্ডিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে খাগড়াবাড়ি গ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর দিকে এভাবেই মাটি কাটা হয়েছে।

পঞ্চায়েতের নুরুদ্দিনের মোড় পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার শুরু হয়েছে। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর থেকে ৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে তৃণমূলের জেলা সভাপতি ফিতে কেটে সেই কাজের উদ্বোধনও করেছেন। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, রাস্তাটি সংস্কারের জন্য যখন ৫ কোটির বেশি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তাহলে কি সেই টাকার মধ্যে মাটির দাম ধরা নেই? আর যদি সেই টাকা ধরাই থাকে তাহলে অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাটি কেন কাটা হচ্ছে?

এ ব্যাপারে ওই কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার চন্দন দাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এসব রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী রাস্তার দু'পাশে জমি থেকে ৮০ শতাংশ মাটি নেওয়া যায়। বাকি ২০ শতাংশ মাটি বাইরে থেকে আনতে হয়। আমরা মাটি নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্ত কাগজপত্র জমা করেছি। সুতরাং এখানে মাটি চুরি করে নেওয়ার বিষয় নেই।'

> পুণ্ডিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে রাস্তার কাজে মাটি নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে চিঠি করেছিল। তবে আমরা এখন পর্যন্ত সেই অনুমতি দিইনি।
>
> **ডঃ প্রদ্যুৎকুমার পাল**
> রেজিস্ট্রার, ইউবিকেভি

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও কোনও অনুমতি দেয়নি বলে দাবি করছে। সেক্ষেত্রে কি এভাবে মাটি নেওয়া যায়? সে বিষয়ে অবশ্য তিনি কোনও সদর্থক জবাব দিতে পারেননি।

একই কথা বলেন পুণ্ডিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শেফালি রায়। তাঁর কথায়, 'এই রাস্তাটি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে গিয়েছে, তাই আমরা প্রয়োজনীয় মাটি সেখান থেকে নিয়েছি। তবুও বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু সরকারি প্রতিষ্ঠান, তাই আমরা মাটি নেওয়ার অনুমতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠিও করেছি। পরে তারা আরও কাগজপত্র চেয়েছিল, সেগুলিও দিয়েছি।'

এদিকে, মাটি চুরির ঘটনার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একাংশ জড়িত রয়েছে বলে পালটা অভিযোগ করছেন ইউবিকেভি'র কর্মচারী যৌথমঞ্চের সভাপতি দেবাশিস দাস। তিনি বলেন, 'এর আগেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাখ লাখ টাকার কৃষিজ ফসলের কোনও হদিস নেই। এখন আবার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাটি চুরি হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি আমরা মৌখিকভাবে রেজিস্ট্রারকে জানিয়েছি। কিন্তু বিষয়টি তিনি জানেন না বলেছেন। কোনও অনুমতিও দেননি। তাহলে এভাবে আর্থমুভার দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছে। গাড়ি করে সেই মাটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অথচ সবাই চোখ বুজে রয়েছে কেন?'

## ভাতায় 'না' হাইকোর্টের

*প্রথম পাতার পর*

কিন্তু সেই ঘোষণার বিরুদ্ধে কারা আদালতে গেলেন এদের চিনে রাখুন। আদালত নিয়ে তো কিছু বলতে পারব না। বন্ধু তোমার পথের সাথিকে চিনে নিও।'

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের পর গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের জন্য যথাক্রমে ২৫ হাজার ও ২০ হাজার করে ভাতা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। শাসকদলের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ভাতা চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীরা। এদিন দায়ের হওয়া তিনটি মামলার রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি। ১৯ পাতার রায়ে ছত্রে ছত্রে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পকে প্রশ্নের মুখে ফেলা হয়েছে। নির্দেশনামার ১২ নম্বর পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতারণামূলক ও বেআইনি কার্যকলাপের জন্য যাঁদের চাকরি গিয়েছে, আদালত চিহ্নিত সেই 'অযোগ্য' প্রার্থীদের আর্থিক সাহায্যের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। মামলাকারী ও চাকরিহারারা দু'পক্ষই ক্ষুধার্ত। তাই রাষ্ট্র একপক্ষকে খাবার তুলে দিয়ে অপরপক্ষকে উপবাসে রাখতে পারে না।

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কাজ না করে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা পাওয়ার অধিকার কারও নেই। রাজ্য সরকার মানুষের কল্যাণে বা স্বার্থে প্রকল্প চালু করতে পারে। কিন্তু তার আইনি বৈধতা দেখা উচিত।

আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নির্দেশে দুর্নীতির জন্য যাঁদের চাকরি গিয়েছে, আদালত চিহ্নিত সেই 'অযোগ্য'-দের সহায়তা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ ও ৪১ অনুযায়ী বেঁচে থাকা ও কাজের অধিকারকে সুনিশ্চিত করে রাজ্য, যা সকলের জন্য সমান। এভাবে কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য করে অন্যদের বঞ্চিত করা সরকারের সমীচীন পদক্ষেপ নয়।

মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলে রাজ্য। তবে রায়ে স্পষ্ট উল্লেখ, সরকারের ভাঁড়ার থেকে জনগণের টাকা খরচ করা হচ্ছে। তাই যে কোনও নাগরিকের প্রশ্ন তোলার অধিকার রয়েছে। আদালত মনে করছে, এই প্রকল্পের

আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে টাকা ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনাও কঠিন। রাজ্য শীর্ষ আদালতে রিভিউ পিটিশন করেছে। সেখানে এই প্রকল্প নিয়ে অনুমতি নেওয়া যেত। হাইকোর্টে সেই আবেদনের নিষ্পত্তির অজুহাত দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের এই পরস্পরবিরোধী আচরণ স্পষ্ট নয়। শীর্ষ আদালতের রায় অপছন্দ হলেও মানতে হবে। বিচার ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস কোনওভাবে নষ্ট করা যাবে না। তবে এই পরিস্থিতিতে রাজ্যকে হলফনামার সুযোগ না দিয়ে আদালত এই প্রকল্পের মেয়াদ নিয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বলে মনে করছে। তাই রাজ্যকে চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছে। তার দু'সপ্তাহের মধ্যে পালটা হলফনামা দেবেন আবেদনকারীরা।

চাকরিহারা গ্রুপ-সি কর্মী অমিত মণ্ডলের বক্তব্য, 'যোগ্য, অযোগ্য সকলকে আলাদা করে চিহ্নিত করা না হলে এই সমস্যা হবেই। সকলের জন্য ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এটা ভাবা দরকার ছিল। আমরা এর পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ করার পরিকল্পনা করছি।' অপর গ্রুপ-সি কর্মী বিক্রম পোল্লে বলছেন, 'হাইকোর্টের এমন সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক। আমরা তো ভাতা চাইনি, চাকরি চেয়েছি।'

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর খোঁচা, 'মুখ্যমন্ত্রী জেনেবুঝে এটাই করেছেন। উনি জানতেন এই সিদ্ধান্তে বাকি চাকরিহারাদেরও ভাতা দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠবে।'

# জগন্নাথের প্রসাদ মিশিয়ে গজা, প্যাঁড়া

**শিবশংকর সূত্রধর ও দেবদর্শন চন্দ**

**কোচবিহার, ২০ জুন :** দিঘার জগন্নাথের প্রসাদ মিশিয়েই কোচবিহারে তৈরি হচ্ছে গজা ও প্যাঁড়া। এরপর কোচবিহারের স্থানীয় দোকানে তৈরি হওয়া দিঘার জগন্নাথের সেই প্রসাদ পৌঁছাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। প্রশাসনের তরফে সেগুলি বিলি করা হচ্ছে। সেখানে শামিল হয়েছেন শাসকদলের নেতারাও। বাড়িতে বসেই জগন্নাথের প্রসাদ পাওয়ায় খুশি সকলে।

কোচবিহার-২ এর বিডিও বিশ্বজিৎ মণ্ডলের কথায়, 'দিঘার জগন্নাথ মন্দির থেকে প্রসাদ এনে সেই প্রসাদ মিশিয়ে বিপুল পরিমাণ গজা ও প্যাঁড়া তৈরি করে প্যাকেট করে বিলি করা হচ্ছে।'

দু'দিন হল কোচবিহার জেলায় 'জগন্নাথ দেবের প্রসাদ' বিলি শুরু হয়েছে। কীভাবে সেই প্রসাদ তৈরি করা হবে তা নিয়ে প্রায় পনেরোদিন আগেই জেলা শাসকের দপ্তরে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে। ব্লক স্তরের মিষ্টির দোকানগুলি ওই প্রসাদ তৈরির পর তা প্যাকেটজাত করে বিডিও অফিসে এবং শহরের দোকানগুলি সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে জমা করছে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

সেখান থেকে দুয়ারে র‍্যাশনের আদলে সেগুলি বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, প্রথমে প্রতি জেলায় দিঘার জগন্নাথ মন্দির থেকে ১০ কেজি করে খোয়া পাঠানো হয়েছিল। যে দোকানগুলি প্রসাদ বানানোর বরাত পেয়েছিল, তাদের কাছে সেই খোয়া পৌঁছে দেওয়া হয়। প্যাঁড়া তৈরির জন্য যে ক্ষীর ব্যবহার করা হচ্ছে, তা দিঘা থেকে বিমানে বাগডোগরায় আনা হয়। সেখান থেকে এক সরকারি আধিকারিকের গাড়িতে করে মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

> **কীভাবে প্রস্তুত**
>
> - আগেই জেলা শাসকের দপ্তরে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে
> - প্রতি জেলায় দিঘার জগন্নাথ মন্দির থেকে ১০ কেজি করে খোয়া পাঠানো হয়েছিল
> - গজা তৈরির ময়দার সঙ্গে কিছুটা দিঘার প্রসাদ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে
> - দোকানগুলিতে সরকারি আধিকারিকরা পরিদর্শন করছেন

পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক সঞ্জীব বণিক বলেন, 'গজা তৈরির জন্য যখন ময়দা মাখা হয়, তখন সেই ময়দার সঙ্গে কিছুটা দিঘার প্রসাদ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাসি জিনিস মানুষদের খাওয়ানো হচ্ছে না। এজন্য প্রতিদিনই দোকানগুলিতে সরকারি আধিকারিকরা পরিদর্শন করছেন। সব প্রসাদের সঙ্গেই দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ মিশিয়ে দেওয়া হয়।'

## পুরসভার বিরুদ্ধে তদন্ত

*প্রথম পাতার পর*

সাংবাদমাধ্যমের সামনে ভালো সাজার জন্য তদন্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন। দ্রুত তদন্ত শেষ করে আইননানুগ পদক্ষেপ করার দাবি জানাচ্ছি।'

চেয়ারম্যান যাই বলুন না কেন দুর্নীতির অভিযোগকে মিথ্যা বলতে নারাজ পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভূষণ সিং। তাঁর কথা, 'যে অভিযোগ হয়েছে সেগুলির অনেককিছুরই সত্যতা আছে।

সব মিথ্যা নয়। বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা না করেই কোটি কোটি টাকার কাজ হচ্ছে। সেই কাজ কীভাবে কোন ঠিকাদার সংস্থা পাচ্ছে, পদ্ধতি মেনে টেন্ডার হচ্ছে কি না কিছুই আমরা জানতে পারছি না। চেয়ারম্যান একক সিদ্ধান্তে যা খুশি তাই করে যাচ্ছেন। আমরাও ওইসব অনিয়ম নিয়ে কাউন্সিলারদের তরফে জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছি। তদন্ত করে অনিয়মের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ হোক সেটাই চাই।'

সবমিলিয়ে পুরসভার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগে ভালোই বেকায়দায় পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

দুই জান, দুই খান... মুম্বইয়ে 'সিতারে জমিন পর'-এর বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে।

## মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম তিন রেলকর্মী

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ২০ জুন :** অবধ-অসম এক্সপ্রেসের সঙ্গে ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন তিন রেলকর্মী। শুক্রবার বেলা ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে কাটিহারের কাছে কারহাগোলা রোড এলাকায়। ডাউন লাইনে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনগামী অবধ-অসম এক্সপ্রেসের সামনে চলে আসে ট্রলিটি। ওই সময় ট্রলিতে তিনজন রেলকর্মী ছিলেন। ট্রেনের লোকোপাইলট ইমার্জেন্সি ব্রেক কষলেও ইঞ্জিনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ট্রলিটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিন রেলকর্মীই। দ্রুত খবর যায় কাটিহার স্টেশনে। সেখান থেকে রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় জিআরপি থানা থেকে পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পুলিশই আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ট্রেনটির ইঞ্জিনের তলায় ঢুকে যাওয়া ট্রলিটিকে বের করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাওয়ায় ওই এলাকার ডাউন লাইনে দীর্ঘক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ব-মধ্য রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সরস্বতী চন্দ্রর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় বক্তব্য মেলেনি। তবে রেলের তরফে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

### এক লাইনে ট্রলি এবং অবধ-অসম

এদিন সকালে সেমাপুর এবং কারহাগোলা রোডের মাঝে ডাউন লাইনে কাজ করছিলেন রেলের কর্মীরা। কাজ সেরে তাঁরা ট্রলিতে করে সেমাপুরের দিকে যখন ফিরছিলেন, তখনই সামনে থেকে একই লাইনে চলে আসে এনজেপিগামী অবধ-অসম এক্সপ্রেস। জানা গিয়েছে, সামনে ট্রেন দেখে লাল কাপড় দেখাতে থাকেন ট্রলিতে থাকা রেলকর্মীরা। বিষয়টি নজরে আসতেই অবধ-অসমের লোকোপাইলট জরুরিকালীন ব্রেক কষেন। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। ব্রেক কষায় ট্রেনের গতি কমলেও সোজা এসে ট্রলিতে ধাক্কা মারে। এর জেরে দুমড়ে-মুচড়ে ট্রেনের ইঞ্জিনের ভেতর ঢুকে যায় ট্রলিটি। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েন রেলকর্মীরা। এমন ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে মধ্য রেল। প্রাথমিকভাবে কার গাফিলতি তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## যাত্রা শুরু কৈলাস পথে

**শিলিগুড়ি, ২০ জুন :** দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে পাঁচ বছরের ব্যবধানে সিকিম পথেও শুরু হল মান সরোবর কৈলাসযাত্রা। পূর্ব ঘোষণা মতোই শুক্রবার ভারত-চিন সীমান্ত নাথু লা থেকে শুরু হয় পুণ্যার্থীদের যাত্রা। পর্যটনমন্ত্রী ছেরিং থেনডুপ ভুটিয়ার উপস্থিতিতে এদিন সকালে কৈলাসযাত্রার ফ্ল্যাগ অফ করেন সিকিমের রাজ্যপাল ওমপ্রকাশ মাথুর। নিজের বক্তব্যে তিনি দিনটিকে ঐতিহাসিক হিসেবে তুলে ধরেন। রাজ্যপাল বলেন, 'কৈলাসযাত্রার শুভদিনটি সিকিমের কাছে গর্বের এবং ঐতিহাসিক। দিনটি দীর্ঘদিন মনে রাখবেন সিকিমের নাগরিকরা।' পাঁচ বছরের ব্যবধানে নাথু লা দিয়ে মান সরোবর কৈলাসযাত্রা শুরু হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কৃতিত্ব দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টার জন্যই পুনরায় সিকিম দিয়ে কৈলাসযাত্রা শুরু হল।' এমন যাত্রার মধ্যে দিয়ে নাথু লা সহ সিকিমের পর্যটন নতুন মাত্রা পাবে বলে আশাবাদী সিকিমের পর্যটনমন্ত্রী থেনডুপ। এদিন নাথু লা থেকে মান সরোবরের উদ্দেশে রওনা দেয় ৩৬ সদস্যের দলটি। এর মধ্যে পুণ্যার্থী রয়েছেন ৩৩ জন।

## সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনে সায়

**জলপাইগুড়ি, ২০ জুন :** কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনেই সায় দিল ক্যালকাটা হাইকোর্ট জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন ও জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন। আগামী ১২ জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন পাহাড়পুরের স্থায়ী পরিকাঠামোয় হবে বলে জেলা শাসক শামা পারভিন জানান। উদ্বোধনে সায় থাকলেও স্থায়ী পরিকাঠামোয় কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালুর দাবিতে অনড় থাকছে বার অ্যাসোসিয়েশন। শুক্রবার জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। উদ্বোধনে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য ভিআইপি অতিথিরা উপস্থিত থাকবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বৈঠকে রাজ্য বিচার বিভাগের যুগ্ম সচিব সন্দীপকুমার চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব ডঃ উত্তমকুমার পাহাড়ি ও প্রোটোকল অফিসার অনিরুদ্ধ বিশ্বাস এবং সার্কিট বেঞ্চের রেজিস্ট্রার সৌরভ ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শুক্রবার স্থায়ী পরিকাঠামোয় ১২ জুলাই সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনের প্রস্তুতি বৈঠকে জেলা শাসক শামা পারভিন জানান, উদ্বোধনের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক হয়েছে। কোন কোন ভিআইপি আসছেন সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

# র‍্যাগিংয়ের জেরে স্কুল ছাড়ল ১১ ছাত্র

**অভিজিৎ ঘোষ**

**সোনাপুর, ২০ জুন :** স্কুলের পুরোনো ছাত্রদের বিরুদ্ধে নতুন ছাত্রদের র‍্যাগিং করার অভিযোগ উঠছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে বাধ্য হয়ে নতুন স্কুল ছেড়ে আবার আগের স্কুলে ফিরে যেতে হয়েছে ওই ছাত্রদের। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে। পরিস্থিতি সামলাতে ময়দানে নেমেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাতে অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার নয়। ঘটনাটি ঘটেছে সোনাপুর বিকে হাইস্কুলে। ওই স্কুলের একদশ শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র নতুন ছাত্রদের র‍্যাগিং করেছে বলে অভিযোগ। যাদের র‍্যাগিং করা হয়েছে তারা ব্লকেরই দেওডাঙ্গা হাইস্কুল থেকে দেড় মাস আগে সোনাপুর বিকে হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল। তবে বিকে হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, আবার ওরা স্কুলে ফিরে আসবে। সোনাপুর বিকে হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রণজিৎ ঠাকুর বলেন, 'ছাত্রদের মধ্যে একটা সমস্যা হয়েছিল সেটা মিটে যাবে। যারা ফিরে গিয়েছে তারা আবার স্কুলে আসবে। শনিবারই তাদের স্কুলে আসার কথা। নতুন স্কুলে এসে হয়তো কিছু সমস্যা হয়েছিল। সেগুলো আর হবে না।'

যে ছাত্ররা দেওডাঙ্গা হাইস্কুল থেকে সোনাপুরে গিয়ে ভর্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে ১১ জন বৃহস্পতিবার দেওডাঙ্গায় গিয়ে আবার ভর্তি হয়েছে। দেওডাঙ্গা হাইস্কুল কর্তৃপক্ষও সমস্যা মেটা নিয়ে আশাবাদী। স্কুলের টিচার ইনচার্জ বাদল কার্জির কথায়, 'আমাদের স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকের পরিকাঠামো থাকলেও কিছু ছাত্র সোনাপুরে গিয়ে ভর্তি হয়েছিল। ভালো শিক্ষা পাবে বলেই ওরা ওখানে গিয়েছিল। তবে সেখানে ওদের সঙ্গে কিছু ছাত্র খারাপ ব্যবহার করেছে। ওরা অনেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। আবার পুরোনো স্কুলে এসে ভর্তি হয়েছে।'

তবে ছাত্রদের এই স্কুল পরিবর্তনের পিছনে সত্যিটা কি? খোঁজ করে জানা গেল দেওডাঙ্গা হাইস্কুলের যে ছাত্ররা সোনাপুর বিকে হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল তাদের সঙ্গে সোনাপুর বিকে হাইস্কুলের কিছু ছাত্রদের বিবাদ বেঁধে যায়। স্কুলের জল খাওয়া, বেঞ্চে বসা নিয়ে নতুন ছাত্রদের ওপর

সোনাপুর বিকে হাইস্কুল।

প্রভাব খাটাতে থাকে পুরোনোরা। এমনকি বান্ধবীদের সঙ্গেও কথা বলা নিয়ে বিবাদ বাড়ে। স্কুলের পুরোনো কয়েকজন ছাত্র তাদের ওপর নানারকমভাবে র‍্যাগিং করে বলে অভিযোগ। এই কারণে নতুন ছাত্ররা স্কুল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দেওডাঙ্গা থেকে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী সোনাপুরে এসে ভর্তি হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১১ জন পুরোনো স্কুলে ফিরে গিয়েছে। যে ছাত্ররা ফিরে গিয়েছে এদিন তাদের মধ্যে একজনের অভিভাবক বলেন, 'ছেলে বাড়িতে এসে জানাল আর নতুন স্কুলে পড়তে চায় না। সেখানে নাকি কয়েকজন গালিগালাজ করে। তাই পুরোনো স্কুলে আসবে।'

# তেষ্টার জলে দুর্নীতি-পাঁক ঘেন্না

*প্রথম পাতার পর*

জল নিয়ে দুর্নীতির সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। অথচ জল সরবরাহের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কত গালভরা নাম। জল জীবন মিশন, জলস্বপ্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। 'হর ঘর জল' হল জল জীবন মিশনের লক্ষ্য। জলস্বপ্নও তাই। একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প, অন্যটি রাজ্যের।

সেই মিশন, স্বপ্ন উড়ে যায় অসততার হাওয়ায়। শুধু পাইপ ফেলে প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ টাকা সরকারি কোষাগার থেকে তুলে কেটে পড়েন ঠিকাদাররা। কোথাও জলাধার তৈরি করেই ঠিকাদার উধাও হয়ে যান।

তারপর লোকে শুধু জলাধার দেখেন। জল আর পান না। অথচ চারদিকে কত জল- কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল...। সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান'-এর মতো জলের অভাব নেই।

অভাব শুধু পরিস্রুত পানীয় জলের। বর্ষায় নদীনালা থইথই। সপ্তাহ তিনেক আগে বৃষ্টিতে তিস্তা-মহানন্দার জল বাড়ল। কিন্তু তেষ্টায় ছাতি ফাটলেও পানীয় জলের অভাবে দু'তিনদিন তড়পাল শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব যতই প্রভাবশালী বা উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের এক নম্বর নেতা হোন না কেন, এই সমস্যা মেটানো তাঁর কম্মো নয়।

মালদার সঙ্গে একসময় যাঁর নাম একইসঙ্গে উচ্চারিত হত, সেই কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান হলেও সারাবছর পুর এলাকায় জলের জোগান স্বাভাবিক রাখার সাধ্য তাঁর নেই। যথেচ্ছাচার, পরিকল্পনার অভাব জলকষ্টের মূল কারণ। পরিকল্পনায় গলদ বা উদাসীনতা শহরের এক নম্বর নাগরিক হিসেবে গৌতম কিংবা কৃষ্ণেন্দু পেয়েছেন তাঁদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে। সমস্যাটা বাম আমলে জানতেন সিপিএমের মেয়র অশোক ভট্টাচার্য।

মাঝে শিলিগুড়ির মেয়র হয়ে কংগ্রেসের গঙ্গোত্রী দত্তও জানতেন। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন তৃণমূলের গৌতম। সমস্যাটা কী? বছরের পর বছর পলি বয়ে আসতে আসতে নাব্যতা হারিয়েছে তিস্তাখাল। যে খালের জল তুলে সরবরাহ করা হয় শিলিগুড়িতে। ভারী বৃষ্টিতে সিকিম তিস্তায় বেশি জল ঠেলে দিলে পলিতে বুজে যায় সেই জলপ্রকল্পের ইনটেক পয়েন্ট। তখন বন্ধ থাকে জলের জোগান। শিলিগুড়িতে তিস্তাখালে পলির এই সমস্যা নতুন নয়।

কিন্তু সমাধানের ঠিকঠাক পরিকল্পনা হয়নি কখনও। সরকারও

তেমন বরাদ্দ করেনি। ফলে সস্তার তিন অবস্থা হলে যা হয়, তাই হচ্ছে। পলি ঠেকানো দূরের কথা, সেই ভাবনাটাই কেউ ভাবেননি। এখন কুমিরছানার মতো শিলিগুড়ির মেয়র মাঝে মাঝে জলের দ্বিতীয়, তৃতীয়, এমনকি চতুর্থ প্রকল্পের স্বপ্ন দেখান। মালদায় মহানন্দা নদীতে পুরসভার জলপ্রকল্পের ইনটেক পয়েন্টের জায়গাটি বছরের চার মাস শুকিয়ে কাঠ থাকে। জল উঠবে কীভাবে?

প্রায় ১৫ বছর আগে মালদায় ওই প্রকল্পটির জন্য অর্থবরাদ্দ হলেও সুষ্ঠু পরিকল্পনা হয়নি। পরিকল্পনার অভাব ছিল বলেই তো যেখানে চার মাস জল থাকে না, সেখানে জলের ইনটেক পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছিল।

ফলে জল জোগানোর ব্যবস্থা মাঠে মার খাচ্ছে। মালদার ভূগর্ভে আর্সেনিকের বিষ মেশানো সেই জলই সরবরাহ করছে ইংরেজবাজার পুরসভা। অন্যদিকে, তোর্ষা নদীতে কোচবিহার শহরের জল সরবরাহের ইনটেক পয়েন্ট থাকলেও বর্ষায় সেই জল পানের অযোগ্য।

ভাগ্যিস, কোচবিহারে রাজ আমলে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল। বিকল্প সেই ব্যবস্থা না থাকলে কোচবিহার শহরকেও জলকষ্টে তড়পাতে হত। জলপাইগুড়ি শহরে জল জোগাতে তিস্তা নদীতে ইনটেক পয়েন্ট তৈরি হয়ে চলেছে বছরের পর বছর। কবে সেই জল শহর পাবে, কেউ জানে না। অন্যদিকে, পুরোনো পানীয় জলপ্রকল্পের কয়েকশো কিমি পাতা পাইপ জলপাইগুড়ি শহরের মাটির তলায় পড়ে আছে দীর্ঘদিন। সেই পাইপের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়নি।

সুকুমার রায়ের ভাষায়, 'একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন' যেন বাংলার ক্যাচলাইন এখন। এই অপরিকল্পিত প্রকল্প কিংবা প্রকল্প তৈরিতে দুর্নীতির দায় অবশ্যই শাসকদলের।

দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদার, সাপ্লায়াররা কোথাও তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ, কোথাও তৃণমূল নেতারাই নামে-বেনামে ঠিকাদার, সাপ্লায়ার। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে এঁদের 'হাতযশে' অনেক জলপ্রকল্প অসম্পূর্ণ। মানুষকে জল না দিয়ে শাসকদলের ছত্রছায়া থেকে এঁরা দু'হাতে কামিয়ে নিচ্ছেন অবাধে।

এমন নয় যে, এই কেলেঙ্কারি, বা পরিকল্পনার ত্রুটি সরকার জানে না। অভিযোগ পেয়ে নবান্ন তদন্ত করিয়েছে। তদন্ত রিপোর্টে অভিযোগের সত্যতাও প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু একজনও অসৎ নেতা বা ঠিকাদারের কেশাগ্র স্পর্শ হয়নি। জীবনের আরেক নাম জল নিয়ে এমন কেলেঙ্কারি কোনও সভ্য দেশে হতে পারে? কিন্তু হচ্ছে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে বলুন!

# তেল আভিভে ক্লাস্টার বোমা

*প্রথম পাতার পর*

মাটি থেকে বেশ কিছুটা ওপরে ওয়্যার হেড থেকে ক্লাস্টার আলাদা হয়ে যায়। তারপর কয়েক কিলোমিটার জায়গাজুড়ে ক্লাস্টারের বোমাগুলি ছড়িয়ে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। ইরানি ক্লাস্টার বোমার আঘাতে বেশ কয়েকজন ইজরায়েলির হতাহত হওয়ার কথা স্বীকার করলেও কোনও সংখ্যা প্রকাশ করেনি নেতানিয়াহু সরকার।

বিশ্বের ১২০টি দেশ ইতিমধ্যে ক্লাস্টার বোমার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। তবে ইজরায়েল ও ইরান ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্লাস্টার বোমা বিরোধী সনদে স্বাক্ষর করেনি। ফলে ইরানের ক্লাস্টার বোমা হামলার জবাবে ইজরায়েলের কাছেও এই মারণ বোমা ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা। এদিকে, ইজরায়েলের সমর্থনে আমেরিকা ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ইজরায়েল সরকারের এক মুখপাত্র দাবি করেছেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের ওপর হামলার নির্দেশ জারি করতে পারেন।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লিভিট আবার এজন্য দু'সপ্তাহের সময়সীমার কথা জানিয়েছেন।

জল্পনা বাড়িয়ে আচমকাই কাতারে মোতায়েন মার্কিন বায়ুসেনার বেশিরভাগ যুদ্ধবিমান ইউরোপে চলে গিয়েছে। গত সপ্তাহেও কাতারের আল উদেইদ বায়ুসেনা ঘাঁটিতে সি-১৩০ হারকিউলিস বিমান সহ ৪০টির বেশি যুদ্ধবিমান মোতায়েন ছিল। বৃহস্পতিবার সেই সংখ্যাটা ৩টিতে নেমে এসেছে। যদিও এডেন উপসাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর বড় অংশ জড়ো হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ৪০ হাজারের বেশি সেনা মোতায়েন করেছে আমেরিকা। আমেরিকা যুদ্ধে যোগ না দিলেও লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেছেন, 'ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলি ধ্বংস করার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। সেখানকার ক্ষমতাসীন শাসকের (আয়াতুল্লা আলি খামেনেই) পতন হবে কি না সেটা ইরানি জনগণ ঠিক করবে। আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেবে কি না সেটা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত। তিনি দেশের স্বার্থের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নেবেন। আর আমি সিদ্ধান্ত নেব ইজরায়েলের স্বার্থের কথা ভেবে।'

জার্মানি ও ইংল্যান্ডের সাহায্যে ফ্রান্স ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধ বন্ধ করতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে রাজি বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ। শুক্রবার তেহরানে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার হিসাব বলছে, ইজরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার পর এদিন পর্যন্ত ইরানে ৬৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ২,০৩৭। ইরানের পালটা হামলায় ইজরায়েলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪।

## সিরিজ জিতবে শুভমানের ভারত

# ঋষভকে সাফল্যের রাস্তা দেখালেন শচীন

অধিনায়ক হিসেবে প্রথম টেস্টে অর্ধশতরান পেরোলেন শুভমান গিল। শুক্রবার লিডসে।

**মুম্বই, ২০ জুন :** মাথার ওপর এতদিন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা ছিলেন। দুই তারকার প্রস্থানে বর্তমান দলে সেখানে সিনিয়ারের তকমা। সেই দায়বদ্ধতা শুভমান গিলের তরুণ ভারত নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে পারে কি না, চোখ ক্রিকেটমহলের।

শচীন তেন্ডুলকারও ব্যতিক্রম নন। বাড়তি নজর রাখছেন ঋষভ পন্থের দিকে। অতীতে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মাটিতে দুর্দান্ত একাধিক ইনিংস খেলেছেন ঋষভ। গত কয়েকটা সিরিজে যদিও উলটো ছবি। ঝুঁকির শটে উইকেট উপহার দেওয়ার প্রবণতা।

শচীন আশাবাদী, তাঁর নামাঙ্কিত সিরিজে অন্য ঋষভকেই দেখতে পাবেন। শুধু প্রত্যাশা নয়, সাফল্যের রাস্তাও বাতলে দিলেন। বলেছেন, 'নিজের সহজাত ক্রিকেটই খেলুক ঋষভ। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী দলের স্বার্থে ব্যাটিংয়ে বদলও জরুরি। জানি, দলের জন্য সবসময় খেলে ঋষভ। দলগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। তবে ইংলিশ কন্ডিশনে ব্যাটিং মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি।'

শচীনের গুরুমন্ত্র, ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজিতে নমনীয়তা আনতে হবে। যখন ম্যাচ বাঁচানোর পরিস্থিতি থাকবে, তখন আগ্রাসী মনোভাব, ঝুঁকিপূর্ণ শট থেকে বিরত থাকতে হবে। অতিরিক্ত আগ্রাসনের প্রয়োজন নেই তখন। সময়টা হতে পারে ৪৫ মিনিট বা ঘণ্টা দুয়েক, ক্রিজে আঁকড়ে থাকতে হবে। শট নির্বাচনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মাস্টার ব্লাস্টারের মতে, ইতিবাচক থাকতে হবে।

> নিজের সহজাত ক্রিকেটই খেলুক ঋষভ। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী দলের স্বার্থে ব্যাটিংয়ে বদলও জরুরি। জানি, দলের জন্য সবসময় খেলে ঋষভ। দলগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। তবে ইংলিশ কন্ডিশনে ব্যাটিং মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি।
>
> **শচীন তেন্ডুলকার**

তবে অহেতুক ঝুঁকি যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। বল বুঝে খেলতে হবে। মনে রাখা উচিত, একটা ভুল ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

আস্থা রাখছেন শুভমান ব্রিগেডের ওপরও। সিরিজ নিয়ে শচীনের পূর্বাভাস- ১৮ বছরের ব্যবধানে ইংল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ জিতবে। ফলাফল হবে ভারতের পক্ষে ৩-১। শচীনের কথায়, যশস্বী, বি সাই সুদর্শন, ঋষভরা ইংলিশ কন্ডিশনে চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত। মুখিয়েও রয়েছে।

ভরসা রাখছেন বোলিংয়েও। শচীনের দাবি, জসপ্রীত বুমরাহ, প্রসিধ কৃষ্ণারা ইংল্যান্ডের সিম, সুইং সহায়ক পরিস্থিতির ফায়দা তুলবে। ইংল্যান্ডের শক্তিশালী ব্যাটিংকে পরীক্ষার সামনে ফেলবে। বিশেষত, জো রুটের জন্য মাথাব্যথার কারণ হবে বুমরাহরা। একই সঙ্গে মনে করিয়ে দিলেন, গত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে বাজবল স্ট্র্যাটেজি ব্যর্থতার কথা।

টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে বাজি ধরলেও ইংল্যান্ডের চ্যালেঞ্জ সামলাতে সতর্কতা জরুরি বলে মনে করেন শচীন। কিংবদন্তির যুক্তি, প্রতিপক্ষ শিবিরে একঝাঁক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রয়েছেন। হোম অ্যাডভান্টেজ স্টোকসদের সঙ্গে। ভারতীয় দলের খেলায় ধৈর্য ও শৃঙ্খলা জরুরি। আশাবাদী, শুভমানরা তা দেখাতে পারবেন।

# যশস্বীর সাফল্যের দিকে তাকিয়ে রাহানে

## মুম্বই সাজঘরের বিতর্ক অতীত

**মুম্বই, ২০ জুন :** বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা নেই।

দলকে ভালো শুরু দেওয়ার ক্ষেত্রে যশস্বী জয়সওয়ালের তরুণ কাঁধে বাড়তি দায়িত্ব। পুরোনো তিক্ততা সরিয়ে আজিঙ্কা রাহানের বিশ্বাস, যশস্বী সফল হবেন। মুখিয়ে রয়েছেন চলতি ইংল্যান্ড সফরে মুম্বই রনজি ট্রফি দলের তরুণ সতীর্থের সাফল্য দেখার জন্য।

রনজি খেলার সময় গত মরশুমে অধিনায়ক রাহানের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান যশস্বী। সাজঘরে রাহানের কিট ব্যাগে লাথি মারার অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। বিতর্ক এমন জায়গায় পৌঁছোয়, মুম্বই ছেড়ে গোয়া রনজি দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেন যশস্বী। অনেক টানাপোড়েনের পর শেষপর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত বদল।

এদিন যশস্বীকে নিয়ে তিক্ততার বাকি প্রাচীরও সরিয়ে দিলেন রাহানে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'যশস্বীর ব্যাটিং নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আগ্রহী। মুখিয়ে আছি ইংলিশ কন্ডিশনে ও কেমন খেলে, তা দেখার জন্য। ইংল্যান্ডের মাটিতে ভালো শুরু গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত ওপেনারদের ভূমিকা। যশস্বীর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। একটা দিক ধরে রাখতে যেমন পারে, তেমনই প্রয়োজনে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে বোলারদের ওপর দাপট দেখানোর ক্ষমতা রাখে।'

বাঁহাতি যশস্বীর পাশাপাশি ভারতীয় পেস ব্রিগেডের দুই অস্ত্র জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের দিকেও তাকিয়ে থাকবেন। রাহানের কথায়, 'বুমরাহ ও সিরাজ এইমুহূর্তে ভারতীয় দলের অন্যতম সিনিয়ার সদস্য। বাড়তি দায়িত্ব তাই ওদের নিতে হবে। বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দিতে হবে। টেস্ট জিততে হলে উইকেট দরকার। দায়িত্বটা বুমরাহদের বেশি করে নিতে হবে। আমি আশাবাদী, ওরা প্রত্যাশা পূরণে সফল হবে।'

রাহানের মতে, সিরিজে নির্ণায়ক ফ্যাক্টর বুমরাহ। ইংলিশ কন্ডিশনে ভারতকে সাফল্য পেতে হলে বুমরাহর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। ইউটিউব চ্যানেলে রাহানে আরও বলেছেন, 'বুমরাহ দুর্দান্ত বোলার। এটা সবাই জানে। ওর উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা প্রশ্নাতীত। ফলে বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে দলকে সাহায্য করতে হবে। ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের গুরুত্ব আলাদা। যা মাথায় রাখতে হবে বুমরাহকেও।'

অস্ট্রেলিয়ার পর এবার ইংল্যান্ডেও প্রথম টেস্টে শতরান করলেন যশস্বী জয়সওয়াল।

# ধৈর্য ও মানসিক শক্তিতেই প্রত্যাবর্তন : করুণ

**লিডস, ২০ জুন :** আট বছর। বড় দীর্ঘ এই সময়।

আট বছরে শিশু কৈশোরের পথে এগিয়ে যায়। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য না পেলে মানুষ হতাশায় ডুবে যায়। চলে যায় মানসিক অবসাদেও।

কিন্তু তিনি করুণ নায়ার ব্যতিক্রম। এমন ব্যতিক্রম ভারতীয় ক্রিকেটে খুব বেশি নেই। ২০১৭ সালে ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফর্ম করে টিম ইন্ডিয়ায় ঢুকে পড়েছিলেন তিনি। বীরেন্দ্র শেহবাগের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ত্রিশতরান করেন করুণও। তারপরই হারিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ধৈর্য হারাননি। লড়াই ছাড়েননি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েননি। বরং আরও শক্তিশালী হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে আট বছর পর ফের টিম ইন্ডিয়ায় ঢুকে পড়েছেন করুণ। আজ হেডিংলে টেস্টের প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়ে করুণ প্রমাণ করেছেন, তাঁর অভিধানে অসম্ভব বলে কিছু নেই। কীভাবে সম্ভব হল প্রত্যাবর্তনের এমন রূপকথা? ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে জানিয়েছেন তাঁর লড়াইয়ের কথা। বলেছেন, 'ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা আমার কাছে শুধু একটা অভ্যাস নয়। বরং ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই যে কথাটা নিয়মিতভাবে ভাবি আমি, সেটা হল আমায় আবার টেস্ট খেলতে হবে। আমায় আবার জাতীয় দলে ফিরতে হবে।'

করুণের জীবনে দুই ভাবনাই এখন বাস্তব। আট বছর পর করুণ জাতীয় দলে ফেরার পাশাপাশি প্রথম একাদশেও ঢুকে পড়েছেন। এহেন করুণ তাঁর ক্রিকেটীয় ভাবনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি অপেক্ষা করেছি। ধৈর্য ধরে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে গিয়েছি। টিভিতে জাতীয় দলের খেলার সময় ভাবতাম, কবে আমি ওই দলে ফের ঢুকতে পারব। সতীর্থদের সামনাসামনি দেখব। ইচ্ছাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম আমি। মাঝের কঠিন সময় মানসিকভাবে আমায় এতটাই শক্তিশালী করে তুলেছে যে, এখন আর হতাশায় ভেঙে পড়ি না। বলতে পারেন, ধৈর্য ও মানসিক শক্তির কারণেই ফের জাতীয় দলে ফিরতে পেরেছি আমি।'

করুণ কর্ণাটকের ছেলে। মাঝের সময়ে নিজের রাজ্য দলের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বিদর্ভে চলে গিয়েছিলেন। আগামী মরশুমে ফের করুণকে কর্ণাটকের হয়ে খেলতে দেখা যেতে পারে। তার আগে করুণের কথায় উঠে এসেছে তাঁর রাজ্য দলের দুই সতীর্থ কেএল রাহুল ও প্রসিধ কৃষ্ণার কথাও। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে করুণের সঙ্গে রাহুল ও প্রসিধও রয়েছেন। এহেন দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা সতীর্থরা যে সবসময় তাঁকে ভরসা দিয়েছেন তা স্বীকার করে বলেছেন, 'দীর্ঘসময় ধরে আমরা তিনজন একসঙ্গে খেলেছি। বহু লড়াইয়ের সাক্ষী আমরা। রাহুল-প্রসিধের মতো বন্ধুদের সঙ্গে জাতীয় দলে ফিরতে পেরে আমি গর্বিত।'

শুধু প্রত্যাবর্তন করলেই হবে না, সুযোগ কাজে লাগাতে হবে ভালোই জানেন করুণ। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি আজ বলেছেন, 'আমি জানি অনেক অপেক্ষা ও লড়াইয়ের পর সুযোগ এসেছে। চেষ্টা করব সুযোগ কাজে লাগাতে।'

# মেসি ম্যাজিকে পোর্তো বধ

দুরন্ত ফ্রি কিকে জয়সূচক গোল করার পথে ইন্টার মায়ামির লিওনেল মেসি।

**ওয়াশিংটন, ২০ জুন :** ইউরোপ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। লিওনেল মেসি মায়ায় আচ্ছন্ন ফুটবল দুনিয়া।

ক্লাব বিশ্বকাপে নিজস্ব ছন্দে পাওয়া গেল আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকরকে। গ্রুপ 'এ'-এর ম্যাচে পর্তুগিজ ক্লাব পোর্তোকে ২-১ গোলে হারিয়েছে তাঁর দল ইন্টার মায়ামি। দলের জয়সূচক গোলটি করেছেন স্বয়ং মেসি। এই প্রথমবার মেজর সকার লিগের কোনও দল প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে ইউরোপীয় কোনও দলকে হারাল।

ম্যাচের ৮ মিনিটে অবশ্য এগিয়ে গিয়েছিল এফসি পোর্তো। পেনাল্টি থেকে গোল করেন সামু আগেহোয়া। কিন্তু মেসি যেদিন ছন্দে থাকবেন সেদিন প্রতিপক্ষের সব পরিকল্পনার জলাঞ্জলি হবে। এবং হয়েছেও তাই। ৪৭ মিনিটে ইন্টার মায়ামির হয়ে তেলাস্কো সেগোভিয়া গোল করেন। মিনিট সাতেক পরেই আসে ম্যাচের সবচেয়ে জাদুকরী মুহূর্ত।

বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রি কিক পায় ইন্টার মায়ামি। বাঁ পায়ের ট্রেডমার্ক শটে সরাসরি লক্ষ্যভেদ করেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। পোর্তোর গোলরক্ষক ক্লদিও র‍্যামোসের চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। নিজের কেরিয়ারে এই নিয়ে ফ্রি কিক থেকে ৬৮টি গোল করেছেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। একমাত্র ব্রাজিলিয়ান তারকা জুনিনহো (৭৭) এবং ফুটবল সম্রাট পেলে (৭০) ছাড়া তাঁর সামনে আর কেউ নেই। শুধু তাই নয়, এই গোলের সুবাদে মায়ামির হয়ে ৫০টি গোলের কীর্তি স্পর্শ করেছেন মেসি।

ম্যাচের পর মায়ামি কোচ জেভিয়ার মাসচেরানো বলেছেন, 'মেসি এই বয়সেও যেভাবে নিজেকে প্রমাণ করছে, তা সবার কাছে অণুপ্রেরণাদায়ক। ফুটবলের ইতিহাসে ও সেরা খেলোয়াড়।'

## পিএসজি-কে হারিয়ে অঘটন বোটাফোগোর

এদিকে, ক্লাব বিশ্বকাপে ইউরোপজয়ী প্যারিস সাঁ জাঁ-কে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়েছে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব বোটাফোগো। ম্যাচের ৩৬ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন স্ট্রাইকার ইগর জেসুস। সারা ম্যাচে দাপট দেখালেও গোলমুখে ব্যর্থতার জন্যই পরাজয় ঘটেছে পিএসজি-র। ক্লাব বিশ্বকাপের অপর ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ৩-১ গোলে হারিয়েছে সিয়াটল সাউন্ডার্সকে।

## প্রতিকূলতাকে হারিয়ে এশিয়াডের স্বপ্ন সৌগতর

# অটোচালকের ছেলের হাতে পাঁচ সোনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুন :** 'ফাইট কোনি ফাইট।'

মতি নন্দীর লেখা উপন্যাস 'কোনি'-র বিখ্যাত সংলাপ। সেই সংলাপই যেন মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে বাংলার প্রতিভাবান সাঁতারু সৌগত দাসের।

সদ্যসমাপ্ত রাজ্য সাঁতারে পাঁচটি সোনা জিতেছেন সৌগত। এর মধ্যে ৫০, ১০০, ২০০ এবং ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে রাজ্য রেকর্ড গড়েছেন তিনি। ২২ জুন থেকে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সাঁতারে বাংলার অন্যতম মুখ জয়নগরের তুলসীঘাটার ছেলে সৌগত।

সৌগত দাস

পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো নয় সৌগতর। বাবা অরবিন্দ দাস অটো চালিয়ে সংসার চালান। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে জয়নগর নিমপীঠের বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পুকুরে নেপালচন্দ্র দাসের তত্ত্বাবধানে সাঁতারের প্রশিক্ষণ শুরু তাঁর। তবে গত চার বছর তিনি কলকাতার সুভাষ সরোবরে বিশ্বজিৎ দে চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করছেন। কিংবদন্তি মার্কিন সাঁতারু মাইকেল ফেলপসকে আদর্শ মনে সৌগত।

রাজ্যস্তরে রেকর্ড গড়েও কোনও স্পনসর পাননি সৌগত। একরাশ হতাশা নিয়েই 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে তিনি বলেছেন, 'আমি কোনও স্পনসরশিপ পাইনি। ছোটবেলার কোচ নেপালচন্দ্র দাস কিছুটা সাহায্য করেছেন। এখন আমি সাঁতারের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য কলকাতায় ঘরভাড়া নিয়ে রয়েছি। এখানে আমার খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান কোচ বিশ্বজিৎ স্যর সাহায্য করেন। বাকি খরচটা আমার বাবা অটো চালিয়ে জোগাড় করেন।'

> আমি কোনও স্পনসরশিপ পাইনি। ছোটবেলার কোচ নেপালচন্দ্র দাস কিছুটা সাহায্য করেছেন। এখন আমি সাঁতারের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য কলকাতায় ঘরভাড়া নিয়ে রয়েছি।
>
> **সৌগত দাস**

শত প্রতিকূলতার মধ্যেও হাল ছাড়তে নারাজ সৌগত। তিনি বলেছেন, 'এখন লক্ষ্য জাতীয় সাঁতার। সেখানে ভালো ফল করতে চাই। সেখান থেকে এশিয়াডে ট্রায়ালে অংশ নিয়ে মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পেতে চাই। দেশের হয়ে এশিয়াডে প্রতিনিধিত্ব করা আমার স্বপ্ন।' আপাতত নিমপীঠের পুকুর থেকে এশিয়াডের স্বপ্ন দেখছেন বাংলার এই প্রতিভাবান সাঁতারু।

# বিরল সম্মান নাদালকে

**মাদ্রিদ, ২০ জুন :** স্প্যানিশ টেনিস তারকা রাফায়েল নাদালের মুকুটে আরও একটি পালক। স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ তাঁকে 'মার্কুইস'-উপাধিতে ভূষিত করেছেন। স্পেনের রাজার সিংহাসন আরোহণের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান জানানো হয়েছে। তারমধ্যে অন্যতম ২২ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী নাদাল। আপাতত স্প্যানিশ তারকা লেভান্ত দি মায়োর্কার মার্কুইস হিসেবে পরিচিত হবেন। এই মায়োর্কা দ্বীপেই নাদালের জন্ম হয়েছিল।

# কলকাতা লিগে ম্যাসকট গোপাল ভাঁড়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুন :** অভিনব ভাবনা আইএফএ-র। এবার কলকাতা ফুটবল লিগের ম্যাসকট গোপাল ভাঁড়। শতাব্দীপ্রাচীন লিগের জনপ্রিয়তা ফেরাতে বিপণনে জোর দিচ্ছে রাজ্য ফুটবল সংস্থা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ২৩ জুন সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই লিগের ম্যাসকট হিসাবে প্রকাশ্যে আনা

**পরবর্তী শুনানি ১ জুলাই**

হবে গোপাল ভাঁড়কে। এই ব্যাপারে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'গোপাল ভাঁড় বাঙালিয়ানার প্রতীক। ঠাট্টা-তামাশা নয়, বরং বুদ্ধিমত্তাই তাঁর পরিচয়। সেই কারণেই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টের ম্যাসকট হিসাবে বাংলার জনপ্রিয় চরিত্রটিকে বেছে নেওয়া।' এখানেই শেষ নয়। লিগের উদ্বোধনেও বেশ কিছু চমক থাকছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন জনপ্রিয় এক লোকসংগীত শিল্পী।

এদিকে, শুক্রবার কলকাতা লিগ নিয়ে শুনানি ছিল আদালতে। আইএফএ দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি চাইলেও ডায়মন্ড হারবার এফসির তরফে আরও খানিকটা সময় চাওয়া হয় এদিন। মামলার পরবর্তী শুনানি ১ জুলাই।

# আজ আসছেন মেহরাজ

**কলকাতা, ২০ জুন :** শনিবার কলকাতায় আসছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। রবিবার থেকে দলের অনুশীলনে যোগ দেবেন তিনি। মেহরাজের অনুপস্থিতিতে সাদা-কালো শিবিরকে অনুশীলন করাচ্ছেন সহকারী কোচ উৎপল মুখোপাধ্যায়। কলকাতা লিগে মহমেডানের প্রথম ম্যাচ ২৯ জুন। প্রতিপক্ষ পিয়ারলেস।

## অভিযোগ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের

# সভাপতি পদে আর লড়বেন না বাইচুং

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২০ জুন :** অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে একের পর এক ভুল করেছেন। আর যার জেরে ভারতীয় ফুটবলই যে শুধু মুখ থুবড়ে পড়েছে তা নয়, নাম খারাপ হয়েছে বিজেপি-রও। সরাসরি বলে দিয়ে গেলেন বাইচুং ভুটিয়া।

বহুদিন পর কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হলেন ভারতের ফুটবল আইকন। তবে এদিন ফুটবলার হিসাবে নয়, তাঁকে সম্ভবত ফেডারেশনের বিরোধী দলনেতার ভূমিকাতেই দেখা গেল। ভারতীয় দল থেকে ফেডারেশনের কর্মকাণ্ড, একের পর এক অনিয়ম তুলে ধরেন কল্যাণ চৌবের। ভারতীয় ফুটবলের ক্রমাবনতির জন্য কল্যাণের নেওয়া ভুল সিদ্ধান্তই দায়ী বলে মনে করেন বাইচুং। তাঁর পরিষ্কার অভিযোগ, '২০২৭ সালের এশিয়ান কাপ আমরাই পেতাম। কারণ তার আগেরটা হয় কাতারে। সম্ভবত, সৌদি আরব পেত না। কিন্তু কল্যাণ ওখানে গিয়ে কথা বলে কী চুক্তি করল কে জানে! দেখা গেল আমরা দৌড়েই নেই। সেই সময় এশিয়ান কাপ পেলে চার বছর সময় পেতাম তৈরি হওয়ার জন্য। আমাদের ফুটবলও তখন একটা ভালো সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। এখন বলা হচ্ছে ২০৩১ সালে নাকি দরপত্র দেওয়া হবে। সেদিন টেবিলের তলায় হওয়া চুক্তির কোনও সুফল ভারত পেয়েছে?' ব্যক্তিগত ঝামেলার জেরে ইগর স্টিমাককে তাড়িয়ে দেওয়া এবং মানোলো মার্কুয়েজকে কোচ করার জন্য যে ভারতীয় দলের সমূহ ক্ষতি হয়, সেই কথাও বলেন তিনি, 'ইগরের সময়ে ভারত বেশ কয়েকটা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়। কিন্তু হঠাৎই ইগরকে সভাপতি তাড়িয়ে দিলেন নিজের ইগো বজায় রাখতে। দেখবেন ইগরও বলে গিয়েছেন, কল্যাণ নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। মানোলোকেও নিয়োগ করে কাউকে কিছু না জানিয়ে। কিছু লোককে ও রেখেছে হাত তোলার জন্য। একজনের পক্ষে ক্লাব এবং জাতীয় দল দুই জায়গায় মনোনিবেশ করা অসম্ভব।'

তবে দেশি কোচ নয়, বাইচুং লম্বা সময়ের জন্য কোনও ভালো বিদেশি কোচ নিয়োগের পক্ষে। সুব্রত পালকে জাতীয় দলের ডিরেক্টর করা নিয়ে বাইচুংয়ের কটাক্ষ, 'ও দুর্দান্ত গোলরক্ষক। ওকে গোলকিপার তৈরির কাজে লাগানো উচিত ছিল। অথচ ওকে ডিরেক্টর করা হল! যে হংকং ম্যাচের পর রিপোর্ট দিচ্ছে, আমাদের ছেলেরা চেষ্টা করেছে কিন্তু জয় আসেনি। রিপোর্টে টেকনিকাল বিশ্লেষণ কোথায়?' আইএসএলের চুক্তিসংক্রান্ত বিষয়ে কল্যাণ যাঁদের নিয়োগ করেন, তাঁরা যে কিছুই না জেনে স্রেফ আলোচনা করতে গিয়েছিলেন, সেই কথাও বলেন বাইচুং।

কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে বাইচুং ভুটিয়া।

> ইগরের সময়ে ভারত বেশ কয়েকটা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়। কিন্তু হঠাৎই ইগরকে সভাপতি তাড়িয়ে দিলেন নিজের ইগো বজায় রাখতে। দেখবেন ইগরও বলে গিয়েছেন, কল্যাণ নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। মানোলোকেও নিয়োগ করে কাউকে কিছু না জানিয়ে। কিছু লোককে ও রেখেছে হাত তোলার জন্য।
>
> **বাইচুং ভুটিয়া**

বাইচুং জানান, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের জন্য সভাপতি পদে আর লড়তে আগ্রহী নন। তাঁর মন্তব্য, 'যেভাবে এসব নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার চলে বলেই আমি আর আগ্রহী নই। তবে এটা চাই, কল্যাণের জায়গায় একজন ভালো প্রশাসক আসুন, যিনি ফুটবলটাকে ভালোবেসে কাজ করবেন। ওকে দেখার পর মনে হচ্ছে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি কী প্রফুল প্যাটেল অনেক ভালো ছিলেন। এআইএফএফ এখন সার্কাসে পরিণত হয়েছে।' কল্যাণের বিরুদ্ধে ফেডারেশনের ক্রেডিট কার্ড ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, সংস্থার টাকায় বেঙ্গালুরুতে এসইউভি কেনার মতো অভিযোগও করেন। পরে কল্যাণ আবার পালটা বিবৃতি দেন, 'বাইরে না বলে আগামী ২ জুলাই কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় এসে বাইচুং তাঁর মতামত জানালে ভালো হয়।'

সবশেষে নিজের অ্যাকাডেমি প্রসঙ্গে জানান। যেখানে ৩০ শতাংশ ছাত্রের ব্যয়ভার তাঁরা বহন করেন। বাইচুং শুধু বিবিএফএই নয়, পাহাড়গুমিয়া টি এস্টেটে দেশের প্রথম ক্রীড়া স্কুল গড়তে চলেছেন বলে এদিন ঘোষণা করেন।

# বিদর্ভ ছাড়ছেন জিতেশ, হয়তো করুণও

**নাগপুর, ২০ জুন :** বিদর্ভ ছাড়ছেন জিতেশ শর্মা। শেষ মরশুমে বিদর্ভের রনজি ট্রফি জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি। এহেন জিতেশ বিদর্ভ ছেড়ে বরোদায় যোগ দিতে চলেছেন বলে খবর। আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রে এমন খবর জানা গিয়েছে। ৩১ বছরের উইকেটকিপার ব্যাটার শেষ ঘরোয়া মরশুমে দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে আইপিএল জয়ের পথেও দলের সাফল্যে অবদান রয়েছে তাঁর। এহেন জিতেশ কেন বিদর্ভ ছাড়ছেন? সূত্রের খবর, বরোদার সঙ্গে অনেকদিন ধরেই আলোচনা চলছিল তাঁর। শেষ পর্যন্ত বরোদার প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন তিনি। এদিকে, আট বছর পর ভারতীয় টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তন করা করুণ নায়ারও বিদর্ভ ছাড়তে চলেছেন বলে খবর। হেডিংলে টেস্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকা করুণ বিদর্ভ ছেড়ে তাঁর নিজের রাজ্য দল কর্ণাটকে ফিরতে পারেন বলে খবর। যদিও সরকারিভাবে এই ব্যাপারে এখনও কিছুই জানানো হয়নি।

# ড্রয়ের পথে প্রথম টেস্ট

**কলম্বো, ২০ জুন :** ব্যাটারদের দাপট। শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ড্রয়ের পথে। গলের উইকেট থেকে বোলাররা সেভাবে কোনও সাহায্যই পাচ্ছে না। টেস্টের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের ৪৯৫ রানের জবাবে ৪৮৫ রান করে লঙ্কা ব্রিগেড। দ্বিতীয় ইনিংসেও বড় রানের পথে এগোচ্ছেন নাজমুল হোসেন শান্ত, মুশফিকুর রহিমরা। চতুর্থ দিনের শেষে ১৮৭ রানে এগিয়ে বাংলাদেশ।

৪ উইকেটে ৩৬৮ রান নিয়ে চতুর্থ দিনে খেলা শুরু করে শ্রীলঙ্কা। ধনঞ্জয় ডি সিলভা, কুশল মেন্ডিস দ্রুত ফিরলেও কামিন্দু মেন্ডিস-মিলন রত্নায়েকে সপ্তম উইকেটের জুটিতে ৮৪ রান যোগ করেন। রত্নায়েকে ৩৯ ও কামিন্দু ৮৭ রান করেন। ১০ রানের লিড নিয়ে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে বাংলাদেশের স্কোর ৩ উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ ১৭৭ রান। উইকেটে রয়েছেন শান্ত (৫৬) ও মুশফিকুর (২২)।

# নটিংহ্যামশায়ারে ঈশান

**লন্ডন, ২০ জুন :** কাউন্টি ক্রিকেট খেলবেন ঈশান কিষান। তাঁর সঙ্গে নটিংহ্যামশায়ারের স্বল্পমেয়াদি চুক্তিও হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাইল ভেরেইনের বদলি হিসেবে নটিংহ্যামশায়ারে যোগ দিতে চলেছেন ঈশান। ট্রেন্টব্রিজে ২২ জুন ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে নটিংহ্যামশায়ারের। সেই ম্যাচ থেকেই কাউন্টিতে ঈশানকে দেখা যাবে। নটিংহ্যামশায়ারের ওয়েবসাইটে তিনি সেই আজ বলেছেন, 'এই প্রথম ইংল্যান্ডের মাটিতে কাউন্টি খেলার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। নিজের ক্রিকেটীয় স্কিল উজাড় করে দেওয়ার জন্য আমি তৈরি।'

# যশস্বী-গিলের সেঞ্চুরিতে ‘শুভ’ মহরত

শতরানের পর উচ্ছ্বসিত যশস্বী জয়সওয়াল।

**ভারত-৩৫৯/৩ (প্রথমদিনের শেষে)**

**লিডস, ২০ জুন :** মিশন ইংল্যান্ড। বিলেত সফর।

ভারতীয় দলের জন্য বরাবরই শক্ত গাঁট। শেষবার বিলেতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয় আঠারো বছর আগে রাহুল দ্রাবিড় ব্রিগেডের সৌজন্যে। গৌতম গম্ভীর জমানায় এবার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের সঙ্গে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জ।

সিরিজের প্রথমদিনে যে পরীক্ষায় প্রত্যাশার পারদ চড়িয়ে দিলেন তরুণ ভারত। তারুণ্যের তেজ, ভয়ডরহীন ক্রিকেটে যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলরা নিপুণ দক্ষতায় সলতে পাকালেন। জোড়া শতরানে সম্ভাবনা উসকে দিয়ে ভরসা জোগালেন আসমুদ্র হিমাচলকে।

শুরুতে যশস্বী-লোকেশ রাহুলের (৪২) ৯১ রানের ওপেনিং জুটি। মাঝের সেশনে যশস্বী (১০১)-শুভমানের (অপরাজিত ১২৭) জোড়া সেঞ্চুরি, জুটিতে লুটির (১২৯ রান) প্রদর্শনী। তাল ঠুকলেন ঋষভ পন্থও (অপরাজিত ৬৫)। যার সামনে খেই হারালেন ব্রাইডন কার্স, জোশ টাঙ্গদের সঙ্গে অভিজ্ঞ ক্রিস ওকসও।

তৈরি হল নয়া ভারতের রঙিন ক্রিকেটীয় কোলাজ। ৪৯তম ওভারের শেষ বলে কার্সকে পয়েন্টের দিকে ঠেলে সেঞ্চুরি পূরণ যশস্বীর। এক হাতে ব্যাট, অপর হাতে হেলমেট নিয়ে দৌড়, আকাশের দিকে লম্বা লাফ। যে লাফে ‘শুভমান পক্ষে’র শুভসূচনার বার্তা।

শুভমান সেখানে অধিনায়ক হিসেবে নিজের প্রথম ইনিংস সাজানো দৃষ্টিনন্দন শটের ফুলঝুরিতে। লাল বলের ফরম্যাটে পরিসংখ্যান ততটা ঝলমলে নয়। ছিল হঠাৎ পাওয়া নেতৃত্বের চাপ। এদিন যা ফুৎকারে ওড়ালেন। বিরাটের চার নম্বর জুতোয় পা গলিয়ে ‘সামনে থেকে নেতৃত্বের’ মশাল জ্বালালেন ১৬টি চার ও ১টি ছক্কায় সাজানো ১২৭-এ।

লোকেশ-যশস্বীর ৯১ রানের জুটিতে ভালো শুরু। শুভমান-যশস্বীর যুগলবন্দিতে ১২৯। রাশ ওখানেই শক্ত করে নেয় ভারত। যশস্বী ফেরার পর অবিচ্ছিন্ন চতুর্থ উইকেটে ঋষভকে নিয়ে ১৩৮ যোগ করে দাপট জারি রাখেন শুভমান। দ্বিতীয় নতুন বল নিয়েও যে দাপটে ব্রেক লাগাতে পারেননি স্টোকসরা।

সারাদিন দাপটের ফল, প্রথম সেশনে ৯২/২। চা পানে ২১৫/২। দিনের শেষে ৩৫৯/৩। নিঃসন্দেহে চালকের আসনে ভারত। দ্বিতীয় দিনে রাশটাকে আরও শক্ত করে নিতে পারলে, হেডিংলে জয়ের স্বপ্ন যেখান থেকে দেখাই যায়।

হেডিংলেতে এদিন হাউসফুল বোর্ড। যে ভিড়ে হাজির ভারত আর্মি, তেরঙা পতাকা। টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার সময় স্টোকসের মুখে আবার চওড়া হাসি। শেষ ৬টি টেস্টে প্রথমে বোলিং করা দল জিতেছে এখানে। তার ওপর ভারতের অনভিজ্ঞ ব্যাটিং লাইনআপ। শুভমানের চোখ তখন ঝলমলে আকাশে। ইশারায় যথেষ্ট।

বিশ্বাস প্রথমে কয়েক ওভার কাটিয়ে দিলে ব্যাটিং সমস্যা হবে না। প্রত্যাশামাফিক অভিষেক বি সাই সুদর্শনের। আট বছর পর প্রত্যাবর্তন করুণ নায়ারের। বোলিংয়ে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে পেস অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর।

## সংগতে লোকেশ, ঋষভও

দিনটা অবশ্য ব্যাটারদের। একান্তভাবে যশস্বী, শুভমানের। ভারতের মাটিতে হওয়া গত সিরিজ সর্বাধিক রান করেছিলেন যশস্বী। এবার ইংলিশ কন্ডিশনে আতঙ্কের ‘ভূত’ ঝেড়ে নয়া রূপকথা। ১৫৯ বলে ১০১ রানের দাপুটে ব্যাটিংয়ে শুরুর চাপটা শুষে নিলেন।

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার স্মরণে ম্যাচ শুরুর আগে এক মিনিটের নীরবতা পালন। দুই দল কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামে। বাইশ গজের যে দ্বৈরথে প্রথমদিনে তরুণ ভারতের একতরফা আস্ফালন। শুরুতে বাড়তি মুভমেন্ট, তাজা পিচে একাধিকবার পরাস্ত হলেও দমানো যায়নি লোকেশ-যশস্বীদের।

গুরুত্বপূর্ণ প্রথম সেশনে প্রথম স্পেলে উইকেটহীন পেস-ত্রয়ী ক্রিস ওকস, কার্স, টাঙ্গ। নিশ্চিতভাবে এরপর জোফ্রা আর্চার, মার্ক উডদের দ্রুত প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা জোরদার হবে। অনেকেই হাত কামড়াবেন জেমস অ্যান্ডারসনকে অবসর নিতে বাধ্য করার সিদ্ধান্তে।

খেলার বিপরীতে লাঞ্চের ঠিক আগে জোড়া ধাক্কা। অফের বাইরের বলে কভার ড্রাইভ করতে গিয়ে আউট লোকেশ (৪২)। এরপর স্টোকসের ঝোলায় সুদর্শন (০)। ম্যাচের আগে চেতেশ্বর পূজারা টেস্ট ক্যাপ তুলে দেন। যদিও অভিষেকের মঞ্চ সাজানোর বদলে শূন্য হাতে ফেরা।

চাপ তৈরি হতে দেননি শুভমান-যশস্বী। প্রথম থেকেই চোখধাঁধানো ড্রাইভে বাইশ মাতাচ্ছিলেন শুভমান। মাঝেমধ্যে মাটি ঘেঁষা পুল শট। ব্যাকফুট পাঞ্চে যশস্বী অপরদিকে অনায়াসে খুঁজে নিচ্ছিলেন বাউন্ডারির ঠিকানা। স্টোকসের স্লেজিংকে পাত্তা না দিয়ে ঋষভও বোঝালেন, বিদেশের মাটিতে তাঁর ব্যাট বরাবরই চওড়া।

সুনীল গাভাসকার বলছিলেন, নতুন প্রজন্ম ভয়ডরহীন ক্রিকেটে বিশ্বাসী। কয়েকটা বলে পরাস্ত হলেও খোলসে ঢুকে যায় না। পালটা জবাব দিতে জানে। এদিন যার প্রতিফলন জিওফ্রে বয়কট, জো রুটের ক্রিকেটীয় আঁতুড় হেডিংলেতে।

শতরান করে হুংকার শুভমান গিলের।

## জয়ী গারোপাড়া ক্লাব

**কোচবিহার, ২০ জুন :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে শুক্রবার গারোপাড়া ক্লাব ৩-০ গোলে ভারতী সংঘকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে সৌরভ দাস, স্বর্ণদীপ সাংমা ও সৌভিক মারাক গোল করেন। সৌরভ ম্যাচের সেরা হয়ে নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরা সৌরভ দাস।
ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

সভাপতি পদে আর লড়বেন না বাইচুং -খবর তেরোর পাতায়

## বিকাশের জোড়া গোল

**জলপাইগুড়ি, ২০ জুন :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার এবিপিসি ৩-১ গোলে হারিয়েছে জেসিসিএ-কে। জেসিসিএ-র একমাত্র গোলস্কোরার তাজিমুল মহম্মদ। জোড়া গোল করেন এবিপিসি-র বিকাশ দাস। তাদের অন্য গোলটি বিট্টু দাসের। ম্যাচের সেরা এবিপিসি-র রিয়ুষ সরকার।

**শ্রাদ্ধানুষ্ঠান**

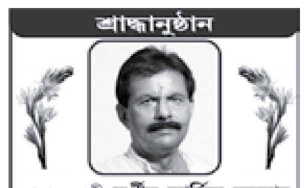

আমার স্বামী **স্বর্গীয় কার্তিক সরকার** গত **১১ই জুন ২০২৫ বুধবার** ইহলোকের মায়া ত্যাগ করিয়া অমৃতলোকে গমন করিয়াছেন। তার আত্মার শান্তি কামনায় আগামী **২১শে জুন ২০২৫ শনিবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান** অনুষ্ঠিত হইবে। সকল শ্মশানবন্ধু, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাই।
ভাগ্যহীনা : রেখা সরকার (স্ত্রী)
সাথী সরকার (কন্যা), অনিন্দিতা সরকার (পুত্রবধূ)
ভাগ্যহীন : করণজিৎ সরকার (পুত্র)
নাগাল্যান্ড বিল্ডিং, ঘোঘোমালি মেইন রোড, শিলিগুড়ি

## ফাইনালে ইয়ুথ

**মেখলিগঞ্জ, ২০ জুন :** কুচলিবাড়ি ফুটবল ক্লাবের নকআউট ফুটবলে ফাইনালে উঠল ডাঙ্গারহাট ইয়ুথ একাদশ। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়েছে কুচলিবাড়ি এফসি ‘এ’ দলকে। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে মৃগিপুর প্রান্তিক যুব সংঘ ও কুচলিবাড়ি এফসি ‘বি’।

## জয়ী ইউনাইটেড

**বীরপাড়া, ২০ জুন :** আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলের ‘ই’ গ্রুপের ম্যাচে শুক্রবার বীরপাড়ার ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-০ গোলে শিশুবাড়ির যুবশক্তি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। জুবিলির মাঠে গোল করেন অভিষেক লিম্বু ও বিশেষ তামাং। বৃহস্পতিবার বীরপাড়া ডিটিওয়াইডিএফএ ১-০ গোলে টোটোপাড়া পাইকিংশা ক্লাবকে হারিয়েছিল। গোলস্কোরার রাহুল ওরাওঁ। সোমবার ডিটিওয়াইডিএফএ খেলবে বীরপাড়া ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে।

## সেরা একলব্য

**মালবাজার, ২০ জুন :** মহকুমা স্তরের আন্তঃ বিদ্যালয় সুব্রত কাপে শুক্রবার অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল নাগরাকাটা একলব্য স্কুল। মাল আদর্শ বিদ্যাভবন মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-০ গোলে হারিয়েছে নাগরাকাটা হিন্দি হাইস্কুলকে। অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের বিভাগেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে একলব্য স্কুল। ফাইনালে তারা ১-০ গোল জয় পায় হিন্দি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার পাতিবাড়ি হাইস্কুল মাঠে অনূর্ধ্ব-১৫ সুব্রত কাপের ফাইনালে নাগরাকাটা একলব্য স্কুলকে ১-০ গোলে হারিয়ে জয়ী হয়েছে মাল আদর্শ বিদ্যাভবন।

## রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে ৮ পদক জলপাইগুড়ির

**জলপাইগুড়ি, ২০ জুন :** সিনিয়ার রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দিনে ৩ সোনা সহ ৮টি পদক জিতল জলপাইগুড়ির অ্যাথলিটরা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনূর্ধ্ব-২৩ ছেলেদের ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছে সামির রহমান। এই ইভেন্টে তার গড়া নতুন মিট রেকর্ড ২১.৪ সেকেন্ড। এছাড়া অনূর্ধ্ব-২৩ ছেলেদের জ্যাভলিন থ্রো-য়ে রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছে জয়দেব রায়। সাগর রায় ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২০ হাই জাম্পে প্রথম হয়েছে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-২০ ২০০ মিটার দৌড়ে রুপো জিতেছে মনিকা রাহা। অন্যদিকে, অনুষ্কা কর অনূর্ধ্ব-২০ মেয়েদের ২০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় হয়েছে। অনূর্ধ্ব-২৩ মেয়েদের জ্যাভলিন থ্রো-য়ে ব্রোঞ্জ এনেছে সোনালী তফাদার। প্রশান্ত ওঁরাও ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগের ৫০০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় হয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে উজ্জ্বল দাস চৌধুরী জানিয়েছেন,আগামী দুইদিন আরও কয়েকটি ইভেন্টে প্রতিনিধিত্ব করবে জলপাইগুড়ি জেলার অ্যাথলিটরা।

সোনা জয়ের পর জয়দেব রায় (বাঁয়ে)। সোনা জিতে সামির রহমান।

সময়োত্তর উদ্ভাবনী সৃজন যা আজও চিরন্তন।
ট্রাই-প্লাই কুকওয়্যার
কার্যকরীভাবে রন্ধনের জন্য

প্রেস্টিজ যেকোনও-এর বিনিময়ে যেকোনও
এক্সচেঞ্জ অফার*
25%-60% ছাড়*
1লা মে থেকে 30শে জুন পর্যন্ত

ট্রাই-প্লাই কুকওয়্যার-এর বিশাল সম্ভার
কিউট স্প্লেন্ডার হেক্সাম্যাজিক

আমাদের এক্সচেঞ্জ সেলে বদলে ফেলুন আপনার পুরনো কুকার, কুকওয়্যার ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স আর আপগ্রেড করুন সর্বাধুনিক রেঞ্জে।

Prestige
পরিবারের প্রতি ভালবাসা যার, প্রেস্টিজকে সে করে কি অস্বীকার

MADE WITH PRIDE IN INDIA | CUSTOMER CARE NO 080-60004411 | Scan to find Prestige Xclusive stores | Scan to avail exchange offer | Shop Online on shop.ttkprestige.com | ttk

*শর্তাবলী প্রযোজ্য। অফার শুধুমাত্র বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমস্ত ডিসকাউন্টগুলি এমআরপি'র উপরে কেবলমাত্র। সকল ডিস্কাউন্ট সংশ্লিষ্ট প্রোডাক্ট ক্যাটাগরির উপর প্রযোজ্য, উল্লেখিত প্রোডাক্টটির উপর নয়। এই অফার শুধুমাত্র নির্বাচিত ডিলার আউটলেটগুলিতে স্টক শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপলব্ধ। এক্সচেঞ্জ-মূল্য নির্ভর করছে ক্রয়-করা বিবিধ সামগ্রী আর ফেরত-দেওয়া পুরনো জিনিসগুলির ওপর। যেকোনও ব্র্যান্ডের পুরনো জিনিস গ্রহণযোগ্য। প্রকৃত এক্সচেঞ্জ-অফার দরের জন্য যেকোনও-এর বিনিময়ে যেকোনও অফারের অন্তর্ভুক্ত মূল্য-তালিকা দেখে নিন, যা বাছা-বাছা ডিলার-কেন্দ্রে পাওয়া যাচ্ছে। পুরনো যেসব জিনিস ফেরত দেওয়া যেতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে অ্যালুমিনিয়াম স্টেনলেস্ স্টিলের প্রেশার কুকার, অ্যালুমিনিয়াম কুকওয়্যার (পাত্রের ওজন কমপক্ষে 400 গ্রাম হওয়া বাঞ্ছনীয়), গ্যাস্ স্টোভ (অন্ততঃ 2-টি বার্ণার বিশিষ্ট), মিক্সার গ্রাইন্ডার্স (মোটর সহ বডি এবং দুটি স্টেইনলেস স্টিলের জার থাকতে হবে), ইণ্ডাকশন কুক-টপ্স, রাইস্ কুকার্স, চিমনি, হবটপ্স, ওয়েট গ্রাইন্ডার্স, ওটিজি'স, কেট্‌লি, টোস্টার্স, ইস্ত্রী, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, জ্যুসার্স, ব্লেণ্ডার্স, ওয়াটার পিউরিফায়ার্স ও ভ্যাক্যুম ক্লিনার। প্রেস্টিজ® লোগোটি ভারতে টিটিকে প্রেস্টিজ লিমিটেড-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী জানতে আপনার নিকটবর্তী প্রেস্টিজ এক্সক্লুসিভ / ডিলার আউটলেটে যান অথবা দেখুন আমাদের ওয়েবসাইট https://shop.ttkprestige.com/anything-for-anything-offer

For Franchise Enquiry Please contact Mob – 7003070567 / 9903329820 ■ For Distributor & Institutional enquiries Call +91 919230335256

Prestige Xclusive
Siliguri : NEWLY OPENED : First Floor, H/446/227/158, Sevoke More, 8372915345, Siliguri : PaniTanki More: 9434007070, Jaigaon: 9800072350, Balurghat: 8116109940, Nagrakata: 9775888737, Berhampore: 6297018384 WEST TRIPURA AGARTALA: 9774113634 ,ASSAM SILCHAR: 6901970980,

**Siliguri:** Mahakali Stores 9474583722; Nadia Stores 9932026652; Pranab Stores 9434327298; Royal Suppliers 9832073734; Punjab Home Appliances 9474670833; G.N. Variety Stores 9475837488; Jony Enterprise 8250725810; Abiskar 8637898647; Maruti Electric & Appliances 9531563049; Crockery Palace 9800279759; Anurag Enterprise 9800006868; **Fulbari:** Maa Rakhalmari Metal 8617836920; **Champasari:** Mega Basket 7001007500; **Naxalbari:** Charu Enterprise 9932707325; **Coochbehar:** S. P. Trading 9434686111; Dream Kitchen 9832096039; Muskan Enterprise 94745-21627; Tolaram Dalimchand 03582-230251; **Dinhata:** Joarder & Co. 98323-74284 ; Saha Bros 9475118237; **Jaigaon:** Sharma Brothers 94343 49769; Crockery House 9233780167; Apna Bazaar 9232052304; Vikash Enterprise 9609990903; **Malbazar:** North Bengal Metal Stores 6297777504; **Birpara:** Ganesh Metal 9832409730; **Darjeeling:** Anup Sales agency 98320-91247; Jyoti Enterprise 9641057482; **Islampur:** Durga metal Stores 9933889549 ; Islampur metal 73844-29290; Ananda Basanalaya 9832005305, Uttam Basanalaya 9434557143; Banik Basanlaya ;9641337983 **Alipurduar:** Kundu & Sons 7980233484; Variety Gas Oven 9434184967; Dooars Appliances 7001170324; Metal Palace 7501557223; **Falakata:** Bhubaneswari Enterprise 9932460645; Maa Kali Plastic 7318657846; **Jalpaiguri:** Prasadiram Prabhudayal 6294584613; Sanghai Brothers 9434044430; **Dhupguri:** Ghar Sansar 97343-39739; Sagarika Furniture 9832324511; Kundu Variety 9832488838; **Malda:** Bengal Varaiety Stores 9851414493; Malda Electric House 94346800562; Koushik Dutta 9093881463; The Shailo Bhandar 9641385967; Alumunium Shoping House 9851740686; Sharma Sound & Service 8513077592; New Anu Basanalaya 8906149851; Maha Laxmi Enterprise 8967484875; Tuki Taki 9734906594; **Kaliaganj:** Ashirbad 9434373897; **Balurghat:** M/S S Kumar Steel Traders 9434194161; Shree Balaji Steel 7278688010; New Tirupati Steel Furniture 9800531986; **Raiganj:** Bharat Glass Stores 8100401145; Laxmi Tredars 9475719038; Bisweswar Stores 9434246931; Radha Krishna Enterprise 7364019068; **Gangarampur:** VIP House 7872109404; Shudhakar Pandey 9563617103; **Baharampur:** New Griho Sova 9735663326; **Farakka:** Das Brothers 9434530472; **Umarpur:** Shyam Traders 7501199272; **Raghunathganj:** Prabhati Stores 6294746546
PRASA-2025